# বঙ্গবীর

( ঐতিহাসিক নাটক )

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে এম-এ, বি-টি প্রণীত

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ
গণেশ অপেরা-পার্টি কর্ত্তৃক অভিনীত

প্রথম অভিনয় রজনী—
৩১ শে আশ্বিন, শনিবার, সন ১৩৪৩ সাল

—ডায়মণ্ড লাইব্রেরী—
১০৫, আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।
শ্রীকানাইলাল শীল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

—*—

সন ১৩৬৩ সাল।
নবম সংস্করণ




নির্যাতিত, বীরপূজা, মুক্তি-তীর্থ ব্রহ্মতেজ, ধাত্রীপান্না, অমরাবতী,
চাষার মেয়ে, দেশের দাবী, বীর হাম্বীর, দলমাদল,
রামশাস্ত্রী প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা

প্রথিতযশা নাট্যকার ও প্রযোজক

## শ্রীযুক্ত কানাইলাল শীল মহাশয়ের

—করকমলে—

দেবের দেউলে প্রবেশের পথ
আমার ছিল না জানা।
হায় কতবার অন্যের মত
বিফলে দিয়াছি হানা॥
তোমারি আলোকে হয়েছে বন্ধু!
নিরাশার নিশা ভোর।
ঝরা ফুলে গাঁথা কুসুমের হারে
বাঁধিনু প্রীতির ডোর॥

"ব্রজেন্দ্রকুমার"

# নিবেদন।

—০:*:০—

আট কোটি বাঙ্গালীর হাতে বাঙ্গালীর এই গৌরবের কাহিনী নিবেদিত হইল। যেদিন পাঠ্যপুস্তকে প্রথম বিজয়সিংহের সমুদ্রযাত্রার চিত্র দেখিয়াছিলাম, কল্পনার তুলিতে "বঙ্গবীর" সেইদিনই রূপগ্রহণ করিয়াছিল। তিন বৎসর পূর্ব্বেকার এ রচনা। আজ আমার মনে হইতেছে, যাহা বলিবার ছিল, ঠিক বলা হয় নাই, বিজয়সিংহের কাহিনী— "সত্য যাহা স্বপ্নের মত দীপ্ত ইন্দ্রজালে"—হয় তো আমারই অক্ষম লেখনীতে মসীলিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। তবু দুঃখ নাই, আমার সাহিত্য-সাধনার সঙ্গে এমন একজন বীর পুরুষের নাম যে যুক্ত হইয়া রহিল, চিরদিন এই চিন্তাই আমাকে আনন্দ দান করিবে।

সাধারণের চক্ষে বিজয়সিংহ উচ্ছৃঙ্খল, দুর্দ্দম, ও নিষ্ঠুর এবং এই জন্যই মহারাজ সিংহবাহুর বিচারে তাঁর নির্ব্বাসন। কিন্তু বাঙ্গালীর জানা ছিল না যে, তাঁর এই নিষ্ঠুরতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে [illegible] ও ভোগে অনাসক্তি। সাত শত বাঙ্গালার তরবারির ধার এ [illegible]। ভোগ সে চায় না, ভোগের সহস্র উপাদান তাহাকেই জড়াইয়া ধরে।

লঙ্কার সামাজিক অবস্থা তখন কিরূপ ছিল, জানিবার বিশেষ চেষ্টা করি নাই। আমার প্রয়োজন শুধু বাংলার বিজয়কে লইয়াই, বিজয়ের প্রয়োজনেই অন্য সকলের সৃষ্টি। আমি নাটক লিখিতে গিয়া বিজয়সিংহকে গড়ি নাই, বিজয়সিংহকে গড়িতেই নাটক লিখিয়া ফেলিয়াছি।

'বঙ্গবীর' নাটকের প্রস্তাবনার গানটী আমার পরম স্নেহভাজন ছাত্র মিঃ পি ব্যানার্জির রচনা। স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ অমূল্য চন্দ্র দে পদে পদে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত হরিপদ কুমার, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত মণ্ডল ও শ্রীযুক্ত কানাইলাল শীল মহাশয়গণের নিকটও আমি আশাতিরিক্ত সহায়তা পাইয়াছি; ইঁহাদের সহানুভূতি ও সহযোগের ফলে আমি গত দুই বৎসর বাংলার অলিতে গলিতে বহন করিয়া বেড়াইয়াছি কবির সেই বাণী—

"গিয়াছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ।"

শ্রীরামনবমী,
সন ১৩৪৫ সাল।

গ্রন্থকার

# কুশীলবগণ

## —পুরুষ—

| | | |
|---|---|---|
| সিংহবাহু | ... | বাংলার রাজা। |
| বিজয়সিংহ | ... | ঐ যুবরাজ। |
| সুমিত্র | ... | ঐ কুমার। |
| অজয়সিংহ | ... | ঐ সৈন্যাধ্যক্ষ। |
| শীলভদ্র | ... | ঐ অনুচর। |
| শালিবাহন | ... | সংঘাধিপতি। |
| ইন্দ্রনীল | ... | লঙ্কার যুবরাজ। |
| মেঘা ও গোরা | ... | ঐ পার্শ্বচরদ্বয়। |
| অগ্নিমিত্র | ... | সেনানায়ক |
| পুরঞ্জয় | ... | ঐ পুত্র। |
| সুধাকণ্ঠ | ... | বৈতালিক। |
| লম্বকর্ণ | ... | বিদূষক। |
| চৈতন | ... | ঐ পুত্র। |

রক্ষী, অনুচর, বাউলগণ, ফাঁড়িদারগণ, সৈন্যগণ,
নাগরিকগণ, পারিষদগণ ইত্যাদি।

## —স্ত্রী—

| | | |
|---|---|---|
| কুবেণী | ... | লঙ্কার রাজকন্যা। |
| ত্রিবেণী | ... | ইন্দ্রনীলের স্ত্রী। |
| ভারতী | ... | ঋষিকন্যা। |
| মীনাক্ষী | ... | লম্বকর্ণের স্ত্রী। |

রঙ্গিণী, নাগরিকাগণ, নর্তকীগণ, মলয়কুমারীগণ, বন্দিনীগণ,
পাহাড়িয়া রমণীগণ ইত্যাদি।

———

# বঙ্গবীর

—০:✽:০—

## প্রস্তাবনা।

### বাউলগণ।

### গীত।

আমার বাংলা দেশের মাটি।
আগুনতাতে গলিয়ে নেওয়া কেবল সোনা খাঁটি॥
(হেথায়) মাঠের বুকে সবুজ আঁচল পাতা,
মাথায় আকাশ ঝুল্‌ছে নীলের ছাতা,
গান গেয়ে যায় নদী বেয়ে ধুয়ে রাঙ্গা পা-টী॥
জলদ এরে পরায় ফুলের রাখী,
জাগায় এরে ভোরের পাখী ডাকি,
(আবার) সাঁঝের পাখী ফুকরে ওঠে ঘুমায় আমার মা-টী॥
মায়ের বুকে কোথায় এত সুধা,
মিঠে কথায় মেটে প্রাণের ক্ষুধা,
কোন্ দেশেতে মিষ্টি ভাষা এমন পরিপাটি॥
ফলে ফুলে গন্ধে রূপে ঘেরা,
আমার এ দেশ সকল দেশের সেরা,
নবীন ভাবে সাজিয়ে দেওয়া আমার মায়ের গা-টী॥

———

# প্রথম অঙ্ক।

## প্রথম দৃশ্য।

### রাজপথ।

সুমিত্র ও অজয়সিংহের প্রবেশ।

অজয়। প্রণাম কর কুমার ঐ স্মৃতি-সৌধের উদ্দেশে। বল, মা! আবার এসো তুমি বাংলার ঘরে, বাঙ্গালীর সুখের উৎসবে, দুঃখের কান্নায়, বাংলার জয়যাত্রার পুরোভাগে মঙ্গল-দীপ হাতে নিয়ে; এসো মা, আমাদের মা-বোনেদের প্রাণে দুর্জ্জয় শক্তি জাগিয়ে দাও।

সুমিত্র। আজ এক বৎসর, না অজয় দা?

অজয়। হ্যাঁ কুমার, আজ এক বৎসর। এক বৎসর পূর্ব্বে পাণ্ড্যরাজ বাংলা আক্রমণ করেছিল। মহারাজ তখন অসুস্থ, যুবরাজ স্থানান্তরে; সেই অতর্কিত আক্রমণে বাংলা বিধ্বস্ত হ'য়ে যেতো। কিন্তু মহারাণীর অসীম শৌর্য্য তাদের ফেরুপালের মত হটিয়ে দিয়েছিল, তারপর শত্রুর বিষাক্ত শরে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

সুমিত্র। শত্রুর বিষাক্ত শরে? কেউ প্রতিশোধ নিলে না?

অজয়। নিয়েছে বৈ কি কুমার! বিজয়সিংহ যে মুহূর্ত্তে এসে শুনলেন শত্রুরা তাঁর মাকে হত্যা করেছে, সেই মুহূর্ত্তে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলেন। আজ এতদিন পরে পাণ্ড্যরাজকে সবংশে ধ্বংস ক'রে তিনি ফিরে আসছেন।

সুমিত্র। দাদা আজ আস্‌বে? কখন আস্‌বে অজয়-দা?

অজয়। তা জানি না, তবে আজই আস্‌বেন সংবাদ পেয়েছি।

সুমিত্র। আমি যদি ঘুমিয়ে পড়ি, আমায় জাগিয়ে দিও। কত দিন দাদার কোলে উঠি নি ; দাদার জন্য মন কেমন করে। হ্যাঁ অজয়-দা! দাদা কবে রাজা হবে?

অজয়। আগামী মাঘী পূর্ণিমায়।

সুমিত্র। এই মাঘী পূর্ণিমায়? সে আর কত দিন? সে দিন খুব উৎসব হবে, না?

অজয়। সম্ভব।

সুমিত্র। আচ্ছা, দাদার নাম শুনলে প্রজারা ভয়ে কাঁপে কেন?

অজয়। তিনি যে দুষ্টের যম, তাই তাঁর নামে তাদের অন্তরাত্মা ভয়ে শুকিয়ে যায়। ঐ যে মহারাজের শোভাযাত্রা আস্‌ছে ; তুমি একটু দাড়াও, আমি আস্‌ছি।

সুমিত্র। বাবাও আস্‌ছেন?

অজয়। মহারাণীর মর্ম্মর মূর্ত্তির গলায় তিনি নিজের হাতে পুষ্পমালা পরিয়ে দেবেন। আচ্ছা, তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি এখনি আস্‌ছি।

[ প্রস্থান।

সুমিত্র। মাকে আমার ভাল মনে পড়ে না ; শুধু একটা কথা মনে আছে। একদিন মা বলেছিল, "সুমিত্র! জীবনে কখনও দাদার অবাধ্য হ'স্ নে, তোরা দু'ভাই রাম-লক্ষ্মণের মত থাকিস্।" ভুলি নি মা, তোমার সে কথা ভুলি নি—কখনও ভুলবো না। দাদা রাজা হোক্, আমি তার মাথায় ছাতা ধরবো।

শশব্যস্তা ভারতীর প্রবেশ।

ভারতী। তাই তো, কি করি—কাকে ডাকি! এ কি পৈশাচিক ষড়যন্ত্র! বাংলায় কি মানুষ নেই? কারো কানে কি এ কথা পৌঁছায়

নি? চুপ ক'রে থাকবো? আমার চোখের উপর এমন একটা ইন্দ্র-পাত হবে, আমি একটা কথা কইবো না? না—না—না, হোক্ পিতা, আমি এ হত্যার কথা তারস্বরে ঘোষণা করবো।

সুমিত্র। হ্যাঁগা, তুমি কি বলছো?

ভারতী। কে? কুমার সুমিত্র? ভালই হয়েছে। একটা কাজ করতে পারবে? না, তোমাকে ব'লে আর লাভ কি? তুমি বালক।

সুমিত্র। বালক হ'লেও আমি বিজয়সিংহের ভাই।

ভারতী। পারবে? তবে ছুটে যাও; মহারাজকে ব'লে যেমন ক'রে হোক্, এ উৎসব বন্ধ কর। আর কিছু না পার, মহারাজকে ঐ মন্দিরে প্রবেশ করতে দিও না।

সুমিত্র। সে কি? আজ যে মায়ের স্মৃতিপূজা।

ভারতী। বেঁচে থাকলে অনেক স্মৃতিপূজা করতে পারবে কুমার যাও, প্রশ্ন ক'রো না। উৎসব বন্ধ কর, যেমন ক'রে হোক্।

সুমিত্র। কেন, তা বলবে না?

ভারতী। না।

সুমিত্র। তবে আমি কিছুতেই যাবো না।

[ প্রস্থান।

ভারতী। তোমাদের বিধিলিপি, আমি কি করবো? কিন্তু এ কি কৃতঘ্নতা! এমন দয়ালু রাজা, তাঁকে এরা হত্যা করতে চায়! আর এই ষড়যন্ত্রের নায়ক আমার পিতা! ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ, ভাবতে লজ্জা হয়। উঃ—আজ যদি বিজয়সিংহ থাকতো। কি করি—কি করি?

বৌদ্ধ-ভিক্ষুবেশে বিজয়সিংহের প্রবেশ।

বিজয়। বুদ্ধং শরণং গচ্ছ।

ভারতী। [ স্বগত ] কি সৌম্য শান্ত মূর্ত্তি। [ প্রকাশ্যে ] ভগবানের করুণা দু'হাতে প্রে কে নিয়ে এলে তুমি দেবদূত?

বিজয়। আমি বৌদ্ধ ভিক্ষু।

ভারতী। পরিচয় দাও।

বিজয়। কিসের?

ভারতী। ঐ মন্দিরমধ্যে আজ এক হত্যালীলার অনুষ্ঠান হবে। শুনেছি, হিংসার বিরুদ্ধেই বৌদ্ধধর্ম্মের অভিযান। যদি তুমি যথার্থই বৌদ্ধ হও, তবে এ হত্যা নিবারণ কর।

বিজয়। কার হত্যা কুমারী?

ভারতী। মহারাজ সিংহবাহুর।

বিজয়। মহারাজ সিংহবাহুর? কারণ?

ভারতী। তিনি বেঁচে থাক্‌লে আগামী মাঘী পূর্ণিমায় বিজয়সিংহ বাংলার সিংহাসনে বস্‌বেন।

বিজয়। তাই বিজয়সিংহের অনুপস্থিতিতে তারা রাজাকে হত্যা ক'রে সিংহাসনটা অধিকার ক'রে বস্‌তে চায়; কিন্তু এও কি সম্ভব? এমন দয়ালু রাজা, প্রজাদের সুখ-দুঃখের চিন্তায় যার চোখে ঘুম নাই— মুখে আহার নাই, তাঁকে এরা হত্যা কর্‌তে চায়। এরা আবার জাগ্‌বে। আকাশ-কুসুম কল্পনা। শোন—শোন কুমারী! যদি শত্রুর গুপ্ত আঘাতে মহারাজ সিংহবাহুর একগাছি কেশও ছিন্ন হয়, তা হ'লে এই বাংলা দেশটাকে আমি রক্তে ভাসিয়ে দেবো। বল্‌তে পার, এ ষড়যন্ত্রের নায়ক কে?

ভারতী। শপথ কর, জীবনে তার নাম প্রকাশ কর্‌বে না?

বিজয়। [ ভাবিয়া ] উত্তম, শপথ কর্‌ছি, আমার জিহ্বা কখনও তার নাম উচ্চারণ কর্‌বে না। বল, কে এর নায়ক?

ভারতী। মন্ত্রী রত্নদত্ত।

বিজয়। তুমি কে?

ভারতী। মন্ত্রিকন্যা, নাম ভারতী।

বিজয়। তুমি বাংলার লক্ষ্মী। যদি দিন পাই, বাংলার রাজ-প্রাসাদে লক্ষ্মীর মত তোমায় প্রতিষ্ঠা করবো; যদি না পাই, মৃত্যুর পরেও বুকের মধ্যে গেঁথে নিয়ে যাবো ঐ নাম—ভারতী—ভারতী—

[ প্রস্থান।

ভারতী। কি সুন্দর ঐ বৌদ্ধ-ভিক্ষু! যেন একখানি মনোহর চিত্র! আমার অনুরোধে যমের মুখে ছুটে গেল। কি করলাম! এক-জনকে বাঁচাতে গিয়ে আর একজনের জীবনহন্ত্রী হ'লাম? না, আমিও ছুটে যাই, দেখি নারী-শক্তির কোন মূল্য আছে কি না?

[ প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে নাগরিকাগণের প্রবেশ।

নাগরিকাগণ।—

গীত।

সে তো মরতের মেয়ে নয়।
দশের কারণে, মরণ-বরণে মরণে করেছে জয়॥
কঠোর ছিল সে কুলিশের মত, করুণায় ছিল সিন্ধু,
মিলায়ে গিয়াছে অমল জোছনা পূর্ণ সে শরদিন্দু,
বাংলার মাটি বাংলার জলে,
আজিও তাঁহার দীপ্ত আঁখির লক্ষ মাণিক জ্বলে,
রক্তলেখায় লিখে গেছে সে যে বাংলার পরিচয়॥

[ প্রস্থান।

নেপথ্যে নাগরিকাগণ। আগুন—আগুন, রক্ষা কর—রক্ষা কর! [ কোলাহল ]

সিংহবাহুর প্রবেশ।

সিংহবাহু। একি! লেলিহান অগ্নিশিখা মহারাণীর স্মৃতি-সৌধ গ্রাস করছে। এমন পৈশাচিক নৃশংসতা কার? অমাত্যগণ! সৈন্যগণ! নেই—কেউ নেই। নাগরিকগণ! ওই মহীয়সী নারী একদিন প্রবল শত্রুর আক্রমণ থেকে তোমাদের মাতা-ভগ্নীকে রক্ষা করেছিল, আজ সে ঋণ পরিশোধ কর। সৌধ যায় যাক্, তোমাদের স্বর্গগত মহারাণীর মর্ম্মরমূর্ত্তিটিকে রক্ষা কর।

নেপথ্যে নাগরিকাগণ। আগুন! আগুন!

সিংহবাহু। যা—যা, পুড়ে ছাই হ'য়ে যা। বিজয় ফিরে আসছে, সে এসে দেখ্‌বে, তার মায়ের স্মৃতি-সৌধ সমভূমি হ'য়ে গেছে। রক্তে ভাসিয়ে দেবে সে এই বাংলা দেশ। সেই ভাল, কৃতঘ্ন জাতির সেই উপযুক্ত শাস্তি।

অজয়সিংহের পুনঃ প্রবেশ।

অজয়। মহারাজ!

সিংহবাহু। আমায় বাঁচাতে এসেছ অজয়? আমি মরি নি; কিন্তু মহারাণীর স্মৃতি-সৌধ—যাক্, সব যাক্, শুধু ঐ মর্ম্মর-মূর্ত্তিটি রক্ষা করতে পারবে অজয়?

অজয়। পারবো কি না জানি না, তবে প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করবো।

সিংহবাহু। মন্দিরে প্রবেশ ক'রে? তার পরিণাম কি জান অজয়?

অজয়। মৃত্যু।

সিংহবাহু। তবে? না অজয়, থাক্। সবই তো গেছে তার, এও যাক্। স্মৃতির তর্পণ হ'লো না অজয়! ফেলে দাও এই পুষ্পমাল্য। কৃতঘ্ন বাংলা—নিষ্ঠুর বাংলা! শোন অজয়। মৃত আত্মার এ অবমাননা আমি কিছুতেই সইবো না। আমার শপথ—তাকে আমি চরম শাস্তি দেবো। এ পৈশাচিক কাণ্ড যার, তাকে রাজসভায় নিয়ে এসো—জীবিত হোক্, আর মৃত হোক্।

[ প্রস্থান।

অজয়। মহারাজের আদেশ শিরোধার্য্য। [ প্রস্থানোদ্যোগ ]

দগ্ধপ্রায় ভারতীকে স্কন্ধে লইয়া বিজয়সিংহের প্রবেশ।

বিজয়। ভারতী। ভারতী। [ স্বগত ] ভগবান্! বাংলার সর্ব্বস্ব নাও, শুধু এই রাজভক্ত প্রজাকে বাঁচিয়ে রাখ। নৃশংস দস্যুর মত মায়ের ঐ স্মৃতিমন্দির ভস্মস্তূপে পরিণত করেছি, তাতে আমি দুঃখিত নই। কিন্তু এই বালিকা রাজার জন্য নিজের স্নেহের আশ্রয় চূর্ণ করেছে; একে রক্ষা কর—একে বাঁচাও ঈশ্বর। ভারতী! ভারতী! [ ভারতীকে শোয়াইয়া দিলেন। ]

ভারতী। কি করলে—কি করলে বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী? আমার মুখ থেকে আমারই পিতার মারণ-মন্ত্র বার ক'রে নিয়ে তাকে এমন শোচনীয় মৃত্যু দিলে? অহিংসা যার মূল মন্ত্র—সেই বৌদ্ধধর্ম্মের সেবক তুমি, বিরাট অগ্নিদাহে এমন একটা স্মৃতিসৌধ ভস্মীভূত করলে?

অজয়। সে কি? বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী! তুমি ঐ মন্দিরে অগ্নিসংযোগ করেছ?

বিজয়। হ্যাঁ, আমি।

অজয়। তা হ'লে তুমি আমার বন্দী। [ বংশীধ্বনি ]

রক্ষীর প্রবেশ।

অজয়। শৃঙ্খলিত কর।

বিজয়। ক্ষান্ত হও। রাজপুরুষ! বন্দিত্ব বা মৃত্যুকে আমি সমানই তুচ্ছ জ্ঞান করি; আর আমার অনিচ্ছায় আমাকে বন্দী করে, এত বড় বীর আজও বাংলায় জন্মায় নি। দেখ্‌ছো আমার পদতলে এক রাজ-ভক্ত প্রজার অর্দ্ধদগ্ধ দেহ? একে শুশ্রূষা কর্‌তে দাও: তোমাদের হঠকারিতায় এ যদি মরে, তা হ'লে দিগ্‌দাহে সমগ্র বাংলা দেশ পুড়ে ছাই হ'য়ে যাবে। তোমাদেরও ঘরে মা বোন্ আছে; তাদের করুণ অসহায় মুখ মনে কর, এমনি করুণ—এমনি অসহায়।

অজয়। নিষ্ফল ক্রন্দন! মহারাজের শপথ, স্বর্গগতা মহারাণীর এ অবমাননা যে করেছে, তাকে তিনি চরম শাস্তি দেবেন।

বিজয়। শপথ? সত্যসন্ধ মহারাজ সিংহবাহুর শপথ? তবে আর বাধা দেবো না। আমি স্বেচ্ছায় বন্দিত্ব স্বীকার কর্‌ছি। ভারতী! ঈশ্বরের অফুরন্ত করুণার দ্বারে তোমায় রেখে গেলাম। যদি বেঁচে থাকি, এইখানে সন্ধান কর্‌বো? যদি একখানা অস্থিও খুঁজে পাই, তারই উপর আবার অমনি একটা অভ্রভেদী সৌধ মাথা তুলে দাঁড়াবে।

[ রক্ষী সহ প্রস্থান।

অজয়। এসো ভারতী!

[ ভারতীকে স্কন্ধে লইয়া প্রস্থান।

---

## দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজপ্রাসাদের একাংশ।

সিংহবাহু।

সিংহবাহু। বিচার করবে—এ শাঠ্যের বিচার করবো। কৃতঘ্ন এই বাঙ্গালীর জাতি। এদের রক্ষায় যে মহীয়সী নারী প্রাণ বিসর্জ্জন দিল, তার একটু স্মৃতিচিহ্নও এদের সহ্য হ'লো না। ছাই হ'য়ে গেছে—সব ছাই হ'য়ে গেছে। এতদিন ধ'রে যাকে রক্ষা করেছি, একদিনে তার সব শেষ। আমি বিচার করবো—এই বাংলা দেশটাকে শাসন করবো; এমন শাসন করবো, যাতে বাংলার রাজা সিংহবাহুর কাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠায় জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা থাকবে। সিংহবাহু স্থবির বটে, কিন্তু এখনো সে সিংহ। আজ আর একবার এই সিংহ আত্মপ্রকাশ করবে। কে আছ, মন্ত্রী রত্নদত্তকে সংবাদ দাও।

অজয়সিংহের প্রবেশ।

অজয়। রত্নদত্ত আর জীবিত নেই মহারাজ।

সিংহবাহু। জীবিত নেই। কি বলছো তুমি অজয়? রাজ্যে কি প্লাবন এসেছিল?

অজয়। প্লাবন নয় মহারাজ। ঐ স্মৃতি সৌধের মধ্যে তাঁকেও অবরুদ্ধ ক'রে অগ্নিসংযোগ করেছে।

সিংহবাহু। রাজ্যটা কি কাল-ঘুমে ঘুমিয়েছিল অজয়? না—এ হ'তে পারে না। বাংলা দেশে এত বড় বিদ্রোহী আজও মাথা তুলতে

পারে নি, যে এমন রাজভক্ত অমাত্যকে পুড়িয়ে মার্তে পারে। এ মিথ্যা।

অজয়। না মহারাজ, সত্য ; আততায়ীকে আমি বন্দী ক'রে এনেছি।

সিংহবাহু। কে আততায়ী ?

অজয়। একজন বৌদ্ধ-ভিক্ষু।

সিংহবাহু। ভিক্ষু ? একটা ভিক্ষু বাংলার বুকের উপর ব'সে এমন একটা হত্যালীলার অনুষ্ঠান কর্‌লে, আর তোমরা কি সব ঘুমিয়েছিলে ? ওঃ—আজ যদি বিজয় উপস্থিত থাক্‌তো, তা হ'লে মহাপ্রলয় হ'য়ে যেতো। নিয়ে এসো আততায়ীকে ; বিচার করবো—কঠোর বিচার।

রক্ষী সহ বৌদ্ধবেশী বিজয়সিংহের প্রবেশ।

বিজয়। মহারাজের জয় হোক্।

[ রক্ষীর প্রস্থান।

অজয়। মহারাজ। এই সেই আততায়ী।

সিংহবাহু। কে তুমি বৌদ্ধ-ভিক্ষু ? এমন সৌম্য শান্ত মূর্ত্তির মধ্যে হিংসার বীজ লুকিয়ে রেখেছ ? বল, কে তুমি ? কোন্ সৌন্দর্য্যের খনি থেকে এ মূর্ত্তি চুরি ক'রে নিয়ে এসেছ ? কোন্ পিতার নয়নানন্দ তুমি ? না—না—না, কিছু শুনতে চাই না ; বিচার কর্‌বো। বল বন্দী, তুমি কি ঐ মন্দিরে অগ্নিসংযোগ করেছ ?

বিজয়। হ্যাঁ মহারাজ, আমি।

সিংহবাহু। আর আমার মন্ত্রীকে হত্যা ?

বিজয়। সেও আমারই কীর্ত্তি।

সিংহবাহু। জান ভিক্ষু, এর যেন কোন একটি অপরাধে প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত হ'তে পারে ?

বিজয়। জানি, তবু মৃত্যুভয়ে মিথ্যাকথা বল্‌তে পার্‌বো না।

সিংহবাহু। তা হ'লে তুমি অপরাধী?

বিজয়। জানি না, তবে এ বিপর্য্যয় আমারই রচনা।

সিংহবাহু। কেন তুমি ঐ মন্দিরে অগ্নিসংযোগ করেছ ভিক্ষু? কেনই বা রত্নদত্তকে হত্যা করেছ?

বিজয়। বল্‌তে পারবো না, আমি প্রতিশ্রুত।

সিংহবাহু। মিথ্যাকথা, যদি প্রাণের মায়া থাকে—

বিজয়। প্রাণের মায়া কাকে বলে আমি জানি না। জীবনটা আমার কাছে একমুঠো ধূলোর মত, আমি তাকে বিশ্বের কল্যাণে ছড়িয়ে দিয়েছি। দাও রাজদণ্ড, যতই কঠোর হোক্, আমি মাথা পেতে নিতে প্রস্তুত।

সিংহবাহু। [ দৃঢ়স্বরে ] বলবে না?

বিজয়। না।

সিংহবাহু। তা হ'লে শোন ভিক্ষু যদি তুমি বাঙ্গালী হও, তা হ'লে তোমার শাস্তি চির-নির্ব্বাসন; আর যদি বিদেশী হও, তা হ'লে তোমার শাস্তি প্রাণদণ্ড। [ সহসা বিজয়ের ছদ্মবেশ খসিয়া পড়িল ] এ্যা! একি—একি! কে তুমি?

অজয়। বিজয়সিংহ? তুমি এই হত্যাকাণ্ডের নায়ক?

সিংহবাহু। না—না, ছলনা। বিজয়ী পুত্র বিজয়-গৌরবে বাংলায় ফিরে এসেছে, এই একমাত্র সত্য, আর সব স্বপ্ন—মিথ্যা। শঙ্খধ্বনি কর অজয়। পুষ্পমাল্য আন, উৎসব-কোলাহলে নগর মুখরিত হোক।

বিজয়। না পিতা। সত্যই আমি মন্ত্রী রত্নদত্তকে মন্দিরে রুদ্ধ ক'রে আগুনে পুড়িয়ে মেরেছি। আমার স্বর্গগতা জননীর ঐ স্মৃতি-সৌধ আমিই ভস্মীভূত করেছি।

সিংহবাহু। চুপ্—চুপ্। ওরে। আমি যে শুধু পিতা নই, আমি রাজা, বিচার ক'রে ফেলেছি—চির-নির্ব্বাসন। হা ঈশ্বর। আমারই মুখের ভাষা রক্তপায়ী রাক্ষসের আকার ধ'রে আমাকেই গ্রাস করতে এলো? বিজয়। বিজয়।

বিজয়। পিতা। আমি নিষ্ঠুর, আমি অত্যাচারী, তবু আমি বাঙ্গালীর দরদী বন্ধু। জাতির ইতিহাসে বাঙ্গালীকে আমি ভীরু ব'লে পরিচিত হ'তে দেবো না, এই আমার জাগ্রতের স্বপ্ন। মাত্র সাত শত বাঙ্গালীর মধ্যে আমি প্রাণের স্পন্দন জাগিয়েছি, এরা পাহাড় ভেঙ্গে নগর বসাতে পারে, এরা সাগরটাকে বাষ্পের মত উড়িয়ে দিতে পারে, আবার প্রয়োজন হ'লে সিংহের কবলে মাথা গলিয়ে দিতে জানে।

অজয়। এই হত্যালীলায় তারাও কি যুবরাজের সঙ্গী?

বিজয়। না, তারা নির্দ্দোষ; যত অপরাধ আমার। নির্ব্বাসন-দণ্ড আমি একাই শির পেতে নিলাম।

সিংহবাহু। না-না, এ হ'তে পারে না। বল—বল, এ অভিযোগ মিথ্যা।

বিজয়। না পিতা, সত্য।

সিংহবাহু। বিজয়। তুমি কি মরিয়া হ'য়ে রাজসভায় এসেছ?

বিজয়। বিজয়সিংহ চিরদিনই মরিয়া, প্রাণটা তার কাছে একটা খেলার পুতুল।

সিংহবাহু। তবু নিজের স্বপক্ষে তোমার কি কিছুই বলবার নেই?

বিজয়। না পিতা, নেই।

অজয়। নির্ব্বাসন কি তোমার এতই বাঞ্ছনীয় যুবরাজ?

বিজয়। নির্ব্বাসন বাঞ্ছনীয়? অজয়। দেবতা কি জানি না, ভগবান্ কি জানি না; আমার ভগবান্ এই সুজলা সুফলা বাংলা দেশ। একে

ছেড়ে যেতে প্রাণ আমার চায় না অজয়! কার হাতে দিয়ে যাবো আমার এই দুঃখিনী মাকে? কে বুঝবে তার অন্তরের ভাষা? দিবানিশি সজাগ থেকে প্রতি গৃহদ্বারে কান পেতে দরিদ্রের দীর্ঘশ্বাস, রোগীর আর্ত্তনাদ, দুর্ব্বলের অসহায় মিনতি কে শুনবে অজয়? তবু যেতে হবে, নিয়তির পরিহাস! পিতা—।

সিংহবাহু। পুত্র! বিজয়ী পুত্র! আমার দশরথের রাম! কাল তোমার অভিষেক, আজ আমি তোমায় নির্ব্বাসন দিচ্ছি, চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য নয়, চিরজীবনের জন্য। আমি কি নিষ্ঠুর—কি নিষ্ঠুর!

বিজয়। না পিতা, নিষ্ঠুরতা আমার। আমি যদি পুত্রের বেশে আপনার কাছে আস্‌তাম, তা হ'লে আপনার হাত থেকে রাজদণ্ড খ'সে পড়্‌তো, কিন্তু আমার এ নিষ্ঠুরতা আপনার সত্যরক্ষার জন্য।

সিংহবাহু। সত্যরক্ষা। পিতার সত্যরক্ষায় রাম বনবাসে গিয়েছিল আমার সত্যরক্ষায় তুমিও যাচ্ছ সেই বনবাসে। তবে যাও, সবই গেছে, তোমাকেও জন্মের শোধ বিদায় দিলাম। যাও—এখনি যাও, নইলে রাজধর্ম্ম ভুলে যাবো।

বিজয়। ভুল্‌তে দেবো না পিতা! নদীতে আমার ময়ূরপঙ্খী বাঁধা আছে, আমি এই দণ্ডেই বাংলা ছেড়ে চ'লে যাচ্ছি; ধর্ম্ম সাক্ষী, আপনার পদস্পর্শ ক'রে শপথ করছি, জীবনে আর কোনদিন বাংলার মাটি স্পর্শ করবো না। অজয়। তবে বিদায় বন্ধু!

অজয়। বিজয়! কেন তুমি নিজের সব কথা গোপন ক'রে এমন অনাথের মত চ'লে যাচ্ছ? আমি জানি, তুমি কোন অন্যায় করতে পার না। মাতৃভক্ত তুমি, স্বহস্তে মায়ের মন্দির ধ্বংস করেছ, এ যে বিশ্বাস হয় না বন্ধু! বল, কি রহস্য আছে এর অন্তরালে?

বিজয়। দুঃখ ক'রো না অজয়! এ ঈশ্বরের ইঙ্গিত। কে যেন

আমার ডাক্‌ছে অজয়! সুদূর সমুদ্রপারে কে যেন আমার অপেক্ষায় ব'সে আছে। আমি যাবো, বাংলার এ বিলাসী জীবন আমার জন্য নয়। আমি বাঙ্গালীর ইতিহাসে একটা চিরস্থায়ী চিহ্ন রেখে যাবো। পিতা! [ প্রণাম করিলেন ] মুখ ফিরিও না বাবা। বিশ্বাস কর, আমি একটুও অভিমান নিয়ে যাচ্ছি না। বিদায়—বিদায়।

[ প্রস্থান।

সিংহবাহু। বিজয়! বিজয়! আমার বিজয়! [ অগ্রসর ]

স্নমিত্রের প্রবেশ।

সুমিত্র। বাবা!

অজয়। কি সুমিত্র, তুই আবার ঘুম থেকে উঠে এলি কেন?

সুমিত্র। বড় দুঃস্বপ্ন দেখে উঠে এসেছি অজয়-দা। ওঃ—কি বিশ্রী স্বপ্ন, এখনও গা শিউরে উঠছে। দেখ্‌লাম—যেন তোমরা সবাই মিলে আমার দাদাকে হাত পা বেঁধে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিলে। আমি 'দাদা—দাদা' ব'লে ডাক্‌লাম, ফিরেও চাইলে না। কেন এমন স্বপ্ন দেখ্‌লাম অজয়-দা? তুমি না বলেছিলে, দাদা এলে আমায় জাগাবে তবে কি দাদা আসে নি?

অজয়। এসেছিল, কিন্তু—

সুমিত্র। কি অজয়-দা! মুখ ফেরালে যে? বল, দাদা কোথায়? আমি অনেক দিন তাঁর কোলে উঠি নি, দাদার জন্য মন বড় কাঁদছে। বাবা, তুমি কাঁদছো কেন? কি হয়েছে, বল না? দাদা কোথায়?

সিংহবাহু। সত্যই তাকে হাত পা বেঁধে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়েছি।

সুমিত্র। [ ক্রন্দনজড়িতস্বরে ] বাবা!

সিংহবাহু। কাঁদিস্ নে,—কাঁদিস নে, সে বড় অপরাধ করেছিল।

সুমিত্র। না বাবা। দাদা কোন অপরাধ করতে পারে না।

সিংহবাহু। তবে কি আমারই দোষ? সবাই তোরা আমারই দোষ দিবি?

ভারতীর প্রবেশ।

ভারতী। যুবরাজ কই? যুবরাজ বিজয়সিংহ কই?

অজয়। একি। মন্ত্রিকন্যা?

সিংহবাহু। কে মন্ত্রিকন্যা, তুমি? দেখতে এসেছ পিতৃহন্তার বিচার? বিচার হ'য়ে গেছে; আমি তাকে নির্ব্বাসন-দণ্ড দিয়েছি।

ভারতী। ফিরিয়ে আনুন—ফিরিয়ে আনুন মহারাজ! সে অপরাধী নয়।

সিংহবাহু। অপরাধী নয়?

ভারতী। না—না, মন্ত্রী রত্নদত্ত আমারই পিতা—আত্মগোপন ক'রে আপনাকে হত্যা করবার জন্য ষড়যন্ত্র করছিলেন; মন্দির মধ্যে আপনারই জন্য ছুরি শানাচ্ছিলেন। যুবরাজ মন্দির ধ্বংস ক'রে আপনাকে রক্ষা করেছেন।

অজয়। কই, সে তো বল্‌লে না।

ভারতী। বল্‌বে না—প্রাণান্তেও নয়; আমার কাছে সে প্রতিশ্রুত!

সিংহবাহু। অজয়! অজয়! ফিরিয়ে আন, সিংহাসন পণ রইলো, তাকে ফিরিয়ে আনা চাই-ই।

ভারতী। মহারাজ! আমি চল্‌লাম, আমারই জন্য যুবরাজ আজ নির্ব্বাসিত। আমি যদি যুবরাজকে ফিরিয়ে আন্‌তে না পারি, তবে আমিও আর বাংলার মাটি স্পর্শ কর্‌বো না।

[ প্রস্থান।

অজয়। তবে আমিও চল্‌লাম মহারাজ, ঐ বালিকার রক্ষক হ'যে।

[প্রস্থান।

সুমিত্র। দাঁড়াও দাদা! আমিও তোমার সঙ্গে যাবো; আমি ছাড়া আর কেউ ফেরাতে পারবে না।

সিংহবাহু। তবে আমি কাকে নিয়ে থাক্‌বো বল? না—না তুই যাস নে। [সুমিত্রকে ধারণ]

সুমিত্র। বাবা! ছাড়—কেঁদো না; দাদাকে নিয়ে আমি ফিরে আসবো।

গীত।

আমি ঘুচাবো নয়নধার।
সাগর মথিয়া তুলিয়া আনিব চাঁদের মুকুত হার॥
এ আঁধার যবে অলিবে আলোর, রবে না অন্ধকার,
ফুটিবে ফুল, বাজিবে গান কোকিল চন্দনার,
জীয়নকাঠির পরশ লাগিয়া মরণাহত এ উঠিবে জাগিয়া,
এ ঘোর নিশা হ'য়ে যাবে শেষ জ্বলিবে শুকতারা॥

[প্রস্থান

সিংহবাহু। যা—সব যা, বাংলা শ্মশান হ'যে যাক্ সেই শ্মশান আগ্‌লে থাক্‌বে এক জরা-মরণজয়ী মহাকাল, লয় নাই—ক্ষয় নাই, স্থাণুর মত অটল।

নেপথ্যে। জয় যুবরাজ বিজয় সিংহের জয়!

সিংহবাহু। ঐ গেল, সাতশো বাঙ্গালী বাংলা আঁধার ক'রে চ'লে গেল। বিজয়—বিজয়!

[সকলের প্রস্থান।

---

## তৃতীয় দৃশ্য।

কুবেণীর কক্ষের অলিন্দ।

### কুবেণীর প্রবেশ।

কুবেণী। ভালবাসা—ভালবাসা, রাজাশুদ্ধ সবাই আমায় ভালবাসা জানাতে চায়। কি সর্ব্বনেশে রূপ নিয়ে জন্মেছি; যে দেখে, সেই পাগল হ'য়ে যায়। কিন্তু এ কি লজ্জা। একটা তুচ্ছ বৈতালিক, সেও রূপে মুগ্ধ হ'য়ে আমায় বিবাহ কর্‌তে চায়! থাক্, তার রূপমুগ্ধ চোখ দুটো চিরদিনের জন্য অন্ধ ক'রে দিয়েছি। লঙ্কাবাসীরা জানুক্, কুবেণীর রূপ-যৌবন তাদের ভোগ্য নয়; কুবেণীর যোগ্য বর পৃথিবীতে নাই!

### গীতকণ্ঠে নর্ত্তকীগণের প্রবেশ।

নর্ত্তকীগণ —

### গীত।

সখি, মধুমাসে বড় জ্বালা।
(যখন) কুহু কুহু কোকিল ডাকে,
ফোটে ফুল শাখে শাখে,
সবে ভাবে ও গরবী, মন দিতে চায় বর-মালা॥
এত গরব রবে না সই, যতই ধর রূপের ডালা,
মদন যখন সায়ক হেনে আড়াল থেকে দেখ্‌বে মজা,
চোখে তোর পড়্‌বে ঠুলি, উঠ্‌বে মাথায় পায়ের ধূলি,
মিছে তোর বাঁশীর স্বরে লাগ্‌ছে আজ কানে তালা॥

প্রস্থান।

কুবেণী। এত রূপ নিয়ে আমি কি করবো? পৃথিবীর সব পুরুষকে পদানত করতে পারি, কিন্তু তাতে লাভ? রাজ্য পাবো, ঐশ্বর্য্য পাবো, কিন্তু আমার যোগ্য পুরুষ তো পাবো না।

ত্রিবেণীর প্রবেশ।

ত্রিবেণী। কুবেণী।

কুবেণী। এসো—এসো, আমি তোমারই অপেক্ষায় ব'সে আছি। বল তো, এ ফুলের সাজে আমায় কেমন মানিয়েছে? দেখছো?

ত্রিবেণী। দেখছি, তুমি অতি কুৎসিত।

কুবেণী। কুৎসিত?

ত্রিবেণী। হ্যাঁ, তোমার চেয়ে কুৎসিত পৃথিবীতে আমি একজনকেও দেখি নাই। একদিন তোমার মুখের দিকে মুগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে থাকতাম। মনে হ'তো সংসারে তুমিই ধন্য; মনে হ'তো কেন তোমার মত অনন্ত রূপ নিয়ে জন্মাই নি? আজ ভাবছি, কেন বিধাতা তোমার দেহে এমন মাদকতা মাখিয়ে দিয়েছেন? কেন তুমি নারী হ'য়ে জন্মেছ।

কুবেণী। পুরুষের মাথা ঘুরিয়ে দেবার জন্য।

ত্রিবেণী। এত অহঙ্কার সইবে না কুবেণী! তুমি শুধু এই অনার্য্য দেশের কতকগুলো কামান্ধ ক্লীবকেই দেখেছ, পুরুষ দেখ নাই। পৃথিবীতে এমন পুরুষ আছে, যারা তোমার এই অসার রূপের ডালি পদাঘাতে ঠেলে চ'লে যায়।

কুবেণী। পৃথিবীতে কেন, স্বর্গেও নাই।

ত্রিবেণী। দেখবে—এই পৃথিবীতেই তুমি এমন পুরুষ দেখতে পাবে; তুমি তোমার অনন্ত রূপ নিয়ে তার পায়ে ধ'রে প্রেমভিক্ষা করবে,

সে তোমার দিকে ফিরেও চাইবে না। স্বপ্নেও ভেবো না যে, এতখানি পাপ বৃথাই যাবে।

কুবেণী। কিসের পাপ?

ত্রিবেণী। তোমার নারীত্বকে জিজ্ঞাসা কর। এক সরল সুন্দর যুবক তোমার দিকে মুগ্ধদৃষ্টিতে চেয়েছিল, সরলতার বশে তোমার প্রেমভিক্ষা করেছিল, তাই তুমি তাকে অন্ধ ক'রে দিয়েছ?

কুবেণী। হ্যাঁ, দিয়েছি, একটা তুচ্ছ বৈতালিক রাজকুমারীর প্রেম ভিক্ষা করবে?

ত্রিবেণী। সে দোষ কার? বৈতালিকের, না তোমার? তুমি রাজকুমারী, কেন সকলের সম্মুখে তোমার রূপ অনাবৃত ক'রে রেখেছ? বিক্রয় যদি করবে না, রূপের হাট খুলে বসেছ কেন?

কুবেণী। কামান্ধ পুরুষকে ব্যঙ্গ করবার জন্য।

ত্রিবেণী। ঐ দেখ তোমার ব্যঙ্গের পরিণাম।

গীতকণ্ঠে সুধাকণ্ঠের প্রবেশ।

সুধাকণ্ঠ।—

গীত।

একাকার! একাকার।
আকাশ ধরা দিনের আলো, শুধুই কালো শুধুই কালো,
দম্‌কা হাওয়ায় নিভিয়ে দেছে উজল জ্যোতিঃ দীপশিখার॥
মিলিয়ে গেছে পথের রেখা, নাইরে সাথী শুধুই একা,
যায় না চেনা দিন কি রাতি, রবির কর কি চন্দ্রমার॥
বুক চিরে আজ যতই ডাকি, দেয় না সাড়া একটা পাখী,
আছে বীণা ছিঁড়ে গেছে নিত্য মুখর সোনার তার॥

ত্রিবেণী। দেখ্ছো রাক্ষসী?

কুবেণী। দেখ্ছি, কামান্ধ পুরুষের এই যোগ্য শাস্তি।

ত্রিবেণী। ওঃ—তুমি কি কুবেণী? মানবী না দানবী? এমন শিশুর মত সরল জীবনটাকে তুমি নিষ্ফল ক'রে দিলে। ধিক্ তোমার নারী-জন্মে। এসো বাজোত্থানের কোকিল, গীতের ঝঙ্কারে অন্তরের মধ্যে স্বর্গের চির-বসন্ত জাগিয়ে তোল; দুই চক্ষু গেছে, অন্তরের সহস্র চক্ষু দিয়ে স্বর্গের রূপ-সুধা পান কর।

[ সুধাকণ্ঠের হস্ত ধরিয়া প্রস্থান।

কুবেণী। কার দোষ? বিধাতা! কেন আমার এত রূপ দিয়েছ? এ রূপে যে আমি নিজেই পাগল হ'য়ে যাই। আমার যোগ্য পুরুষ কি সৃষ্টি কর নি ঈশ্বর? এমন অফুরন্ত সৌন্দর্য্যের খনি কি অনার্য্য দেশের কালো কুৎসিত পুরুষের জন্য?

পুরঞ্জয়ের প্রবেশ।

পুরঞ্জয়। কুবেণী! কুবেণী!

কুবেণী। কি পুরঞ্জয়, সহসা তুমি আমার কক্ষে?

পুরঞ্জয়। ক্ষমা কর কুবেণী, আমি তোমায়—আমি—

কুবেণী। ভালবাসা জানাতে এসেছ? লঙ্কার পুরুষগুলো কি সবাই এক ছাঁচে ঢালা? রমণী-রূপের কি অন্য অর্থ নেই? বল—বল, সন্ধ্যা-সকাল সবাই যে পুরাতন কথা আমার কাছে আবৃত্তি ক'রে যায়, তুমিও একবার তা ব'লে যাও—তোমায় ভালবাসি, তোমার জন্য প্রাণ দিতে পারি।

পুরঞ্জয়। সে তো নূতন কথা নয় কুবেণী! একটা প্রাণ তো তুচ্ছ; যদি আমার দশটা প্রাণ থাকতো, তোমার জন্যে তাও আমি

হাস্‌তে হাস্‌তে দিতে পার্‌তাম। কিন্তু আজ আমি সে কথা বল্‌তে আসি নাই।

কুবেণী। তবে কি প্রয়োজন তোমার?

পুরঞ্জয়। কুবেণী! তুমি পালাও, এখনি—এই মুহূর্ত্তে। আমার সঙ্গে এসো, আমি তোমায় গুপ্তপথ দেখিয়ে দিচ্ছি।

কুবেণী। কেন পুরঞ্জয়?

পুরঞ্জয়। প্রশ্ন ক'রো না; আমার মনে হ'চ্ছে তোমার সমূহ বিপদ।

কুবেণী। কি বিপদ?

পুরঞ্জয়। লাঞ্ছনা।

কুবেণী। আমাব পিতার প্রাসাদে আমার লাঞ্ছনা? পুরঞ্জয়! তুমি উন্মাদ হয়েছ।

পুরঞ্জয়। উন্মাদ তো আমি একা নই কুবেণী! তোমার ঐ কুরঙ্গ নয়ন দু'টি যে দেখেছে, সেই উন্মাদ হয়েছে। স্বর্গের তিলোত্তমা আমি দেখি নাই, সে যদি তোমার মত সুন্দরী হয়, তা হ'লে স্বর্গের দেবতারা সবাই এমনি উন্মাদ।

কুবেণী। তবে জেনে রেখো পুরঞ্জয়, কুবেণীর লাঞ্ছনা অসম্ভব। বন্য শার্দ্দূলও যদি আমায় আক্রমণ করতে আসে, সেও আমার পায়ের তলায় গড়াগড়ি যাবে। যাও পুরঞ্জয়! তুমি যা শুনেছ, মিথ্যা। যদিও সত্য হয়, কুবেণী এক পাও নড়্‌বে না; নিজের আসনে ব'সে সে শত্রু জয় কর্‌বে।

পুরঞ্জয়। ভগবান তোমায় রক্ষা করুন।

[ প্রস্থান।

কুবেণী। কেন আমার দক্ষিণ নয়ন পুনঃপুনঃ স্পন্দিত হ'চ্ছে? তবে কি সত্যই কোন অমঙ্গল উপস্থিত?

শালিবাহনের প্রবেশ।

শালিবাহন। কুবেণী!

কুবেণী। একি, বাবা? কখন এলে? কতদিন পরে—ক'টা দেশ জয় ক'রে এলে বাবা?

শালিবাহন। জয় হ'লো না মা। পাণ্ড্যরাজ নিহত, আর আমি—পরাজিত হ'য়ে ফিরে এসেছি।

কুবেণী। পরাজিত? ভীরু বাঙ্গালীর কাছে?

শালিবাহন। শুধু পরাজিত নয় কুবেণী। লঙ্কার বিশাল বাহিনীকে আমি রণক্ষেত্রে ঘুম পাড়িয়ে রেখে এসেছি। লক্ষ নয়, হাজার নয়, মাত্র সাত শত বাঙ্গালী যুবক—তাদের সহায় মাত্র সাত শত তরবারি; এই মুষ্টিমেয় সেনার নেতা এক প্রিয়দর্শন যুবক। তার শুভ্র দেহে কি মত্তহস্তীর বল! যদি দেখ্‌তিস কুবেণী, তা হ'লে তুইও আমার মত বিস্ময়ে অবাক্ হ'য়ে যেতিস্। আমি সমস্ত সৈন্য হারিয়ে পরাজয়ের কলঙ্ক মেখেও তাকে ধন্যবাদ দিয়ে ফিরে এসেছি।

কুবেণী। বেশ করেছ বাবা। ত্রিলোকবিজয়ী দশাননের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত তুমি, একটা তুচ্ছ বাঙ্গালীর কাছে পরাজিত হ'য়ে ফিরে এসেছ, তা আবার মহানন্দে ব্যক্ত কর্‌ছো আমার কাছে?

শালিবাহন। তুই দেখিস নি কুবেণী, সে কি মহান্ শত্রু! বজ্রের চেয়ে কঠোর, আবার কুসুমের মত কোমল। রণক্ষেত্রে সে লোলুপ রাক্ষসের মত রনসমুদ্রে সাঁতার খেলে, আবার যুদ্ধশেষে আহত শত্রুর গলা জড়িয়ে কাঁদে।

কুবেণী। [ ঈষৎ বক্রদৃষ্টিতে ] কে এমন বীর বাংলার মাটীতে জন্মেছে বাবা?

শালিবাহন। তার নাম কুমার বিজয়সিংহ। শত্রু হ'লেও আমি তাকে সাদরে লঙ্কায় নিমন্ত্রণ ক'রে এসেছি; সে আস্‌বে।

কুবেণী। আসুক্; আমি তার জন্য ছুরি শাণিয়ে রাখ্‌বো।

শালিবাহন। না কন্যা! মালা গেঁথে রাখ্; এতদিনে আমি তোর যোগ্য বর পেয়েছি।

কুবেণী। বাবা! তুমি যার কাছে পরাজিত, তোমার পরম বন্ধু পাণ্ড্যরাজকে যে সবংশে বধ করেছে, তাকে বিবাহ কর্‌বো আমি? একটা হীন বাঙ্গালীকে? না বাবা! কুবেণী বাঙ্গালীর জন্য তৈরী হয় নি।

শালিবাহন। কন্যা!

কুবেণী। বাবা!

নেপথ্যে। জয় মহারাজ ইন্দ্রনীলের জয়।

শালিবাহন। কি—কি? কার জয়? কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ছিস কুবেণী? সহস্র কণ্ঠে ওরা কার জয় দিচ্ছে? এ কি স্বপ্ন না ইন্দ্রজাল? এ রাজ্যে আজ সবই নূতন দেখ্‌ছি।

নেপথ্যে। জয় মহারাজ ইন্দ্রনীলের জয়!

শালিবাহন। আবার! ও কি কন্যা? তোর চোখ দু'টো ধক্ ধক্ ক'রে জ্ব'লে উঠলো যে? কি হয়েছে মা?

কুবেণী। বুঝতে পেরেছি; তাই নগরে এত উৎসব—প্রাসাদের দ্বারে দ্বারে পূর্ণকুম্ভ, তাই ত্রিবেণী আজ আমাকে চোখ রাঙিয়ে যায়। বাবা! এ ষড়যন্ত্র; আমাদের ঘরে আমরা বন্দী। আমাদেরই পূজা-মন্দিরে আমরা ছাগশিশুর মত বলির প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে। দেখি বাবা তোমার তরবারিখানা! আমি দেখ্‌বো, কেমন সে ইন্দ্রনীল।

[ তরবারিহস্তে প্রস্থান।

শালিবাহন। কুবেণী! কুবেণী!

নেপথ্যে। জয় মহারাজ ইন্দ্রনীলের জয়!

শালিবাহন। মহারাজ ইন্দ্রনীল? মহারাজ ইন্দ্রনীল? তবে আমি কে?

মেঘা ও গোরার প্রবেশ।

মেঘা ও গোরা। বন্দী।

শালিবাহন। বন্দী? রাজা শালিবাহন তার নিজের ঘরে বন্দী? কার আদেশ?

মেঘা। মহারাজ ইন্দ্রনীলের।

শালিবাহন। আর তোমরা আমার বেতনভোগী কর্ম্মচারী, আমার কাছে শৃঙ্খল নিয়ে এসেছ? তোমাদের মত দু'দুটো শৃগালকে রাজা শালিবাহন—[কৃপাণ-কোষে হস্তার্পণ] ওঃ—নিরস্ত্র! রাজা শালিবাহন তার নিজের ঘরে বন্দী। এই ইন্দ্রনীল, বাল্যাবস্থা থেকে একে পুত্রাধিক যত্নে লালন-পালন করেছি, আজ সে আমার অনুপস্থিতির সুযোগে আমারই রাজ্য অধিকার ক'রে বসেছে; অমাত্যগণ, রাজকর্ম্মচারিগণ তার জয়ধ্বনিতে আকাশ বিদীর্ণ করছে! বিশ্বাসঘাতক! দস্যু!

মেঘা। বিশ্বাসঘাতক আমরা নই, তুমি। মনে নাই, ঠিক এমনি ক'রে তুমি একদিন রাজা রুদ্রদমনের হাত থেকে রাজ্যটা কেড়ে নিয়েছিলে? আজ এতদিন পরে ইন্দ্রনীল তার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিয়েছে।

শালিবাহন। কিন্তু এর পরিণাম কি জান?

গোরা। জানি; তুমি আমাদের রাজাকে যে ভাবে খুঁচিয়ে মেরেছ, আমরা তোমাকে ঠিক তেমনি ক'রে খুঁচিয়ে মারবো। তোমার মুখ দিয়ে ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠ্‌বে, আমরা আঁচলা ভ'রে খাবো। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

শালিবাহন। ওঃ, একখানা তরবারি যদি আমি পেতাম! কুবেণী! কুবেণী!

গোরা। আর ওই আহ্লাদী মেয়েটাকে চুলের মুঠি ধ'রে পাথরে আছড়ে মার্‌বো; তার মাথাটা ছাতু ক'রে ডালকুত্তাগুলোকে বিলিয়ে দেবো। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

শালিবাহন। বিশ্বাসঘাতক। বিশ্বাসঘাতক!

মেঘা। বিশ্বাসের কথা কি বল্‌ছো রাজা? ষোল বছর আজ তোমার চাকরী কর্‌ছি; কিন্তু তোমার দেওয়া খাদ্য পানীয় একদিনের জন্যও স্পর্শ করি নি। এই ষোল বছর আমরা দু'ভাই শুধু বনের ফল খেয়ে ক্ষিদে মিটিয়েছি।

গোরা। আজ আমাদের সাধ মিটেছে। এবার খুব খাবো—দশ হাত পূরে খাবো।

শালিবাহন। মেঘা। গোরা। ইচ্ছায় হোক্, অনিচ্ছায় হোক্ এত-দিন তোমরা আমার মাথায় রাজছত্র ধ'রে এসেছ, আমার আদেশ নতশিরে পালন করেছ, এখনও আমার ললাট থেকে রাজটীকা মুছে যায় নি। আমি অনুরোধ করছি, একবার পথ ছেড়ে দাও। আমি নিরস্ত্র—অসহায়। যদি ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিয়ে রাজপথে গিয়ে দাঁড়াতে হয়, তাই যাবো। শুধু আমি একবার ইন্দ্রনীলের মুখের কথা শুন্‌তে চাই। অবোধ কন্যা আমার উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে রাজপথে ছুটে গেছে, না জানি কি অনর্থ ঘট্‌বে! পথ ছাড়—পথ ছাড়!

গোরা। হুকুম নেই!

শালিবাহন। প্রচুর পুরস্কার দেবো।

গোরা। চাই না পুরস্কার।

শালিবাহন। মহামূল্য রাজমুকুট দান কর্‌বো।

মেঘা। আমার রাজার আদেশ অমন লক্ষ মুকুটের চেয়ে মূল্যবান।

শালিবাহন। তবে এসো, কর বন্দী। দেখি কে এমন শক্তিমান যে রাজা শালিবাহনকে বন্দী করে! [ প্রস্থানোদ্যোগ ]

মেঘা ও গোরা। [ বর্শা তুলিয়া ] সাবধান!

ত্রিবেণীর পুনঃ প্রবেশ।

ত্রিবেণী। থাম।

গোরা। মা! [ উভয়ে বর্শা নামাইল। ]

ত্রিবেণী। যান মহারাজ! আপনার পথ মুক্ত।

শালিবাহন। ওঃ—তুমি আমার অনুগ্রহপালিতা নারী, আজ তুমি রাজ্যেশ্বরী, আর আমি তোমার কৃপার পাত্র—ভিক্ষুক। বাঃ! ঈশ্বর! সুন্দর তোমার বিচার!

[ প্রস্থান।

মেঘা। এ কি মা?

ত্রিবেণী। মায়ের আদেশ।

[ প্রস্থান।

মেঘা ও গোরা। শিরোধার্য্য—শিরোধার্য্য।

[ উভয়ের প্রস্থান।

## চতুর্থ দৃশ্য।

লম্বকর্ণের বাটী।

লম্বকর্ণের প্রবেশ।

লম্বকর্ণ। কলি—কলি, ঘোর কলি। রাজা শালিবাহন জামাই আদরে ছেলেটাকে মানুষ করলে, আর সে বেটা ইন্দ্রনীল তাকে বন্দী ক'রে রাজা হ'য়ে বস্‌লো। ঘোর কলি—ঘোর কলি। ছেলে-পুলেকে খাওয়ানো মহাপাপ। কি জানি বাবা। ছেলেটা যেমন ধুরন্ধর হ'য়ে উঠেছে কোন দিন আমাকেই বিষ খাইয়ে মেরে ফেল্‌বে। আজই বেটাকে তাড়াবো। মীনাক্ষী! মীনাক্ষী! বলি, ও গিন্নি—

সুসজ্জিতা মীনাক্ষীর প্রবেশ।

মীনাক্ষী। কেন বঁধু?

লম্বকর্ণ। ম'রে যাই আর কি! বলি এক গা গয়না পর্‌লে কোত্থেকে? এ্যা—এ যে সব নতুন দেখ্‌ছি! এ সব দিলে কে?

মীনাক্ষী। দেবে আবার কে? সিন্দুকে টাকা আছে, চৈতন্যের কাছে নকল চাবি আছে, দু'জনে মিলে ক'রে-কর্ম্মে নিয়েছি। কেমন দেখাচ্ছে বল দেখি?

লম্বকর্ণ। চোখ গেল—চোখ গেল! ওরে বাবা রে বাবা! আমি বিষ খাবো না গলায় দড়ি দেবো? আমি শাম্‌লা নেংটী প'রে রাজবাড়ী যাই, আর আমার ঘরে টাকার শ্রাদ্ধ! খোল বল্‌ছি—খোল!

মীনাক্ষী। কেন, হয়েছে কি?

লম্বকর্ণ। হয়েছে কি? আমার স্ত্রী হ'য়ে তুমি পর্‌বে এই গা গয়না?

মীনাক্ষী। সেটা কি আগে জান্‌তে না বঁধু? দোজবরে বিয়ে কর্‌লেই টাকার শ্রাদ্ধ হয়। তুমি না খেয়ে সঞ্চয় করবে, আর আমি দু'হাতে ওড়াবো, এই হ'চ্ছে তোমার সঙ্গে আমার আসল সম্বন্ধ।

লম্বকর্ণ। এ মাগী বলে কি? ওরে বাবা রে বাবা। আমি খিদের ভয়ে জোরে রাস্তা হাঁটি না, আর আমার চোখের সামনে তুমি গয়না পর্‌বে? ও-হো-হো, চোখ গেল—চোখ গেল। খোল—খোল বল্‌ছি, নইলে আমি একটা বিতিকিচ্ছিরি কাণ্ড করবো।

মীনাক্ষী। আঃ—একটু সরো না; তোমার দাড়ীতে বড় গন্ধ—ওয়াক!

লম্বকর্ণ। খোল বল্‌ছি, নইলে একধার থেকে খুন কর্‌বো।

মীনাক্ষী। এত লাফাচ্ছ কেন? দেখ দেখি কেমন রূপ খুলেছে?

লম্বকর্ণ। ছত্তোর রূপের নিকুচি করেছে। একরাশ টাকার শ্রাদ্ধ ক'রে—হায়—হায় রে, আমি কি করবো? ওরে আমার কি হ'লো রে।
[কপালে করাঘাত]

মীনাক্ষী। ওরে আমার বঁধু রে।

লম্বকর্ণ। আমি রক্তগঙ্গা হবো—মাথা খুঁড়ে মর্‌বো।

মীনাক্ষী। মর—মর, চট্‌পট ক'রে মর দেখি, আমি একটা কবিতা লিখে ফেলি।

লম্বকর্ণ। এঁ্যা। আমি মরবো আর তুমি কবিতা লিখ্‌বে?

মীনাক্ষী। লিখ্‌বো না? তবে অত লেখাপড়া শিখেছি কিসের জন্য? কবিতা লিখ্‌বো আর গোবরছড়া দিতে দিতে গান গাইবো। শোন দেখি, এ গানটা কেমন হবে?

গীত।

কোথা যাও আমার সোনার বঁধু,
ও আমার পান্তা-ভাতে বেগুন পোড়া,
ও আমার ভাদ্র মাসের কদু।
পেটটী ভ'রে দাও না খেতে যদিই ধরে বাতে,
কানি প'রে ঘানি টেনে চলেছি দিন রাতে,
যাচ্ছ চ'লে পরিপাটী, রাখ্‌লে কোথায় চাবিকাটী
ওগো আমার পচা কাটাল, শুঁটকে নাগর,
ও আমার কলসভরা মধু।

লম্বকর্ণ। থাম—থাম্‌ মাগী। সিন্দুক থেকে একটা কাণা কড়ি যদি ভুল্‌বি তো তোকে নির্ঘাত বিধবা করবো।

মীনাক্ষী। ভারী ভয় দেখাচ্ছে? বিধবা করবো। লঙ্কায় আবার বিধবার ভাবনা? আমার এত রূপ, তার উপর তোমার এত টাকা-কড়ি থাকবে, লোকে লুফে নেবে।

লম্বকর্ণ। [ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন ] সে গুড়ে বালি। ভেবেছ মন্দোদরীর মত আর একটা বিভীষণের ঘাড়ে চেপে সতী হ'য়ে যাবে। থাম, নতুন রাজার হুকুম বেরিয়েছে, লঙ্কায় আর বিধবার বিয়ে হবে না।

মীনাক্ষী। নতুন রাজা আবার কে?

লম্বকর্ণ। ঐ ইন্দ্রনীল—নেমক্‌হারাম বেটা। শালিবাহন এতকাল বেটাকে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করলে, আজ সে তারই সিংহাসনটায় চেপে বসেছে।

মীনাক্ষী। আর অমনি চালা হুকুম দিয়েছে বুঝি? উচ্ছন্ন যাবে। তা বিধবার বিয়ে যখন হ'চ্ছে না, তখন আর কার জন্য সিন্দুক আগ্‌লে থাকা। ওড়াও—সব ওড়াও।

লম্বকর্ণ। দোহাই—দোহাই গিন্নি!

মীনাক্ষী। সব উড়িয়ে দাও, টাকা-কড়ি, সোনা-দানা, গামছা-গাড়ু, ইট-পাটকেল সব উড়িয়ে দাও।

লম্বকর্ণ। দোহাই গিন্নি! আমার মাথায় পা তুলে যেয়ো না। টাকা আমার বাপ, মা, ভাই, বোন্ সব।

মীনাক্ষী। তা তোমায় বেশী ভাব্তে হবে না: তোমার গুণধর ছেলে আমার আগেই সিন্দুকের তালা ফাঁসিয়ে দেবে।

[ প্রস্থান।

লম্বকর্ণ। আজই বেটাকে তাড়াবো, নইলে কোন্ দিন ইন্দ্রনীলের মত বাপকে কলা দেখিয়ে টাকার গদিতে চেপে বস্বে। চৈতন! চৈতন!

চৈতনের প্রবেশ।

চৈতন। বাবা! বহুরূপী দেখ্বে? যা সাজ্তে বল, হুবহু সাজ্বে। কিচ্ছু বোঝবার যো নেই—ভারী চমৎকার! অনেক সাধ্যি-সাধনা ক'রে এনেছি; পাঁচশো টাকা দিতে হবে—নগদ।

লম্বকর্ণ। বেরো বেটা বাড়ী থেকে—বেরো।

চৈতন। কি রকম? বাবাগিরির আর সময় পেলে না বুঝি? দাও—দাও, পাঁচশো টাকা ফেলে দাও—নগদ!

লম্বকর্ণ। পাঁচশো টাকা? ব্যাটা! একটা কাণাকড়ি রোজগার করেছিস্?

চৈতন। কি দরকার? একজন রোজগার করে, দশ জন খায়। শাস্ত্রেই বলেছে, ধনবানে কেনে বই জ্ঞানবানে পড়ে, আনাড়ীর ঘোড়া নিয়ে বুদ্ধিমান চড়ে।

লম্বকর্ণ। ব্যাটাকে ঘা কতক দিয়ে দেবো নাকি!

চৈতন। বেশী চালাকী ক'রো না বাবা।

লম্বকর্ণ। বেরো—এখুনি বেরো।

চৈতন। কেন বাবা। একি তোমার বাবার বাড়ী? এ আমার বাবার বাড়ী।

লম্বকর্ণ। আঃ—একটা লাঠি সোঁটা পেলে যে হ'তো ছাই! ব্যাটাকে আজ গজ-কচ্ছপ বধ করবো। বেরো—দূর হ।

চৈতন। হুঁ—আচ্ছা, দূর হ'চ্ছি। তোমার দাড়ী যত বড় হ'চ্ছে, কিপ্টেপনা তত বাড়ছে, না? চুরি-চামারি ক'রে এন্তার টাকা জমাবে আর ভিখরীকে একটা পয়সা দেবে না। গোল্লায় যাবে তোমার পাপের কড়ি। শোন বাবা। ছেলে বাবাকে নরক থেকে টেনে তোলে, আমিও তোমার এই টাকার নরক থেকে টেনে তুলবো। তিন দিনের মধ্যে যদি তোমার ধন দৌলত না ফুঁকে দিই তো আমার নাম চৈতনই নয়।

লম্বকর্ণ। এই রামদীন। এই ভেট্‌কিলোচন। সব মরেছে—সব মরেছে। [ প্রস্থান।

চৈতন। মা—মা। ও মা।

মীনাক্ষীর পুনঃ প্রবেশ।

মীনাক্ষী। কি হয়েছে বুড়ো খোকা আমার? ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছ কেন?

চৈতন। চেঁচাবো না? আমায় বলেছে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে, কি করবো বল্ দেখি মা?

মীনাক্ষী। ফের মা—মা করছিস বুড়ো খোকা? তোর মা হ'লে লোকে আমায় বুড়ী বলবে যে!

চৈতন। কি রকম? সিন্দুক ভেঙ্গে টাঁকা চুরি ক'রে এক-গা গয়না পরালুম, আর তুই আমার মা হ'বি নে?

মীনাক্ষী। কথ্‌খনো না, বড় জোর মাসী হ'তে পারি, মা হওয়াটা অত সস্তা নয়।

চৈতন। তবে তুই বেটী কেন আমাদের ঘরে এলি?

মীনাক্ষী। এসেছি কি সতীনপোর মা হবার জন্যে? আমি এসেছি তোর বাবার টাকা-কড়ি দু'হাতে উড়িয়ে দিতে।

চৈতন। ওঃ—বেটী কি সাংঘাতিক লোক দেখেছ! বেটীর জন্যে এত কর্‌লুম, তবু ভুল্‌বে না? হাত্তোর মেয়েমানুষের কাঁথায় আগুন! তা হ'লে তোরও ইচ্ছে, আমি বেরিয়ে যাই?

মীনাক্ষী। কে বল্‌ছে তোকে বেরিয়ে যেতে? থাকো, খাও দাও—ফুর্ত্তি কর। তবে ঐ মা-কথাটি ব'লো না, লোকে আমায় বুড়ী বল্‌বে; মাগো মা, সে আমি সইতে পারবো না।

চৈতন। কিছুতেই মা হ'বি না?

মীনাক্ষী। না—না—না।

[ প্রস্থান।

চৈতন। আচ্ছা, আমারও দিব্যি রইলো, তোকে আমি মা বানিয়ে ছাড়্‌বোই ছাড়্‌বো।

[ প্রস্থান।

---

## পঞ্চম দৃশ্য।

লঙ্কার রাজসভা।

সিংহাসনে ইন্দ্রনীল উপবিষ্ট; দুই পার্শ্বে
মেঘা ও গোরা দণ্ডায়মান।

গীতকণ্ঠে বন্দিনীগণের প্রবেশ।

বন্দিনীগণ।—

গীত।

বাজো রে শঙ্খ বাজো।
পোহায়েছে দুঃখ-নিশি পুলকিত দশদিশি,
সুন্দরী ফুলহারে সাজো।
আজি নৃত্যের ছন্দে ধরণী ধ্বসিয়া যাক্,
সঙ্গীত-ঝঙ্কারে বিমুগ্ধ হ'য়ে থাক্,
অভিষেক উৎসবে, হাসি গান কলরবে
আকাশ ভাঙ্গিয়া হোক্ ফাঁক;
শুধু তুমি রাজ-অধিরাজ, লক্ষ তারকা-মাঝ,
কৌমুদী-কর-সাজে রাজো॥

[ প্রস্থান।

ইন্দ্রনীল। বন্ধুগণ! আজ বড় আনন্দের দিন। ষোল বছর পূর্ব্বে নরঘাতক শালিবাহন আমার পিতা রুদ্রদমনকে হত্যা ক'রে এই সিংহাসনে আরোহণ করেছিল। আমি তাঁর অযোগ্য পুত্র, এই দীর্ঘকাল শালিবাহনের বিষাক্ত অন্নে দেহ পরিপুষ্ট করেছি। আজ তোমাদের

সহায়তায় আমি আমার পিতার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। আশা করি, লঙ্কার প্রজাগণ সকলেই আমায় রাজা ব'লে অভিবাদন করবে।

পুরঞ্জয়ের প্রবেশ।

পুরঞ্জয়। কিন্তু আমি করবো না।

ইন্দ্রনীল। কেন পুরঞ্জয়। তুমি আমার বন্ধু, পরমাত্মীয়, তার উপর তোমার পিতা আমার পিতার মহানায়ক ছিলেন।

পুরঞ্জয়। তা হ'লেও আমি তোমার এ অন্যায় সমর্থন করবো না। স্বীকার করি রাজা শালিবাহন তোমার পিতৃহন্তা, স্বীকার করি তিনি তোমার পিতৃরাজ্য জোর ক'রে কেড়ে নিয়েছিলেন; কিন্তু ইন্দ্রনীল। তুমি এতদিন তাঁরই স্নেহের ছায়ায় লালিত-পালিত হ'য়েছ। আজ এতদিন পরে এ ষড়যন্ত্র কেন? তুমি পুরুষ—তুমি বীর, পিতৃরাজ্য উদ্ধার করতে চাও, রাজা শালিবাহনকে সম্মুখ সমরে আহ্বান কর।

ইন্দ্রনীল। তা হ'লে তুমি বোধ হয় আমার সহায় হবে?

পুরঞ্জয়। না, তাও না। রাজা শালিবাহনের সিংহাসন হত্যার উপর প্রতিষ্ঠিত হ'লেও তাঁর সুশাসনে আমরা মুগ্ধ; আমার এই তরবারি নিয়োজিত হবে তাঁরই সহায়তায়।

ইন্দ্রনীল। সঙ্কল্প টিকবে না পুরঞ্জয়। এ বিদ্রোহ দমন করতে আমি জানি। একটা অস্ত্রাঘাত করবো না, এক ফোঁটা চোখের জল ফেলবো না; আমার একটা মুখের কথায় তোমার উদ্ধত শির আমার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়বে।

পুরঞ্জয়। কি উপায়ে ইন্দ্রনীল?

ইন্দ্রনীল। বুঝতে পারছো না? আমি যাদু জানি। পারিষদগণ!

আপনারা স্ব স্ব পদে অধিষ্ঠিত রইলেন, আশা করি, আপনাদের রাজ-ভক্তির নিদর্শন পেয়ে আমি ধন্য হবো।

মেঘা ও গোবা। জয় মহারাজ ইন্দ্রনীলের জয়।

মুক্ত তরবারিহস্তে কুবেণীর প্রবেশ।

কুবেণী। চুপ্—চুপ্—বিশ্বাসঘাতকের দল! এই মুখে এক দিন রাজা শালবাহনের জয়ধ্বনি দিয়েছিলে না? আজ বুঝি আর এক জন দু'খানা বেশী রুটী ছুড়ে দিয়েছে, আর তোমরা সব তারই চারি-দিকে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়েছ?

ইন্দ্রনীল। [ দৃঢ়স্বরে ] কুবেণী।

কুবেণী। এ সব কি দাদা? পিতার অনুপস্থিতির সুযোগে তুমি অতর্কিতে তাঁর সিংহাসন অধিকার ক'রে বসেছ কেন? জান, এ অন্যায় অধর্ম্ম প্রকৃতি নীরবে সইবে না?

ইন্দ্রনীল। কেন সইবে না? ষোল বছর পূর্ব্বে যেদিন আমার পিতা রুদ্রদমনকে হত্যা ক'রে শালিবাহন রাজমুকুট ধারণ ক'রে সিংহা-সনে বসেছিল, তখন তো সয়েছিল। এ অধর্ম্মের বীজ সেইদিনই যে বপন করা হয়েছে কুবেণী! আজ সে শাখা-পল্লবে গজিয়ে উঠেছে।

কুবেণী। না—কোন কথা শুন্‌বো না। নেমে এস, নেমে এস কাপুরুষ। আমার পিতার সিংহাসন থেকে।

ইন্দ্রনীল। তোমার পিতার সিংহাসন নয় কুবেণী। আমি বসেছি আমার পিতার সিংহাসনে।

কুবেণী। তুমি বিশ্বাসঘাতক; এতবড় উচ্চাসন তোমার জন্য নয়! পুরঞ্জয়! কি দেখ্‌ছো তুমি? এত বড় অবিচার তুমি নীরবে স'য়ে যাবে? নামিয়ে দাও—এখনি নামিয়ে দাও।

ইন্দ্রনীল। যাও—যাও নারী! ঔদ্ধত্যের সীমা ছাড়িও না। তুমি আমার পিতৃহন্তার কন্যা; যতই তোমাকে দেখ্‌ছি, ততই আমার রক্ত ধমনীর মধ্যে টগ্‌বগ্‌ ক'রে ফুট্‌ছে। তবু আমি তোমায় ক্ষমা কর্‌লাম; কারণ এতদিন তোমায় ভগ্নী ব'লে সম্বোধন করেছি, কিন্তু আর বেশী দূর অগ্রসর হ'লে আমি ধৈর্য্য রাখতে পারবো না।

পুরঞ্জয়। কুবেণী। তুমি যাও—যাও; এখনই রাজসভা ত্যাগ কর।

কুবেণী। কেন? কার ভয়ে? আমার পিতার পবিত্র আসনে ব'সে ঐ হিংস্র দস্যু সদর্পে হুঙ্কার করছে, তোমরা তাতে ভয়ে মাটির মধ্যে সেঁধিয়ে যেতে পার, কিন্তু কুবেণী এ হুঙ্কার গ্রাহ্য করে না।

[ তরবারিহস্তে অগ্রসর। ]

পুরঞ্জয়। [ বাধা দিয়া ] কুবেণী।

ইন্দ্রনীল। কশাঘাত কর পুরঞ্জয়। কশাঘাত কর।

পুরঞ্জয়। বজ্রপাত হবে ইন্দ্রনীল!

ইন্দ্রনীল। বজ্রপাত হবে? পুরঞ্জয়! আমার পিতাকে যখন শালিবাহন হত্যা করেছিল, তখন তো বজ্রপাত হয় নি? তখন তো ভূমিকম্পে পৃথিবীটা নড়ে ওঠে নি? পুরঞ্জয়। মনে বড় জ্বালা; শালিবাহনের বংশ নির্ব্বংশ কর্‌লেও এ জ্বালা যাবার নয়। কশাঘাত কর—কশাঘাত কর।

পুরঞ্জয়। সাবধান ইন্দ্রনীল। রাজকুমারীর এ অমর্য্যাদা আমি সইবো না।

ইন্দ্রনীল। সইবে না?

পুরঞ্জয়। না; আমি রাজা শালিবাহনের অনুগত রাজভক্ত প্রজা।

ইন্দ্রনীল। রাজভক্ত প্রজা। তোমার পিতা কোথায় জান?

পুরঞ্জয়। যুদ্ধে নিহত।

ইন্দ্রনীল। মিথ্যাকথা, তোমার পিতা কারাগারে।

পুরঞ্জয়। কারাগারে ?

ইন্দ্রনীল। হ্যাঁ। ষোল বছর পূর্ব্বে এই শালিবাহন তোমার পিতাকে কারারুদ্ধ করেছিল ; কারণ তিনি আমার পিতার পক্ষে অস্ত্রধারণ করেছিলেন। তাঁর মুক্তি এখন আমার হাতে।

পুরঞ্জয়। ইন্দ্রনীল। ইন্দ্রনীল ! এ কি সত্য ? আমার পিতা ষোড়শ বৎসর কারাগারে বন্দী, আর আমি রাজভক্ত প্রজার মত এই নর-ঘাতকের আদেশ পালন করছি। ইন্দ্রনীল। তোমারই জয় ; তুমি একটা কথায় সকল বিদ্রোহের কণ্ঠরোধ ক'রে দিয়েছ। আমার পিতাকে মুক্তি দাও, আমি নতশিরে তোমার বশ্যতা স্বীকার করলাম।

কুবেণী। পুরঞ্জয় ! তুমিও রাজদ্রোহী ?

পুরঞ্জয়। ওঃ—ঈশ্বর। আমি কি করবো ? কোন্ পথে যাবো ? এক-দিকে বদ্ধ পিতার মুক্তি, আর একদিকে রাজভক্তি ! কি কর্ত্তব্য আমার

ইন্দ্রনীল। কশাঘাত কর পুরঞ্জয়। কশাঘাত কর, পিতার মুক্তি দাও—পিতার পুত্র ব'লে পরিচয় দাও।

পুরঞ্জয়। তবে তাই হোক ; এস কুবেণী। আজ কশাঘাতেই তোমায় শেষ সম্ভাষণ করি। [ কুবেণীর হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ ]

শালিবাহনের প্রবেশ।

শালিবাহন। সাবধান। মহাপ্রলয় হবে।

ইন্দ্রনীল। এসেছ নরঘাতক।

শালিবাহন। কেন আমি নরঘাতক, তা জান ইন্দ্রনীল ? বলবো ? না—থাক্ ; সে কথা ব'লে আজ তোমার মনে করুণার উদ্রেক করতে চাই না। শালিবাহন উচ্চ শির নিয়ে জন্মেছে, উচ্চ শির নিয়েই মরবে।

কিন্তু এ কি পৈশাচিকতা ইন্দ্রনাল ? আমার অনুপস্থিতির সুযোগে ষড়যন্ত্র ক'রে সিংহাসনে চেপে বসেছ, রাজপুরুষদের উৎকোচে বশীভূত ক'রে আমার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলেছ, তার উপর আমার কন্যাকে কশাঘাত ! কি বল্‌বো—আমি অতর্কিতে বন্দী, নইলে একটা পদাঘাতে—

মেঘা ও গোরা। সাবধান রাজা।

শালিবাহন। ওঃ,—নিরস্ত্র। পারিষদগণ! তোমাদের কাছে আমি আর কিছু চাই না, শুধু একখানা অস্ত্র আমায় ভিক্ষা দাও।

গোরা। রাজা! কি ভাবছো? হুকুম দাও: এদের বাপ-বেটীকে এখনি গলা টিপে ঠাণ্ডা ক'রে দিই।

পুরঞ্জয়। ইন্দ্রনাল।

ইন্দ্রনীল। আমার ক্রোধ বাড়িও না পুরঞ্জয়। তা হ'লে ওকে আমি হত্যা কর্‌বো।

গীতকণ্ঠে সুধাকণ্ঠের প্রবেশ।

সুধাকণ্ঠ।—

গীত।

ও যে আঁধার ঘরের দীপ।
ওই চাঁদে ওরে অমানিশা ঘোরে ধরণী পড়েছে টিপ॥
ওই গোলাপেই আলোকরা বন সৌরভে ভরপুর,
রবির গরব ওইখানে এসে হ'য়ে গেছে যে চূর,
নিঠুর হ'য়ো না, মেরো না অকালে,
কাঁদিবে কানন এ ফুল শুকালে,
অনুতাপে ম'লে ছাই হ'বে যাবে তুমিও লঙ্কাধিপ॥

[ প্রস্থান।

ইন্দ্রনীল। এ কি বীভৎস মূর্ত্তি! এ সেই বৈতালিক নয়? ওকে অন্ধ কর্‌লে কে?

গোরা। এই রাক্ষসী।

মেঘা। রূপে মুগ্ধ ঐ সরল যুবক রাজকুমারীর পাণিপ্রার্থনা করেছিল, তাই ওর চোখ দু'টো উপ্‌ড়ে নিয়েছে।

ইন্দ্রনীল। রূপগর্ব্বিতা নারী। এ আবার তোমার কি অত্যাচার? না—কশাঘাত তোমার যোগ্য শাস্তি নয়। মেঘা! একে নিয়ে যা, ওর মুখখানা আগুনে ঝল্‌সে দে।

গোরা। বাহবা! চমৎকার বিচার!

ইন্দ্রনীল। গোরা। তুই এই নরঘাতকের হস্তপদ বদ্ধ ক'রে সমুদ্রে নিক্ষেপ কর্‌।

কুবেণী। বাবা—!

শালিবাহন। মা আমার—[ বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। ] ইন্দ্রনীল! আমি কখনও কারও কাছে মিনতি করি নি, আজ প্রথম তোমার কাছে ভিক্ষা চাচ্ছি; আমাকে হত্যা করতে হয়—কর, কিন্তু এ সৌন্দর্য্যের খনি, পৃথিবীর অপরূপ বিস্ময় আগুনে পুড়িয়ে দিও না।

কুবেণী। ইন্দ্রনীল! আমার উপর যত পার নির্য্যাতন কর, কিন্তু আমার পিতাকে এমন শোচনীয় মৃত্যু দিও না।

পুরঞ্জয়। ইন্দ্রনীল! আমি রাজকুমারীর জন্য নতজানু হ'য়ে প্রার্থনা করছি—

ইন্দ্রনীল। না—না, হবে না পুরঞ্জয়! আমার কাছে মিনতি করা অরণ্যে রোদন মাত্র।

শালিবাহন। ইন্দ্রনীল! তুমি রাজ্য নাও, আমি তোমায় অভিষিক্ত করবো; আমায় হত্যা করতে চাও, আমি নিজেই নিজের বুকে

তরবারি বিঁধিয়ে দেবো,—শুধু আমার কন্যাকে রক্ষা কর। এ সৌন্দর্য্যের প্রতিমা অকালে বিসর্জ্জন দিও না, পৃথিবীর একটা সম্পদ ফুরিয়ে যাবে। আমি তোমার জন্য অনেক করেছি, এই সিংহাসনও তোমার জন্য রেখেছিলাম, তবু প্রতিদানে কিছু চাই না। এ আমার দাবী নয়, ভিক্ষা; নতজানু হ'য়ে আমি ভিক্ষা করছি—[ নতজানু হইলেন। ]

কুবেণী। বাবা! বাবা!

পুরঞ্জয়। রাজা! মহামানী শালিবাহন তোমার কাছে নতজানু; এর উপরেও কথা আছে?

ইন্দ্রনীল। মেঘা! আদেশ পালন কর।

শালিবাহন। তবে আমার আর কিছু বল্‌বার নাই। চল, কে আমাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ কর্‌বে? ইন্দ্রনীল। যদি আমি বাঁচি, তা হ'লে এই সিংহাসন আবার আমি জোর ক'রে অধিকার করবো, সে দিন কুবেণী বস্‌বে সিংহাসনে, আর তুমি থাক্‌বে তার পদতলে শৃঙ্খলিত।

কুবেণী। বাবা! বাবা! বিদায়—

[ মেঘার সহিত প্রস্থান।

শালিবাহন। [ নির্ব্বাকভাবে কন্যার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া অশ্রু মোচন করিলেন। ] ইন্দ্রনীল! আমি নিরস্ত্র—অসহায়, যাবার সময় তোমায় দিয়ে যাচ্ছি আমার একটা মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস; এই নিঃশ্বাসে তোমার জীবনের সমস্ত শান্তি পুড়ে ছাই হ'য়ে যাবে।

[ গোরার সহিত প্রস্থান।

ইন্দ্রনীল। এতদিনে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ!

পুরঞ্জয়। মহারাজ! নির্ব্বাক হ'য়ে চোখের উপর তোমার অমানুষিক অত্যাচার দেখলাম, সহ্যও কর্‌লাম সব। এখন বল রাজা, কোথায় আমার পিতা? তাকে মুক্তি দাও—মুক্তি দাও ইন্দ্রনীল!

অগ্নিমিত্রের প্রবেশ।

অগ্নিমিত্র। কই ইন্দ্রনীল? সত্যই কি আজ লঙ্কার সিংহাসনে মহারাজ রুদ্রদমনের বংশধর? কি আনন্দ। কি আনন্দ!

ইন্দ্রনীল। কে তুমি বৃদ্ধ?

অগ্নিমিত্র। আমি মহানায়ক অগ্নিমিত্রের জীর্ণ-কঙ্কাল।

পুরঞ্জয়। পিতা! পিতঃ!

অগ্নিমিত্র। আঃ—কে তুমি সুন্দর যুবক? এ সম্বোধন করতে এখনো কি কেউ আমার বেঁচে আছে? কাছে এস মায়াবী, আমায় জড়িয়ে ধর। ষোল বছর বুকের মধ্যে তোমার মুখখানা লুকিয়ে রেখেছি, আজ সে পরিপূর্ণ যৌবনের লাবণ্য নিয়ে আমার চোখের সম্মুখে প্রতিভাত হ'য়ে উঠেছে। কাছে এস—বক্ষে এস—কথা কও!

পুরঞ্জয়। পিতঃ! মহারাজ ইন্দ্রনীলকে ধন্যবাদ দিন।

অগ্নিমিত্র। এস ইন্দ্রনীল! আমার পার্শ্বে এস! সেই চঞ্চল দুর্দ্দান্ত বালক তুমি, আজ এমন বলিষ্ঠ যুবকে পরিণত হয়েছ? কুলপ্রদীপ! কি ব'লে তোমায় আমি আশির্ব্বাদ করবো? আমি ষোল বছর এই শুভদিনের স্বপ্ন দেখেছি, তুমি আমার স্বপ্ন সফল করেছ; পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিয়ে তুমি রুদ্রদমনের বংশের কলঙ্ক ধৌত করেছ। কি আনন্দ! তোমাদের দু'জনার কাঁধে ভর দিয়ে আবার আমার বাঁচ্তে সাধ হ'চ্ছে।

ইন্দ্রনীল। মহানায়ক! আপনার আজ এই অবস্থা? এমন জরা-জীর্ণ আর এত করুণ?

অগ্নিমিত্র। বড় ক্ষীণ হ'য়ে পড়েছি, নয়? মাথার চুলগুলো সাদা হ'য়ে গেছে, নয়? কি করবো ইন্দ্রনীল! যৌবনকে বেঁধে রাখ্তে

পার্‌লাম না। এই অতীতের কঙ্কাল নিয়ে বেরিয়ে এসেছি শুধু তোমার ললাটে রাজটীকা পরিয়ে দিতে; ব'সো ইন্দ্রনীল! সিংহাসনে। দাও তো পুরঞ্জয় তরবারিখানা—[তরবারি গ্রহণ করিয়া নিজের অঙ্গুলি কর্ত্তন] রাজা ইন্দ্রনীল! আমি এই রক্ত দিয়ে তোমার ললাটে রাজটীকা পরিয়ে দিলাম। প্রাণ থাক্‌তে এ গৌরব-চিহ্ন মুছে ফেলো না, এই আমার প্রার্থনা। [ললাটে রক্ত-তিলক পরাইয়া দিলেন।]

ইন্দ্রনীল। আর আমার প্রার্থনা—আপনি আবার এই মহানায়কের দণ্ড গ্রহণ ক'রে আমায় কৃতার্থ করুন।

অগ্নিমিত্র। না রাজা! এ ভার গ্রহণ কর্‌তে আর তো পারি না, দীর্ঘ কারাবাসে বড় দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছি।

ইন্দ্রনীল। সিংহ দুর্ব্বল হ'লেও সিংহ। লঙ্কার এ ভার আপনি ছাড়া আর কেউ বইতে পার্‌বে না। আমি পিতৃহীন; আজ হ'তে আপনি শুধু পুরঞ্জয়ের পিতা নন, আমারও পিতা।

অগ্নিমিত্র। তবে তাই হোক্ রাজা। আমি তোমার শুভাশুভের দায় গ্রহণ কর্‌লাম। [বরাভয়-দণ্ড রাজার মস্তকে স্পর্শ করাইলেন।]

পুরঞ্জয়। জয় মহারাজ ইন্দ্রনীলের জয়!

[সকলের প্রস্থান।

---

# দ্বিতীয় অঙ্ক।

## প্রথম দৃশ্য।

সমুদ্রবক্ষ—অর্ণবযানের উপর।

অজয়সিংহ।

অজয়। কি দীর্ঘ রাত্রি! এ কি আর ভোর হবে না? দিনের পর দিন চ'লে গেল, বিজয়ের সন্ধান তো হ'লো না। একটা অর্ণবযানের পেছনে পেছনে কোথায় চ'লে এসেছি, জানি না। চারিদিকে অথৈ জল আর সূচীভেদ্য অন্ধকার। হায় বঙ্গভূমি! তোমার কোলে বুঝি আর ফিরে যেতে পারবো না, এই যাত্রাই বুঝি শেষ যাত্রা! বিজয়! বিজয়! কই তুমি বাংলার মুকুটমণি? সাড়া দাও—কথা কও! কাকে ডাকি? শুধু সমুদ্রের গর্জ্জন। আঃ—এ কি শীতল সমীরণ। এ কোন্ ঋতু?

গীতকণ্ঠে মলয়কুমারীগণের প্রবেশ।

মলয়কুমারীগণ।—

গীত।

মোরা দখিন হাওয়ার মেয়ে।
আগল ভেঙ্গে ছুটে আসি আকাশ ভুবন ছেয়ে॥
কোকিল যখন কুহুস্বরে পাগল করে মন,
ফুলে ফুলে সেজে ওঠে লক্ষ উপবন,
পঞ্চশরের শেকুলকাঁটায় জীবনের জোয়ার ভাটায়
দোল দোলাতে ছুটে আসি প্রণয়ের পানসী বেয়ে॥

অজয়। এ কি মলয় সমীর ! আবার কি বসন্ত এলো ? এস—এস, কোকিলের কণ্ঠ, কুসুমের সৌরভ নিয়ে এস। বাংলার উপবন থেকে কত ফুল ডালি ভ'রে এনেছ, আমার সর্ব্বাঙ্গে বর্ষণ কর।

[ অজয়ের মাথায় পুষ্পবৃষ্টি করিয়া মলয়কুমারীগণের প্রস্থান।

অজয়। আঃ—এত ক্ষুধা ! এ প্রাণে এত ক্ষুধা ? এ কি ফুল না আগুনের গোলা ? এ কি মলয় না অগ্নিবৃষ্টি ?

ভারতীর প্রবেশ।

ভারতী। অজয়সিংহ ! পাখী ডাক্‌ছে, না ?

অজয়। ডাক্‌ছে—কোকিল ডাক্‌ছে ! বসন্ত এসেছে ভারতী ! যেমন আমাদের বাংলা দেশে আস্‌তো।

ভারতী। ঐ আবার ! তবে তো তীরে এসেছি ! অজয়সিংহ ! ঐ দেখ, পাশেই একটা অর্ণবপোত ! ঐ যে কারা কথা বল্‌ছে ! ডাক—ডাক, ওদের ডাক, ওরা নিশ্চয় কুমারের সন্ধান জানে।

অজয়। ভারতী !

ভারতী। কি অজয় ! একদৃষ্টে আমার পানে তাকিয়ে কি দেখ্‌ছো ?

অজয়। দেখ্‌ছি তুমি তুমি—না—না—কিছুই দেখ্‌ছি না। শুধু ভাব্‌ছি, বসন্তের স্পর্শে এ কি মাদকতা ! ভারতী ! তুমি পালাও—এখনি পালাও। মলয়ের পাখায় ভর দিয়ে একটা রাক্ষস তোমায় আক্রমণ করতে আসছে। আমি তোমার রক্ষক ; বাহুতে মত্তহস্তীর বল নিয়ে বাংলা থেকে এসেছিলাম, সে শক্তি আর নেই—তুমি আমায় দুর্ব্বল ক'রে দিয়েছ, তার উপর এই বসন্তের হাওয়া ! যাও—যাও—পালাও !

ভারতী। অনাহারে, অনিদ্রায় তুমি কি শেষে উন্মাদ হ'লে অজয় ? তবে কার সাহায্যে কুমারের সন্ধান কর্‌বো ?

অজয়। কুমারের সন্ধান হবে না ভারতী! যদি পার, আমাকে এই সমুদ্রে নিক্ষেপ ক'রে তুমি বাংলায় ফিরে যাও।

ভারতী। ফিরে যাবো? তুমি কি বল্‌ছো অজয়সিংহ? রাজার কাছে আমি শপথ ক'রে এসেছি, যদি কুমারকে ফিরিয়ে আন্‌তে না পারি, তবে আর বাংলার মাটি স্পর্শ কর্‌বো না।

অজয়। কেন ভারতী, বিজয় তোমার কে?

ভারতী। বিজয় আমার পিতৃহন্তা; তবু আমারই জন্য সে নিৰ্কাসিত। রাজার দুলাল সে, হয় তো আজ একমুষ্টি অন্নের জন্য দ্বারে দ্বারে ফির্‌ছে। যদি তার দেখা পাই, পায়ে ধ'রে বাংলায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবো। যদি না যায়, তার ভিক্ষাপাত্র আমি নিজের হাতে তুলে নেবো।

অজয়। আমিও যে তোমার জন্য গৃহত্যাগী ভারতী! আমার উপর কি তোমার কোন কর্ত্তব্য নেই?

ভারতী। তুমি ফিরে যাও অজয়সিংহ!

অজয়। আর তা হয় না ভারতী। আমাকে আমি হারিয়ে ফেলেছি; তোমায় ছেড়ে স্বর্গে যেতেও আমার প্রাণ চায় না ভারতী!

ভারতী। সে কি অজয়সিংহ! তোমার মনে এত পাপ?

অজয়। পাপ-পুণ্য জানি না, ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝি না। এই স্তব্ধ অন্ধকারে এই নির্জ্জন প্রকৃতির লীলাভূমে তুমি আমি মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কেটে গেছে, আমার নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে তোমার চূর্ণ কুন্তল মুহুর্মুহুঃ আন্দোলিত হয়েছে! তার উপর এই বসন্তের মলয়, এই কোকিলের কুহু-স্বর! ভারতী! আমি যে মানুষ!

ভারতী। আমিও তো মানুষ।

অজয়। জানি না নারী, কোন দধীচির অস্থি দিয়ে তুমি গড়া। কথা শোন, আমি ভিক্ষুক—

ভারতী। ছিঃ—ছিঃ অজয়সিংহ। হাজার হাজার শত্রুর অস্ত্রাঘাতে তুমি টল নি, টল্‌ছো আজ মলয়ের স্পর্শে? সাগর পার হ'য়ে আজ পল্বলে এসে ডুব্‌লে? তুমি মহামানী সৈন্যাধ্যক্ষ, আর আমি একটা তুচ্ছ বালিকা।

অজয়। না—না, সৃষ্টিকে জিজ্ঞাসা কর, এখানে আমাদের অন্য পরিচয় থাকতে পারে না। এখানে আমি পুরুষ—তুমি নারী, আমি যুবক—তুমি যুবতী।

ভারতী। যৌবন কবে এলো, জানি না। আমার এই কটাক্ষে যদি যৌবন এসে থাকে, এই কুঞ্চিত কেশে যদি যৌবনের জোয়ার এসে থাকে, বল—উপ্‌ড়ে দিচ্ছি। ছিঃ। যুবক-যুবতীর অন্য সম্বন্ধ কি থাক্‌তে নেই? সৃষ্টির মানুষগুলো কি শুধু মেষের মত প্রবৃত্তির কশাঘাতেই চল্‌ছে?

অজয়। [আবেগকম্পিতকণ্ঠে] ভারতী। ভারতী। আমি শুকদেব নই, বশিষ্ঠ নই।

ভারতী। কেন নও? শুকদেব বশিষ্ঠও রক্তমাংসের তৈরী মানুষ, তারা সংযমের গুণে চিরস্মরণীয় হ'যে গেল, তবে তুমি কেন পশুত্বের নিম্নস্তরে নেমে যাবে?

অজয়। সৃষ্টির মূলেই যে এই পশুত্ব ভারতী। এস, এই মহান্ সমুদ্রকে সাক্ষী করে আমরা বিবাহিত হই। [হস্তধারণ]

ভারতী। হাত ছাড় কাপুরুষ। আমি যমকে আলিঙ্গন করবো, তবু তোমাকে নয়।

অজয়। নারী। দীর্ঘকাল তুমি আমার চোখের সম্মুখে রূপের অর্ঘ্য সাজিয়ে ব'সে আছ। আমি জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ নই। এই বসন্তের মন্দানিল, এই নির্জ্জন অন্ধকার, কেউ সাক্ষী নেই, কোন বিচারক

রক্তচক্ষু নিয়ে চাইছে না। পুরাণ ইতিহাসকে জিজ্ঞাসা কর, পরাশর বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা কর, এখানে নারী-পুরুষের সম্বন্ধ—

ভারতী। তবে এস কামান্ধ পুরুষ। আমার মৃতদেহ তোমায় উপহার দিচ্ছি। [ বক্ষে ছুরিকাঘাতে উদ্যত হইল।

অজয়। [ বাধা দিয়া ] সে কি। আত্মহত্যা? ভারতী! ভারতী! ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও।

ভারতী। হাত ছাড হাত ছাড়। সূর্য্যদেব। ওঠ—ওঠ। নাবিক-গণ! জাগরিত হও। ওগো, কে আছ—রক্ষা কর।

বিজয়সিংহ ও শীলভদ্রের প্রবেশ।

বিজয়। নির্ভয়। কার সাহায্য চাই? সাড়া দাও।

অজয়। একি! এ কার কণ্ঠস্বর? কে তুমি?

বিজয়। বাঙ্গালী; পাশেই আমাদের অর্ণবযান—বিপন্নের আর্ত্তনাদ শুনে ছুটে আস্‌ছি। বল, কার সাহায্য চাই?

ভারতী। আমার; কিন্তু আর প্রয়োজন নাই। ঐ সূর্য্য উঠেছে, বিপদের কুয়াসা কেটে গেছে।

অজয়। কি বল্‌লে? তুমি বাঙ্গালী? কণ্ঠস্বর যেন পরিচিত। আমরাও বাঙ্গালী, একজন বাঙ্গালীর সন্ধানে বহুদূর থেকে ছুটে এসেছি। তাকে জান? দেখেছ তাকে? বাঙ্গালীর সেই হারানিধি, সাত কোটি বাঙ্গালীর মুকুটমণি যুবরাজ বিজয়সিংহ কোথায়, বল্‌তে পার?

বিজয়। কেন—কেন? তাকে তোমাদের কি প্রয়োজন? তোমরা কি বাংলা থেকে আস্‌ছো? মহারাজ সিংহবাহু কেমন আছেন? তিনি কি তাঁর ভাগ্যহীন নির্ব্বাসিত পুত্রকে কিছু ব'লে পাঠিয়েছেন? একটা সান্ত্বনা—এক ফোঁটা অশ্রুজল? বল—বল?

ভারতী। তুমি কে?

বিজয়। আমি বাংলার নির্ব্বাসিত যুবরাজ বিজয়সিংহ।

অজয় ও ভারতী। যুবরাজ! যুবরাজ! [ পদতলে পতন ]

বিজয়। কে? অজয়, ভারতী? এস নির্ব্বাসিতের দরদী বন্ধুগণ! পদতলে নয়, আমার সম্মুখে দাঁড়াও—আমায় স্পর্শ কর, বাঙ্গালীর ভাষার অজস্র বর্ষণে আমার তৃষিত কর্ণ শীতল কর। আমি যে কত দিন তোমাদের স্পর্শ পাই নি—তোমাদের কথা শুনি নি। বল, আমার পিতা কেমন আছেন? আমার সাত কোটী বাঙ্গালী ভাই-বোন সুখে আছে তো? বাংলায় কি বসন্ত এসেছে? আমার প্রাণের ভাই সুমিত্র ভাল আছে তো?

অজয়। সব আছে যুবরাজ! শুধু তোমার অভাবে সোনার অযোধ্যা শ্মশান।

ভারতী। চল বাংলার গৌরব-সূর্য্য। চল নির্ব্বাসিত রাম! অভি-মান ত্যাগ ক'রে গৃহে ফিরে চল।

বিজয়। কিসের অভিমান দেবী? পিতা তো শুধু পিতা নন, পিতা যে রাজা; তাঁর রাজদণ্ডে আমি নির্ব্বাসিত। কোন্ মুখে ফিরে যাবো দেবী? আমি সাত কোটী বাঙ্গালীর দুঃখে বিনিদ্ররজনীতে কত কেঁদেছি, তবু তারা আমাকে চায় না। রাজদণ্ডের চেয়ে এ দণ্ড আরও সুদারুণ।

ভারতী। কুমার! তুমি জান না; মহারাজ সিংহবাহুই তোমায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পাঠিয়েছেন।

বিজয়। পিতা আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন? এমন স্নেহময় পিতা কার? কেমন ক'রে বোঝাবো দেবী? আমার প্রাণ বিহঙ্গের পাখায় পিতার কোলে ছুটে যেতে চায়, তবু যেতে পার্‌বো না। পিতা স্নেহ-বশে রাজধর্ম্ম ভুলে যেতে পারেন, কিন্তু আমি পুত্র হ'য়ে তাঁর সত্য-

ভঙ্গ করবো না, তাকে আমার প্রণাম জানিয়ে ব'লো—তোমার বিজয় শপথ ক'রে গেছে, প্রাণান্তেও আর বাংলার মাটী স্পর্শ করবে না। বিজয় তোমার দুরন্ত ছেলে, কিন্তু মিথ্যাবাদী নয়।

অজয়। এর জন্য দায়ী আমি। আমি নির্ব্বোধ, পূর্ব্বাপর না বুঝে তোমায় বন্দী ক'রে রাজসভায় নিয়ে গিয়েছিলাম, তাই পিতা-পুত্রে এই বিচ্ছেদ। যদি ফিরে না যাও, তা হ'লে আমায় দণ্ড দাও।

ভারতী। না—না, আমারই জন্য তুমি নির্ব্বাসিত। পায়ে ধ'রে ক্ষমা ভিক্ষা করছি, অবোধ বালিকা আমি, আমায় ক্ষমা কর। আমি তোমায় প্রতিশ্রুতির দায় থেকে মুক্তি দিচ্ছি। বাংলার রাজসভায় দাঁড়িয়ে আমি মুক্তকণ্ঠে বলবো, যত অপরাধ আমার পিতার; যুবরাজ বিজয়সিংহ সূর্য্যের মত নিষ্কলঙ্ক।

বিজয়। তা হয় না দেবী! বিজয়সিংহ প্রাণান্তেও সত্যভ্রষ্ট হবে না। যাও ভারতী! বাংলায় ফিরে যাও।

ভারতী। যুবরাজ! আমিও প্রতিশ্রুত—তোমায় না নিয়ে বাংলায় ফিরবো না। তুমি যদি না যাও, তবে আমাকেও তোমার সাতশো অনুচরের মত সঙ্গে নাও। তারা তোমার সঙ্গে তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ করবে, আমি তোমার ক্ষতস্থানে প্রলেপ দেবো—তোমার পদসেবা করবো, —শত্রুর শ্যেনদৃষ্টি থেকে তোমায় ছায়ার মত ঘিরে রাখ্‌বো।

বিজয়। না ভারতী! তুমি অজয়ের সঙ্গে ফিরে যাও।

ভারতী। অজয়ের সঙ্গে? তার চেয়ে সমুদ্রে ঝাঁপ দেবো, তবু একটা কামান্ধ পুরুষের সঙ্গে এক পাও চল্‌বো না! এই পশু আমার নারীত্বকে অবমাননা করতে চায়!

বিজয়। সে কি! অজয়সিংহ! তুমি এত নীচ? কথা বল্‌ছো না যে?

অজয়। [ নতমুখে ] আমি অপরাধী।

বিজয়। তা হ'লে অজয়সিংহ! একদিন তুমি আমায় বন্দী করেছিলে, আজ আমি তোমায় বন্দী করলাম। [ ইঙ্গিত করিলেন। ]

শীলভদ্র। [ অজয়কে শৃঙ্খলিত করিলেন। ]

অজয়। যাক্—প্রাণের বোঝা অনেকটা হাল্কা হ'লো। যুবরাজ! আমাকে আজীবন এই সমুদ্রসৈকতে বন্দী ক'রে রাখ, কোন দুঃখ নেই, শুধু তুমি ফিরে যাও, এই আমার প্রার্থনা।

[ শীলভদ্র সহ প্রস্থান।

বিজয়। ভারতী! আমি তবে যাই?

ভারতী। নিষ্ঠুর! তোমার বাংলাকে কার হাতে দিয়ে এলে? মহারাজ সিংহবাহু হয় তো কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়েছেন। কে বস্‌বে বাংলার সিংহাসনে?

বিজয়। বাংলার সিংহাসনে বস্‌বে ভাই সুমিত্র।

ভারতী। সুমিত্রও এসেছে তোমায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে।

বিজয়। এ্যাঁ! সুমিত্র এসেছে? কৈ—কৈ? কোথায় আমার প্রাণাধিক ভাই? ডাক—ডাক, আমি অনেক দিন তাকে দেখিনি, তার কথা শুনিনি। সুমিত্র—সুমিত্র! না—না, তাকে একবার দেখ্‌লে আর আমি স্থির থাক্‌তে পারবো না। আমি পালাই—পালাই—[ প্রস্থানোদ্যত ]

গীতকণ্ঠে সুমিত্রের প্রবেশ।

সুমিত্র।—

গীত।

ওগো, কেঁদে কেঁদে দিন যায়।
বাংলার মাটি বাংলার ফল, আকাশ সমীর বন গৃহতল,
শুধুই ফেলিছে নয়নের জল, শুধু করে হায় হায়।

শ্মশান হয়েছে স্বরগের পুরী, অকালে নেমেছে সন্ধ্যা,
কেঁদে ফিরে যায় ফুল-মধুমাস, বহে না মলয় মন্দা,
দেহ আছে সব নাহি তায় প্রাণ, তোমার বিরহে সারা দেশ ম্লান,
ফিরে চল ওগো বনবাসী রাম, আপনার গৃহছায়॥

বিজয়। সুমিত্র!

সুমিত্র। দাদা! [ বিজয়ের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। ]

বিজয়। ভগবান্—ভগবান্! মনটাকে এমন দুর্ব্বল করেছ কেন? শক্তি দাও—একটু শক্তি দাও। ভাই! ভাই! প্রিয়তম! ওরে, পিতাকে নিঃস্ব ক'রে তুই আবার কেন এলি? আমি যে তোকে ছাড়্‌তে পারছি না, ইচ্ছা হ'চ্ছে বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখি: না—না, যা—যা, আমি ব্রত ভুলে যাবো।

সুমিত্র। দাদা! ঘরে চল, বাবা বড় কাঁদ্‌ছে!

বিজয়। ফিরে গিয়ে চোখের জল মুছিয়ে দে। কাছে আসিস্ না, পাগল হ'য়ে যাবো। বিজয় ব'লে কেউ—কেউ তোর দাদা ছিল না,—ভুলে যা। বিজয়ের ভাই তুই হোস্‌নে সুমিত্র! তুই পিতার পুত্র হ'।

[ প্রস্থান।

সুমিত্র। চ'লে গেল! খুব—খুব!

ভারতী। না সুমিত্র! তুমি একাই বাংলায় ফিরে যাও, আমিও যাবো যুবরাজের সঙ্গে। নাবিকগণ! চালাও পোত, তীরবেগে চালাও। বিদায় সুমিত্র! [ প্রস্থান।

সুমিত্র। একি হ'লো? জাহাজ চলে যে! আমায় একা ফেলে সব চ'লে গেল! আমার যে ভয় করছে। দাদা! দাদা! [ প্রস্থান।

নেপথ্যে বিজয়। ফিরে যা—ফিরে যা!

---

## দ্বিতীয় দৃশ্য।

### হরগৌরীর মন্দির।

### সুধাকণ্ঠের হস্ত ধরিয়া ত্রিবেণীর প্রবেশ।

ত্রিবেণী। এস বাবা, এই হরগৌরীর মন্দির। বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্য্য ঐ দুটী মূর্ত্তির মধ্যে ধরা দিয়েছে। একটা অসার রমণীর রূপ ধ্যান ক'রে এমন দুর্লভ মানবজীবনটাকে ব্যর্থ ক'রো না বৈতালিক! রূপের পূজা কর্‌বে যদি, ঐ দেবাদিদেব শঙ্করের তুষার-ধবল রূপ ধ্যান কর। বল, ধ্যায়েন্নিতং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নম্ পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্।

সুধাকণ্ঠ। এ রূপ আমায় মুগ্ধ করে না।

ত্রিবেণী। তবে গৌরী-রূপ ধ্যান কর। বিদ্যুদ্দামসমপ্রভা কাঞ্চি দুকূলহারললিতা—

সুধাকণ্ঠ। না।

ত্রিবেণী। তবে কালিকা-রূপ ধ্যান কর। তন্বী শ্যামা শিখরদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী—

সুধাকণ্ঠ। না—এও নয়।

ত্রিবেণী। তবে?

সুধাকণ্ঠ। বরহাপীড়াভিরামং মৃগমদতিলকং অধরে ন্যস্তবেণুং—

ত্রিবেণী। সাবধান পূজারী! কৃষ্ণ রূপ পূজা কর্‌ছো লঙ্কায়? যে কৃষ্ণ সেই রাম: রাম এই লঙ্কার চিরশত্রু। সাবধান সুধাকণ্ঠ! চোখ দু'টো গেছে, মাথাটাও যাবে।

সুধাকণ্ঠ।—

গীত।

মা গো, হয়েছে মোর রূপ দেখা।
পরাণে জেগেছে আজ কৃষ্ণরূপের আলো-রেখা॥
অন্য রূপে ভুল্‌বো না গো, এ নামের রেখা তুল্‌বো না গো,
ভয় না মানি ঘট্‌বে জানি ললাটে যা আছে লেখা॥

নেপথ্যে ইন্দ্রনীল। ত্রিবেণী!

ত্রিবেণী। গীত বন্ধ কর নির্ব্বোধ! না হয় পালাও।

সুধাকণ্ঠ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

কৃষ্ণ নাম নিয়ে মুখে, কৃষ্ণ নামটি আঁকি বুকে
ফিরবো আমি পথে পথে, দোসর না পাই ফিরবো একা॥

[ প্রস্থান।

ত্রিবেণী। ভাগ্যহীন—চিরভাগ্যহীন।

ইন্দ্রনীলের প্রবেশ।

ইন্দ্রনীল। ত্রিবেণী! তুমি এখানে? আমি যে তোমায় প্রাসাদময় খুঁজে বেড়াচ্ছি।

ত্রিবেণী। কেন প্রভু?

ইন্দ্রনীল। কেন? আজ আমি রাজা হয়েছি—বিশ্ববিজয়ী দশাননের সিংহাসনে বসেছি। সবাই আমায় অভিনন্দন করছে, তুমি তো একটা সুখের কথাও বল্‌লে না ত্রিবেণী?

ত্রিবেণী। কি বল্‌বো? স্বামীকে সম্ভাষণ করতে তুমি শিখিয়েছ, রাজাকে সম্ভাষণ করতে তুমি তো শেখাও নি প্রভু!

ইন্দ্রনীল। তা হ'লে আমার রাজ্যলাভে তুমি সুখী নও?

ত্রিবেণী। না, সুখী নই; আজ আমার চেয়ে দুঃখিনী লঙ্কায় আর কেউ নেই।

ইন্দ্রনীল। সে কি ত্রিবেণী?

ত্রিবেণী। প্রভু! তোমার ঐ রাজবেশ নির্য্যাতিতের নিঃশ্বাসে ভরা, তোমার স্বর্ণমুকুট রাজা শালিবাহনের অভিশাপ দিয়ে গড়া। এমন সুন্দর তুমি, এ কি কুৎসিতবেশে আমার কাছে এসেছ? খুলে ফেল রাজ-আভরণ, খুলে ফেল সোনার মুকুট। নারীর মন তুমি জান না। ও যে হিমাদ্রির ব্যবধান; ও ব্যবধান সরিয়ে আমি যে তোমার কাছে যেতে পারছি না।

ইন্দ্রনীল। কেন প্রিয়তমে! ভয় হ'চ্ছে?

ত্রিবেণী। সত্যই ভয় হ'চ্ছে। এতদিন তুমি ছিলে পুরুষ—আমি ছিলাম নারী, কপোত-কপোতীর মত বেশ সুখে ছিলাম। আজ তো শুধু স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ নয়, আজ তুমি রাজা—আমি প্রজা।

ইন্দ্রনীল। তা ব'লে তোমার কাছে আমি রাজা নই ত্রিবেণী!

ত্রিবেণী। কেমন ক'রে বিশ্বাস করবো প্রভু? রাম যদি শুধু স্বামী হ'তেন, তা হ'লে সীতাকে বনবাস দিতে পারতেন না। তিনি রাজা, তাই সীতার জীবন বিষময় হ'য়ে গেল। তুমিও তো রাজা হ'য়ে আত্মীয়-স্বজনের নিকট হ'তে বহুদূরে স'রে গেছ; নইলে তোমার পালন-কর্ত্তা শালিবাহনের মৃত্যুদণ্ড, কুবেণীর এই পৈশাচিক শাস্তি—ওঃ! এত নিষ্ঠুর তুমি হ'তে পার, এ যে আমি স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারি না।

ইন্দ্রনীল। এ নিষ্ঠুরতা নয় ত্রিবেণী! এ রাজনীতি।

ত্রিবেণী। রাজনীতি কি মানুষের স্নেহ-মমতাকেও ছাপিয়ে যাবে? তবে এই রাজনীতির আবর্ত্তে আমিও হয় তো একদিন তলিয়ে যাবো।

ইন্দ্রনীল। না—না ত্রিবেণী! আমি নিষ্ঠুর ঘাতক, আমি রক্ত-পায়ী রাক্ষস, কিন্তু তোমার কাছে শুধু স্নেহময় স্বামী। আমার রাজসিংহাসনের চারিদিকে প্রলয়ের ঝঞ্ঝা যতই নৃত্য করুক, আমার হৃদয়-রাজ্যের মাঝখানে তোমার আসন একটুও টল্‌বে না। যাও ত্রিবেণী! মহানায়কের জন্য অর্ঘ্য রচনা কর। [ ত্রিবেণীর প্রস্থান ] আঃ—এমন পত্নী কার? ভগবান্! আমার এত সুখ! এত জ্বালা, আর এমন বুকভরা শান্তি!

গোরার প্রবেশ।

গোরা। মহারাজ!

ইন্দ্রনীল। কে—গোরা? একি! তোমার দেহ রক্তাক্ত যে? কার্য্য শেষ? মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে রইলে যে? বল, শালিবাহনকে হস্ত-পদ বদ্ধ ক'রে সমুদ্রে নিক্ষেপ করেছ?

গোরা। না রাজা! আমি পার্‌লাম না।

ইন্দ্রনীল। পার্‌লে না? এত বড় বিশাল দেহটা তোমার, এতগুলি অনুচর নিয়েও এই তুচ্ছ কাজটা ক'রে আস্‌তে পার্‌লে না?

গোরা। না, পার্‌লাম না। আমি তবু প্রাণটা নিয়ে তোমায় খবর দিতে ছুটে এসেছি, তোমার সৈন্যগুলো সব সাগরের ধারে অসাড় হ'য়ে প'ড়ে আছে।

ইন্দ্রনীল। আর শালিবাহন?

গোরা। মুক্ত।

ইন্দ্রনীল। মুক্ত! ওঃ! অতগুলো সৈন্যকে হারিয়ে, হাতের শত্রুকে ছেড়ে দিয়ে, এই সুসংবাদটা আমায় জানাতে এসেছ? মর্‌তে পার্‌লে না?

গোরা। বাঘের সঙ্গে যারা লড়াই করে, তুমি তাদের মর্তে কি শেখাবে রাজা? সারা গায়ে অতগুলো ক্ষত নিয়ে ফিরে আস্তে আমার মাথাটা নুয়ে পড়্‌ছিল। জীবনে কখনও কারো কাছে হারি নি, আজ হেরে গিয়ে মর্‌তেই চেয়েছিলাম, কি বল্‌বো, সে আমায় দুর্ব্বল ব'লে ক্ষমা ক'রে চ'লে গেল।

ইন্দ্রনীল। তোমায় দুর্ব্বল ব'লে ক্ষমা কর্‌লে, কে এমন বীর?

গোরা। একটা বাঙ্গালার ছেলে, নাম বল্‌লে বিজয়সিংহ।

ইন্দ্রনীল। বাঙ্গালী? কোথা থেকে এলো?

গোরা। একজন নয়, সাতশো।

ইন্দ্রনীল। সাত হাজার হোক্; তা ব'লে ভীরু বাঙ্গালীর কাছে তুমি পরাজয়ের কলঙ্ক মেখে ফিরে এলে এতগুলো বীর সৈনিককে ডালি দিয়ে? সাগরে কি জল ছিল না? হাতে অস্ত্র ছিল না? কাপুরুষ।

গোরা। রাজা! আমায় মার—কাট—জ্যান্ত পুঁতে ফেল, সব সইবো; কিন্তু ও কথাটা ব'লো না। কাপুরুষ—কাপুরুষ। সে মূর্ত্তি তুমি দেখ নি, তাই আমায় কাপুরুষ বল্‌ছো। আমি তবু খানিকক্ষণ লড়েছি, তুমি হ'লে সাতশো বাঙ্গালীর নিঃশ্বাসেই উড়ে যেতে।

ইন্দ্রনীল। আর আস্ফালন কর্‌তে হবে না—যাও। এখনই রাজ্যময় ঘোষণা ক'রে দাও—যে কেউ বাঙ্গালী দেখ্‌বে, বন্দী ক'রে রাজসভায় আনা চাই। বাঙ্গালীকে যে আশ্রয় দেবে, তার গৃহ ভস্মীভূত হবে; আর শালিবাহনের ছিন্নমুণ্ডের মূল্য লক্ষ স্বর্ণ-মুদ্রা। যাও—

গোরা। এ আমি পার্‌বো না।

ইন্দ্রনীল। পারবে না?

গোরা। না রাজা। অতগুলো সৈনিক নিয়ে যাদের কাছে হেরেছি, তাদের এমন কাপুরুষের মত জব্দ করা আমার ধাতে সইবে না।

যুদ্ধ ঘোষণা কর; তারা এসে মুখোমুখী দাঁড়াক্, আমিই আগে বাঘের মত লাফিয়ে পড়্‌বো।

ইন্দ্রনীল। গোরা!

গোরা। মাপ কর রাজা! এ আমি পার্‌বো না, আমি ঘোষবাদক নই; আমি বরং পুরঞ্জয়কে বল্‌ছি। [ প্রস্থান।

ইন্দ্রনীল। শালিবাহন! শালিবাহন! না—তোমার বাঁচা হবে না। তোমার একটা তুচ্ছ চিহ্নও আমি পৃথিবীতে রাখ্‌বো না। তোমার এক বিন্দু সংস্রব যেখানে আছে, ইন্দ্রনীলের শাণিত অস্ত্র তাকেই ধ্বংস কর্‌বে। মেঘা! মেঘা!

মেঘার প্রবেশ।

মেঘা। মহারাজ!

ইন্দ্রনীল। আদেশ পালন করেছ?

মেঘা। না মহারাজ!

ইন্দ্রনীল। কেন?

মেঘা। কি বল্‌বো রাজা! লজ্জায় মাথা নুয়ে পড়্‌ছে। প্রকাশ্য রাজপথে বন্দিনীকে নিয়ে গিয়ে তোমার আদেশ পালন কর্‌তে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ শত শত লোকের মাঝখান থেকে একদল বিদেশী তাকে বাজের মত ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

ইন্দ্রনীল। ছিনিয়ে নিয়ে গেল? তোমার হাত থেকে?

মেঘা। আমার হাত থেকে—সহস্র দর্শকের চোখের উপর।

ইন্দ্রনীল। এ কি ভৌতিক ব্যাপার? আমায় শিশুর মত ভোলাতে এসেছ? নিশ্চয় তুমি নিজে তাকে মুক্তি দিয়েছ—রাজ-আদেশ অমান্য করেছ।

মেঘা। রাজ-আদেশ অমান্য কর্‌বার পূর্ব্বে যেন আমার মৃত্যু হয়। বিশ্বাস কর রাজা! এতে আমার কোন হাত ছিল না।

ইন্দ্রনীল। মিথ্যাকথা!

মেঘা। [ চক্ষুর্দ্বয় জ্বলিয়া উঠিল। ] রাজা! মেঘা মানুষ খুন কর্‌তে জানে—দাঁড়িয়ে মর্‌তে জানে, কিন্তু মিথ্যাকথা কইতে জানে না।

ইন্দ্রনীল। কারা এমন শক্তিমান যে, তোমার হাত থেকে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল?

মেঘা। একদল বাঙ্গালী।

ইন্দ্রনীল। এখানেও বাঙ্গালী? শালিবাহনকে মুক্ত কর্‌লে বাঙ্গালী, কুবেণীকে ছিনিয়ে নিলে বাঙ্গালী; এরা কি এতই শক্তিমান? কে এদের লঙ্কায় অবতরণ কর্‌তে দিলে? কোথা হ'তে এলো এরা? ওঃ—দু' দুটো শত্রু হাতছাড়া হ'য়ে গেল। পিতার শোচনীয় মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়া হ'লো না।* মেঘা! এদের অর্ণবপোত পুড়িয়ে দাও। যেখানে বাঙ্গালী দেখ্‌বে, জীবিত হোক্—মৃত হোক্, রাজসভায় নিয়ে আস্‌বে। আর কুবেণী শালিবাহনের সন্ধান কর; যেমন ক'রে হোক্ তাদের করায়ত্ত করা চাই, নইলে পিতার তর্পণ হবে না—তাঁর আত্মার সদ্গতি হবে না।

[ প্রস্থান।

মেঘা। মহারাজ রুদ্রদমন! এই তোমার পুত্র? এত অকৃতজ্ঞ আর এমনি নিষ্ঠুর! যাক্, তবু তুমি আমার রাজা—তোমার পথের কাঁটা আমি দাঁত দিয়ে তুলে নেবো।

[ প্রস্থান।



## তৃতীয় দৃশ্য।

### কক্ষ।

### অগ্নিমিত্র ও পুরঞ্জয়ের প্রবেশ।

পুরঞ্জয়। আসুন পিতা! এই মহারাজ রুদ্রদমনের কক্ষ। শালিবাহনের আদেশে আজ ষোড়শ বর্ষ কেউ এর দ্বার খোলে নি। রাজার মৃতদেহ এই কক্ষে প'চে গ'লে গেছে, কেউ তার সৎকার কর্‌তে পায় নি!

অগ্নিমিত্র। সব আবছায়া—সব আবছায়া! এই কক্ষে তারা আমায় বন্দী করেছিল—আমার চোখের উপর রাজাকে নৃশংস হত্যা করেছিল। খুঁজে দেখ, হর্ম্ম্যতলে এখনও রাজরক্ত সহস্র চক্ষু মিলে চেয়ে আছে। এই যে একখানা অস্থি প'ড়ে আছে নয়? পুরঞ্জয়! পুরঞ্জয়! আমার চোখের জল ফুরিয়ে গেছে, দে তো—এই অস্থিখানা অশ্রুজলে ধুয়ে দে তো।

পুরঞ্জয়। ওঃ—কি বিষাক্ত বাষ্প।

অগ্নিমিত্র। বাষ্প নয় রে পাগল! এ অশ্রুজলে ভরা দীর্ঘনিঃশ্বাস ওই শোন্—ওই শোন্!

পুরঞ্জয়। পিতা! আপনি কি উন্মাদ হলেন?

অগ্নিমিত্র। উন্মাদ হয়েছি! শুন্‌তে পাচ্ছিস্ না ঐ নিঃশ্বাস—ঐ ক্রন্দন? সে যায় নি, এইখানে আবদ্ধ হ'য়ে আছে—তার চোখ ফেটে রক্ত পড়্‌ছে, আমি স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি। তৃপ্তি পাচ্ছো না প্রিয়তম? আমার কাছে অঞ্জলি পেতে দাঁড়িয়েছ? কি দেবো আমি? কি আছে আমার? শক্তিহীন বাহু—নিষ্প্রভ আঁখিতারা।

পুরঞ্জয়। আর কেন পিতা, আসুন।

অগ্নিমিত্র। দে বাবা! এক ফোঁটা চোখের জল দে। ওরে, এমন দুর্ভাগা আর দেখেছিস্? এত বড় একটা রাজা—তার মৃতদেহের সৎকার হ'লো না, অথচ তার স্ত্রী-পুত্র বর্ত্তমান। ওঃ, শালিবাহন! শালিবাহন!

পুরঞ্জয়। এ কি পিতা! মহাজ্ঞানী আপনি, আপনার চোখে জল?

অগ্নিমিত্র। পুরঞ্জয়! আমি যে স্পষ্ট দেখ্তে পাচ্ছি, রাজা রুদ্র-দমনের সদ্গতি হয় নি। আমি মহানায়ক, তুমি আমার পুত্র, আমরা থাক্তে তাঁর সদ্গতি হবে না? এস—আমরা তাঁর তর্পণ করি।

পুরঞ্জয়। কি দিয়ে তাঁর তর্পণ কর্‌বো পিতা?

অগ্নিমিত্র। রক্ত দিয়ে—শালিবাহনের রক্ত দিয়ে। ত্রিবেণীর কি করেছ পুরঞ্জয়?

পুরঞ্জয়। আমি তার বিবাহ দিয়েছি পিতা!

অগ্নিমিত্র। নিয়ে এস—নিয়ে এস। তাকে আমার চাই—রাজার প্রেতাত্মার তর্পণ কর্‌বো। বল, কোথায় ত্রিবেণী?

ত্রিবেণীর প্রবেশ।

ত্রিবেণী। এ যে আমি এসেছি পিতা!

অগ্নিমিত্র। এ্যাঁ—পুরঞ্জয়! এ নারী কে?

পুরঞ্জয়। চিন্‌তে পার্‌ছেন না পিতা? যাকে আপনি পথ থেকে কুড়িয়ে এনে আশৈশব লালন-পালন করেছিলেন, এ সেই ত্রিবেণী, আমার ভগ্নী, আপনার কন্যা!

অগ্নিমিত্র। আমার কন্যা? ভুলে গেছি পুরঞ্জয়! তুমিও ভুলে যাও! শোন ত্রিবেণী! তুমি অনেক দিন তোমার পিতৃ-পরিচয় জান্‌তে চেয়েছিলে, আমি বলি নি; আজ আর না ব'লে পার্‌লাম না।

ত্রিবেণী। কে আমার পিতা?

অগ্নিমিত্র। তোমার পিতা নরঘাতক শালিবাহন।

পুরঞ্জয় ও ত্রিবেণী। শালিবাহন?

অগ্নিমিত্র। সে তোমায় শৈশবে ত্যাগ করেছিল, আমি গোপনে তোমায় লালন-পালন করেছিলাম; তখন জান্‌তাম না যে, সে এত বড় পিশাচ; জান্‌তাম না যে, আমার সযত্নবর্দ্ধিত মাধবীলতাকে একদিন স্বহস্তে ছিন্ন কর্‌তে হবে।

পুরঞ্জয়। ত্রিবেণী! ত্রিবেণী! তুমি পালাও; না হয় আমার সঙ্গে এস, আমি তোমায় নিয়ে পৃথিবীর এক নিভৃত কোণে আত্মগোপন করি। বিস্ময়ে চেয়ে আছ কি বোন্! বুঝ্‌তে পার্‌ছো না তোমার অবস্থা? তোমার পায়ের তলা থেকে পৃথিবী স'রে যাচ্ছে। ওঃ— বিধাতার এ কি নিষ্ঠুর পরিহাস—তুমি শালিবাহনের কন্যা!

ত্রিবেণী। ভুলে যাও পুরঞ্জয়! সে একটা ক্ষণিকের দুঃস্বপ্ন। যে পিতাকে পিতা ব'লে ডাকি নি, এতদিন যার স্নেহের স্বাদ পাই নি, তার পরিচয়ে আমি পরিচিত হ'তে চাই না। আমার পিতা মহানায়ক অগ্নিমিত্র, আমার ভাই পুরঞ্জয়, আর আমার স্বামী মহারাজ ইন্দ্রনীল।

অগ্নিমিত্র। কি বল্‌লে? তোমার স্বামী ইন্দ্রনীল? তুমি লঙ্কার মহারাণী? ওঃ—এ যে ব্যাধির সঙ্গে ব্রহ্মশাপ, অগ্নিদাহের সঙ্গে জল-প্লাবন। ত্রিবেণী! না—নিয়তি তোর প্রতিকূল; আমি কি কর্‌বো! শালিবাহনের কন্যা ব'লে হয় তো তোকে মার্জ্জনা কর্‌তে পার্‌তাম, কিন্তু তুই ইন্দ্রনীলের স্ত্রী, এ যে একটা অমার্জ্জনীয় অপরাধ।

পুরঞ্জয়। [ সাশ্চর্য্যে ] অপরাধ?

অগ্নিমিত্র। হাঁ। শোন পুরঞ্জয়! শালিবাহন ওকে শৈশবে ত্যাগ করেছিল কেন, জান? ওর ললাটলিপি—ও পতিঘাতিনী হবে।

ত্রিবেণী। পতিঘাতিনী?' না—না—না, এ হ'তে পারে না—এ হ'তে পারে না।

[ প্রস্থান।

পুরঞ্জয়। পিতা! ত্রিবেণী কখনও একটা পিপীলিকারও পক্ষচ্ছেদ কর্‌তে জানে না। দোহাই পিতা! সন্তান আমি, পায়ে ধ'রে ভিক্ষা চাচ্ছি, জ্যোতিষের এ অসার বাণী চিরকাল গোপন থাক্, আর ইন্দ্রনীল যেন কখনও জান্‌তে না পারে যে, ত্রিবেণী শালিবাহনের কন্যা।

ইন্দ্রনীলের প্রবেশ।

ইন্দ্রনীল। কই, কোথায় শালিবাহনের কন্যা?

অগ্নিমিত্র। যদি পাও, কি কর্‌বে?

ইন্দ্রনীল। হত্যা কর্‌বো।

অগ্নিমিত্র। হত্যা কর্‌বে—কেন?

ইন্দ্রনীল। শালিবাহন আমার পিতৃহন্তা, তার সংস্রবে যে যেখানে আছে, সকলকেই ধ্বংস কর্‌বো।

অগ্নিমিত্র। শপথ কর যুবক।

পুরঞ্জয়। না—না শপথ ক'রো না, বজ্রপাত হবে। রাজা! তুমি যাও—যাও, এ মহাশ্মশানের বহ্নিজ্বালায় কেন এসেছ তুমি?

ইন্দ্রনীল। দেখ্‌তে এসেছি, পিতার মৃতদেহের কোন চিহ্ন আছে কি না?

অগ্নিমিত্র। এই দেখ একখানা অস্থি—পোকায় কেটে জীর্ণ ক'রে ফে  ছ; চিন্‌তে পার্‌ছো যুবক?

নীল। ওঃ—শালিবাহন—শালিবাহন! না; পুরঞ্জয়, পালিয়ে চল—পালিয়ে চল, নইলে উন্মাদ হ'য়ে যাবো।

অগ্নিমিত্র। দাঁড়াও রাজা! আমার হাত থেকে মহানায়কের গুরু ভার নামিয়ে নাও।

ইন্দ্রনীল। না প্রভু! বৃদ্ধ হ'লেও আপনিই লঙ্কার যোগ্য মহা-নায়ক।

অগ্নিমিত্র। রাজা! মহানায়কের ক্ষমতা কত জান?

ইন্দ্রনীল। জানি; ইচ্ছা কর্‌লে আপনি রাজাকেও নির্ব্বাসন দিতে পারেন।

অগ্নিমিত্র। যদি তার চেয়েও কঠিন দণ্ড তোমায় দিই, সইতে পার্‌বে? ভেবে দেখ রাজা! আমার হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ-মমতা আমি কারাগারে নিঃশেষ ক'রে এসেছি; আজ আমি যমের মত নিষ্ঠুর। বল, আমার বিধান সইতে পার্‌বে?

ইন্দ্রনীল। পার্‌বো।

অগ্নিমিত্র। তবে শোন—

পুরঞ্জয়। পিতা! পিতা!

অগ্নিমিত্র। চুপ্‌। রাজা। আমার প্রথম আদেশ—আজ রাত্রেই মহারাণী ত্রিবেণীর শিরশ্ছেদ।

ইন্দ্রনীল। মহারাণীর শিরশ্ছেদ?

গোরা ও মেঘার প্রবেশ।

গোরা। ওই শোন্ দাদা! মহারাণীর শিরশ্ছেদ। আমি বলেছি না, ও বামুন নয়—রাক্ষস। পালিয়ে এস রাজা! পালিয়ে এস।

ইন্দ্রনীল। এ কি পৈশাচিক আদেশ প্রভু?

মেঘা। এ কি বিদ্রূপ না ছলনা?

পুরঞ্জয়। বিনা অপরাধে রাণীর শিরশ্ছেদ? যার পুণ্য চরণস্পর্শে

লঙ্কার রাজপ্রাসাদ পবিত্র, যার স্নেহ-করুণায় পশু পক্ষী পর্য্যন্ত বশীভূত, সেই সারল্যের প্রতিমা অকালে বিসর্জ্জন দিতে হবে?

ইন্দ্রনীল। কেন প্রভু, কেন? কোন্ অপরাধে অপরাধী সে আমার? সে যে আমার রামের সীতা—সত্যবানের সাবিত্রী—অর্জ্জুনের সুভদ্রা; তার শিরশ্ছেদ?

অগ্নিমিত্র। কার জন্য দুঃখিত হ'চ্ছো রাজা? তুমি জান না. তোমার পত্নী শালিবাহনের কন্যা।

ইন্দ্রনীল। শালিবাহনের কন্যা ত্রিবেণী? প্রভু! এ যে বজ্রাঘাতের মত কঠোর। পিতৃহন্তা শালিবাহন, তার কন্যা আমার গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী—আমার জীবনসঙ্গিনী—শুশ্রূষায় দাসী, রোগে ঔষধ, শোকে সান্ত্বনা, স্নেহে ভগ্নী-স্বরূপিণী! ওঃ—পুরঞ্জয়! সেই ত্রিবেণী শালিবাহনের কন্যা?

পুরঞ্জয়। তাই যদি হয়, তবু সে তোমার সহধর্ম্মিণী; জীবনে কখনও অবিশ্বাসিনী হয় নি! রাজা! কর্ম্মের জন্য মানুষ দায়ী, জন্মের জন্য নয়।

ইন্দ্রনীল। সত্য। [অগ্নিমিত্রের প্রতি] প্রভু! দয়া কর।

অগ্নিমিত্র। বলেছি তো রাজা, আমি যমের মত নিষ্ঠুর। আমি প্রাণ দেবো, আদেশ প্রত্যাহার করবো না।

মেঘা। তুমি মানুষ না রাক্ষস? রাজা ইন্দ্রনীল দীন ভিক্ষুকের মত করযোড়ে তোমার কাছে ভিক্ষা চাচ্ছে, তবু তুমি টলবে না? দোহাই—দোহাই ব্রাহ্মণ। এ নিষ্ঠুর আদেশ ক'রো না। ইচ্ছা হয় তুমি সিংহাসন নাও, তবু মহারাণীকে আমাদের ভিক্ষা দাও। বিধাতার ভুল যে, সে শালিবাহনের কন্যা।

অগ্নিমিত্র। বিধাতাকে যে মুঠোর মধ্যে পাচ্ছি না; তার ভুল আমি সংশোধন ক'রে দিতাম।

গোরা। এত পিপাসা যদি তোমার রাক্ষস, আমাদের রক্ত নাও; এমন আরও দশ বিশটা এনে দিচ্ছি, আশা মিটিয়ে রক্ত খাও।

ইন্দ্রনীল। প্রভু! আপনি তার বাল্যের চঞ্চল মূর্ত্তিই শুধু দেখেছেন, যৌবনের দেবী-মূর্ত্তি বোধ হয় দেখেন নি, কোন ঘাতক সে দেহে অস্ত্রাঘাত করতে পারবে না।

অগ্নিমিত্র। কেউ না পারে, আমি নিজে তাকে হত্যা করবো। শালিবাহনের রক্তে তোমার পিতার তর্পণ করা চাই। তোমার পিতার সদ্গতি যদি তুমি না চাও, তবু তোমার মঙ্গলের জন্য আমি চাই তার মৃত্যু। শোন রাজা! ত্রিবেণীর ললাটলিপি, সে পতিঘাতিনী হবে।

মেঘা। এই জ্যোতিষের বাণী?

গোরা। জ্যোতিষ মিথ্যা।

ইন্দ্রনীল। শান্ত প্রভু! জ্যোতিষ সত্য হোক্, কিন্তু নিজের প্রাণের ভয়ে ধর্ম্মপত্নীকে হত্যা করবো?

পুরঞ্জয়। আর সে এমন পত্নী, সংসারে যার তুলনা নেই।

ইন্দ্রনীল। ত্রিবেণী—আমার ত্রিবেণী!

সাশ্রুনেত্রে ত্রিবেণীর পুনঃ প্রবেশ।

ত্রিবেণী। মহারাজ। একি! মুখ ফিরিয়ে রইলে যে?

গোরা। ওদিকে নয় মা! আমার কাছে এস; দেখি সে কেমন যম, যে তোমার গায়ে একটা কাঁটার আঁচড় দিতে পারে?

ইন্দ্রনীল। শুনেছ ত্রিবেণী, তুমি শালিবাহনের কন্যা?

ত্রিবেণী। তাই রাগ করেছ? কেন রাজা? আমার জন্ম যাই হোক, আমি তোমার ধর্ম্মপত্নী; আমার জীবনে এই একমাত্র সত্য। বিশ্বাস কর—[ ইন্দ্রনীলের হস্তধারণ ]

ইন্দ্রনীল। ত্রিবেণী।

[illegible] এ দেখেও কি তুমি আদেশ প্রত্যাহার করবে না ব্রাহ্মণ ?

অগ্নিমিত্র। না; আবার বলছি, আমি যমের মত নিষ্ঠুর।

পুরঞ্জয়। তার চেয়েও বেশী।

গোরা। ওঃ—তুমি যদি মহানায়ক না হ'তে—

অগ্নিমিত্র। চুপ্; আদেশ দাও রাজা।

ইন্দ্রনীল। [ রুদ্ধকণ্ঠে ] ত্রিবেণী। আমি তোমায় অগ্নি সাক্ষ্য ক'রে গ্রহণ করেছি, সে আমার প্রবঞ্চনা; তোমায় ভালবেসেছি, সে আমার দুর্ভাগ্য। শক্তির অহঙ্কারে তোমার শুভাশুভের দায় গ্রহণ করেছিলাম, সে আমার অভিনয়। ত্রিবেণী! তোমার জন্মের অপরাধে—

অগ্নিমিত্র। তার উপর ললাটলিপির দোষে—

ইন্দ্রনীল। দোহাই ব্রাহ্মণ! আঘাত করবে তো সোজাসুজি কর, শত্রুতার মুখে ছলনার মুখোস পরিও না। ত্রিবেণী। তুমি আমার শত্রু-কন্যা, এই অপরাধে তোমার প্রাণদণ্ড।

ত্রিবেণী। প্রাণদণ্ড! আমার! এই তোমার আদেশ ?

গোরা। না না। এই বামুনের আদেশ। শোন রাজা! আমি নায়ক ফায়ক মানি না। বিনা দোষে যে আমার মায়ের গায়ে কাঁটার আঁচড় দেবে, আমি তার গলা টিপে ধরবো।

মেঘা। চুপ কর্ গোরা। এ রাজার আদেশ।

গোরা। মানি না রাজার আদেশ। রাজা কে ? রাজা কি এমনি একটা বামুনের খেলার পুতুল ? তা যদি হয়, সিংহাসনের উপর তাকে সাজিয়ে রাখ্‌বো না; আমি ভেঙ্গে ফেলবো এ খেলার পুতুল।

অগ্নিমিত্র। যাও—যাও; বিরক্ত ক'রো না।

গোরা। বামুন! তুমি মানুষ না রাক্ষস ?

পুরঞ্জয়। [ দৃঢ়স্বরে ] গোরা!

গোরা। আরে যাও; তোমার মত সেনাপতিকে গোরা ভয় করে না।

ত্রিবেণী। গোরা! যা বাবা! আমার আদেশ। [ গোরার অনিচ্ছায় প্রস্থান ] রাজা! মর্‌তে আমার দুঃখ নেই; দুঃখ এই যে, তোমাকে আর দেখ্‌তে পাবো না। তবু তোমার দণ্ড মাথা পেতে নিলাম, আশীর্ব্বাদ কর, পরজন্মে যেন তোমাকেই পাই। পিতা! পায়ের ধূলো দাও। পুরঞ্জয়! আসি তবে ভাই!

পুরঞ্জয়। ত্রিবেণী! কেন তুমি কৃষকের ঘরে জন্মাও নি? কেন তোমায় আমি ইন্দ্রনীলের হাতে সঁপে দিয়েছিলাম! যাও বোন! ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, আর যেন তোমার জন্ম না হয়।

ইন্দ্রনীল। ঘাতক!

ত্রিবেণী। ঘাতক নয় রাজা! একটা প্রার্থনা আমার, ঘাতকের হস্তে যেন আমার প্রাণ না যায়। মেঘা! মা ম'রে গেলে সন্তান তার মুখাগ্নি করে; তুই আমার বড় ছেলে, তোর হাতে আমার মৃত্যু হোক্‌।

মেঘা। মা! মা! এ নিষ্ঠুর আদেশ আমায় ক'রো না মা! তোমার পায়ে ধ'রে মিনতি কর্‌ছি।

ত্রিবেণী। মেঘা! লঙ্কার রাণী একটা ঘাতকের হাতে প্রাণ দেবে? চল্‌ বাবা—চল্‌!

[ মেঘা আগে আগে চলিল, ত্রিবেণী ইন্দ্রনীলের দিকে চাহিতে চাহিতে প্রস্থান করিলেন। ইন্দ্রনীলের ধৈর্য্যচ্যুতি হইল; তিনি ত্রিবেণীর দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, অগ্নিমিত্র বজ্রমুষ্টিতে তাঁহার হাত ধরিলেন। ]

পুরঞ্জয়। ইন্দ্রনীল! আমি তোমায় অভিসম্পাত কর্‌ছি—

অগ্নিমিত্র। [ অন্য হস্তে পুরঞ্জয়ের হাত ধরিয়া সজোরে নাড়া দিয়া ] এ রাজনীতি ; আজ এই নীতিরই প্রয়োজন।

[ সকলের প্রস্থান।

---

## চতুর্থ দৃশ্য।

অশোকবনের সন্নিহিত পথ।

ফাঁড়িদারগণের প্রবেশ।

১ম ফাঁড়িদার। তাই তো বাবা! সাতশো বাঙ্গালীর একটাও পেলুম না। কোথায় গা-ঢাকা দিলে সব? এটা তো অশোকবন। ত্রেতাযুগে রাবণ রাজা সীতাকে এখানে বন্দী ক'রে রেখেছিল, সে এখানে পেত্নী হ'য়ে আছে। এখানে ঢুক্‌বে বাঙ্গালী? সে ভেতো বাঙ্গালীর কর্ম্ম নয়।

২য় ফাঁড়িদার। এই ভেতো বাঙ্গালীরাই তো শালিবাহনকে বাঁচালে।

১ম ফাঁড়িদার। দৈবাৎ।

২য় ফাঁড়িদার। তাই কি লঙ্কার সিংহাসনটাও তো কেড়ে নিতে পারে?

১ম ফাঁড়িদার। পারে, দৈবাৎ।

২য় ফাঁড়িদার। আর তোর পিঠে এই যে ঘুসি মার্‌লুম, এটা কি?

১ম ফাঁড়িদার। না বাবা, সেটা দৈবাৎ নয়। ওই রে, ওই বুঝি! আয় গা-ঢাকা দিই।

[ সকলের প্রস্থান।

ভারতী ও শৃঙ্খলিত অজয়ের প্রবেশ

অজয়। কেন আমায় এখানে নিয়ে এলে ভারতী?

ভারতী। অজয়! আমি তোমায় মুক্তি দিচ্ছি, তুমি বাংলায় ফিরে যাও।

অজয়। না ভারতী! আমার মুক্তির কল্পনা ক'রো না। আমার অন্তরে একটা দেবতা ছিল, তাকে আমি হারিয়ে ফেলেছি। একটা রাক্ষস সেখানে বাসা বেঁধেছে, সে প্রতি মুহূর্ত্তে তোমার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চাইছে। ভারতী! তুমি কি সুন্দর! কি সুন্দর!

ভারতী। অজয়সিংহ! এখনও তোমার মনে পাপ?

অজয়। তাই তো মুক্তি চাই না ভারতী! আমার বন্দিত্ব দিয়ে আমার হাত থেকে আমি তোমায় রক্ষা করবো।

ফাঁড়িদারগণের পুনঃ প্রবেশ।

ফাঁড়িদারগণ। হ্যা—র‍্যা—র‍্যা—র‍্যা!

অজয়। কে তোমরা?

১ম ফাঁড়িদার। ফাঁড়িদার। তোমরা?

অজয়। আমরা বাঙ্গালী।

১ম ফাঁড়িদার। হাঃ-হাঃ-হাঃ! ওরে, শিকার মিলেছে। ধর্‌— আমি মেয়েটাকে নিয়ে যাই, তুই এটাকে নিয়ে আয়। এস চাঁদ! [ ধরিতে অগ্রসর ]

ভারতী। সাবধান! এগিয়ো না। কে তোমরা দস্যু? কার আদেশে নির্দ্দোষের উপর অত্যাচার করতে এসেছ? তোমরা মানুষ না পশু?

১ম ফাঁড়িদার। দেখ, বেশী বাড়াবাড়ি ক'রো না। রাজার হুকুম, বাঙ্গালী দেখ্‌লেই বন্দী ক'রে নিয়ে যাবো।

অজয়। নারী হ'লেও? লঙ্কাবাসিগণ! এই অশোকবনে এখনও সীতার দীর্ঘনিঃশ্বাস মিলিয়ে যায় নি,—স'রে যাও। তোমরা কি জান না, আর একজন নারীর নির্য্যাতন ক'রে রাবণ রাজা সবংশে ধ্বংস হয়েছিল?

১ম ফাঁড়িদার। দৈবাৎ। এস বঁধু—এস!

ভারতী। কোথায় যাবো? লঙ্কার রাজপ্রাসাদে? তোমাদের লঙ্কার সিংহাসনে আবার কি একটা দশানন বসেছে? আমার জন্য কি আর একটা অশোকবন তৈরী হয়েছে? কিন্তু তোমাদের সঙ্গে তো যাবো না; আমাকে যদি নিয়ে যেতে হয়, তোমাদের রাজাকে তেমনি ক'রে ভিক্ষুকের মত আমার পদতলে অঞ্জলি পেতে দাঁড়াতে হবে।

১ম ফাঁড়িদার। বটে? [ ভারতীর হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিল। ]

ভারতী। ছাড়্—ছাড়্ দস্যু! মাথায় বজ্রাঘাত হবে, ভূমিকম্পে লঙ্কা ধ'সে যাবে। অজয়। যুবরাজকে ডাক—সাতশো বাঙ্গালীকে জাগিয়ে তোল, আবার লঙ্কায় রক্তের নদী ব'য়ে যাক্।

১ম ফাঁড়িদার। যেতে পারে, দৈবাৎ।

[ ভারতীকে লইয়া প্রস্থান।

অজয়। ভারতী! ভারতী! ওঃ—একবার যদি মুক্তি পেতাম, তা হ'লে এই সব শৃগাল কুকুর—

২য় ফাঁড়িদার। [ অজয়কে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া ] আরে চল্!

অজয়। ওঃ, এও সইতে হ'লো? বেশ; দু'দিন অপেক্ষা কর, এ নির্য্যাতন আমি সুদ সমেত ফিরিয়ে দেবো। চল্—দেখে আসি,

কেমন তোদের রাজা! রাবণটার ছিল দশটা মাথা, দেখি তোদের রাজার ক'টা মাথা।

[ ফাঁড়িদার সহ প্রস্থান

গীতকণ্ঠে পাহাড়িয়া রমণীগণের প্রবেশ।

পাহাড়িয়া রমণীগণ।—

গীত।

দরিয়ায় আর যাবো না, ভরবো ঘড়া ঝরণা-জলে।
দরিয়ায় তোড় যে বড়, ভয়ে প্রাণ জড়-সড়,
ডুব দিলে বসন টানে, চুমো খায় কথার ছলে।
ঝরণার কলহাসি, বড় সই ভালবাসি,
নাচনের তালে তালে প্রাণে মোর বাজায় বাঁশী;
লুকোচুরি ছলছলাতে, জল ঢালে আগুনতাতে,
কেড়ে নেয় পরাণ সহ তনু মোর একটি পলে।

শালিবাহনের প্রবেশ।

শালিবাহন। কে গা তোমরা? তোমরা আমার কুবেণীকে দেখেছ?

১ম রমণী। কে কুবেণী?

শালিবাহন। আমার মেয়ে—আমার আদরের বাসন্তীলতা—পৃথিবীর বিস্ময়—বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি, টানাটানা ভ্রূ—খঞ্জনগঞ্জন আঁখি—কুন্দ কুসুমের মত দন্তপাতি—তপ্ত কাঞ্চনের মত বর্ণ। না—না, ভুল বলেছি। ইন্দ্রনীল সে মুখখানা বিকৃত ক'রে দিয়েছে, তাকে অনাথার মত রাস্তায় বের ক'রে দিয়েছে। পথে পথে সে আমার দগ্ধ বিকৃত মুখ নিয়ে 'বাবা—বাবা' ব'লে ফিরছে; দেখেছ তাকে? কেউ দেখেছ?

১ম রমণী। এটা কে রে?

শালিবাহন। চেন না? আমি শালিবাহন।

১ম রমণী। শালী ব'লে গাল দিলি মিন্‌সে? যাবৃথো কলসীর বাড়ি, জানিস্?

[পলায়ন ছাড়িয়া রমণীগণের প্রস্থান।

শালিবাহন। মনে নাই—শালিবাহনের নামটাও আজ কারও মনে নাই। এরা সব সন্ধ্যা-সকাল আমার একটু অনুগ্রহের জন্য প্রাসাদ-তোরণে ভিড় ক'রে দাঁড়াতো—এক মুঠো উচ্ছিষ্ট পেলে শত মুখে জয়-ধ্বনি করতো, দুদিনে কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন! সবাই ভুলে গেছে আমায়, অথচ এ দেশটাকে আমি কি ভালই না বেসে ছিলাম! কুবেণী! কুবেণী!

কুবেণীর প্রবেশ।

কুবেণী। কে ডাক্‌ছে আমায়? একি! বাবা?

শালিবাহন। কুবেণী। মা! মা! আছিস্ তুই? [কুবেণীকে বক্ষে চাপিয়া ধরিল] আঃ, ভগবান্! তবু তোমায় দয়াময় বল্‌তে হবে। এই তো আমার সেই লাবণ্যময়ী প্রতিমা—তেমনি শুভ্র—অকলঙ্ক। আত-তায়ীর দণ্ড ব্যর্থ হ'য়ে ফিরে গেছে—বাঘের থাবা ভেঙ্গে গেছে।

কুবেণী। বাবা! আবার যে তোমায় দেখ্‌তে পাবো, স্বপ্নেও ভাবি নি। তুমি কেমন ক'রে রক্ষা পেলে বাবা?

শালিবাহন। এক বাঙ্গালীর অনুগ্রহে?

কুবেণী। বাঙ্গালীর অনুগ্রহে? কোথা থেকে এলো বাঙ্গালী? কে সে শক্তিমান্ বাঙ্গালী, যার অনুগ্রহ তুমিও অঞ্জলি পেতে নিতে পার?

শালিবাহন। তার নাম কুমার বিজয়সিংহ।

কুবেণী। সেই বিজয়সিংহ, যার কাছে পরাজিত হ'য়ে তুমি অসংখ্য সৈন্য ডালি দিয়ে ফিরে এসেছিলে? বাবা! এ জীবনের চেয়ে মৃত্যু

কি ভাল ছিল না ? একটা তুচ্ছ বাঙ্গালীর অনুগ্রহদত্ত জীবন নিয়ে মহামানী লঙ্কেশ্বরকে বেঁচে থাক্‌তে হবে ? এর চেয়ে তোমার মৃত-দেহ দেখ্‌লাম না কেন ? ইন্দ্রনীলের রক্ত দিয়ে আমি তোমার স্মৃতির পূজা কর্‌তাম। মনে অহঙ্কার থাকৃতো, আমার পিতা প্রাণ দিয়েছেন, তবু মান দেন নি।

শালিবাহন। স্থির হও কন্যা ! আর তোমাকে কে রক্ষা করেছে, জান ? ঐ বাঙ্গালীরা।

কুবেণী। কেন ? কে তাদের বলেছে আমায় রক্ষা কর্‌তে ?

শালিবাহন। আমি।

কুবেণী ! বাবা ! বাবা ! করেছ কি ? কোথাকার কে বিজয়সিংহ, তার কাছে আমার মাথাটা নুইয়ে দিলে ? কেন—কেন ? কি কর্‌তো আমার ইন্দ্রনীল ? এ অপমানের চেয়ে সে-দণ্ড যে সহস্রগুণে ভাল ছিল।

শালিবাহন। অবুঝ হ'য়ো না কন্যা ! তুমি তাদের দেখ নি, তা হ'লে বুঝ্‌তে কি মহান্ তারা। মহতের অনুগ্রহ অঞ্জলি পেতে নিতে কোন দোষ নেই মা ! শৌর্য্যে, বীর্য্যে, মহত্ত্বে তারা এত বড় যে, যদি আজ এরা লঙ্কার সিংহাসনও অধিকার করে, আমি তাতে একটুও দুঃখিত হবো না।

কুবেণী বাবা। না—বাঁচা আমাদের হবে না। এ পরানুগৃহীত জীবনে আমাদের কাজ নেই। বাঁচ্‌তে যদি হয়, সবার মাথার উপরে পা তুলে দিয়ে দাঁড়াবো ; তা যখন হবার নয়, চল—মৃত্যুই আমাদের একমাত্র গতি।

শালিবাহন। মৃত্যু ? সে তো হাতের মুঠোর মধ্যে। এখনও ইন্দ্র-নীলের উপর প্রতিশোধ নেওয়া হয় নি, এখনও সে সদর্পে সিংহাসনে ব'সে আমাদের বিরুদ্ধে বিষ উদ্গারণ কর্‌ছে। দুটো দিন অপেক্ষা

কর্; আর কিছু না পারি, অন্ততঃ লঙ্কার প্রাসাদটা আমি সমভূমি ক'রে ফেল্‌বো।

কুবেণী। না বাবা! পার্‌বে না। লঙ্কার সবাই আজ কুকুরের মত ইন্দ্রনীলের পদলেহন কর্‌ছে—তোমার বিরুদ্ধে ছুরি শানাচ্ছে! শোন নি বাবা, ইন্দ্রনীল ঘোষণা করেছে, তোমার ছিন্নশিরের মূল্য লক্ষ সুবর্ণ-মুদ্রা? তারই লোভে তোমার প্রজারা তোমায় অন্বেষণ কর্‌ছে।

শালিবাহন। এত নীচ, এত কৃতঘ্ন এই দেশটা? কুবেণী! আমি এই দেশটাকে পরের হাতে বিলিয়ে দেবো; তারা রোজ দু'বেলা এদের পিঠে চাবুক মার্‌বে—গায়ের চামড়া খুলে নিয়ে রণভেরী তৈরী কর্‌বে, সেই এদের উপযুক্ত শাস্তি।

বিজয়সিংহের প্রবেশ।

বিজয়। মহারাজ শালিবাহন! আপনার কন্যা মুক্ত।

শালিবাহন। বাঙ্গালী! তোমায় অসংখ্য ধন্যবাদ! তোমাদের অনুগ্রহে আমি আমার কন্যাকে ফিরে পেয়েছি, কিন্তু—

বিজয়। কি মহারাজ?

শালিবাহন। এই অপমানাহত পরানুগৃহীত জীবন নিয়ে আর আমরা বেঁচে থাকৃতে চাই না বাঙ্গালী! এই লঙ্কারাজ্য একদিন আমার ছিল; আজ আমারই রাজ্যের এক নিভৃত অরণ্যে নিজেকে আত্মগোপন করেছি। এত বড় একটা অন্যায়, তার প্রতিকারের কোন উপায় নাই। এই কি জীবন? এমন ঘৃণিত জীবনের চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।

বিজয়। মৃত্যু? মহারাজ! মৃত্যুর চেয়ে কঠিন কিছু নেই, আবার এমন সহজও কিছু নেই। যম তো হাতের মুঠোর মধ্যে; নিমন্ত্রণ পেলে যে কোন মুহূর্ত্তে এসে আলিঙ্গন করবে। এক‌ফোঁটা বিষ, একটা অস্ত্রা-

যাতের অপেক্ষা, তার জন্য অনন্ত ভবিষ্যৎ প'ড়ে আছে। বিপদ সম্মুখে দেখে মৃত্যু দিয়ে যে তাকে এড়িয়ে যেতে চায়, সে তো কাপুরুষ। রণে মৃত্যু গৌরবের, কিন্তু অকারণে মৃত্যু কাপুরুষতার নামান্তর। এমন গৌরবের জীবন, এমন সুজলা সুফলা ধরণী, একে অকারণে ত্যাগ করতে মানুষ পারে?

শালিবাহন। এত দুঃখও কি মানুষ সইতে পারে?

বিজয়। পারে, যারা বীর। শত দুঃখের উপর পা তুলে দিয়ে বেঁচে থাকাই মনুষ্যত্ব। আপনি রাজা শালিবাহন, এমন অখ্যাত মৃত্যু আপনার হ'তে পারে না। এ সঙ্কল্প ত্যাগ করুন মহারাজ! এই সুন্দর পৃথিবী আলো-বাতাসে ভরা। মরি-মরি! একটা জীবনে এর কতটুকু ভোগ করা যায়! না মহারাজ! আপনাকে আমি মরতে দেবো না।

শালিবাহন। না কুমার, তুমি বুঝ্‌তে পারছো না; এই অপমান, এই লাঞ্ছনা, এর প্রতিকারের কোন উপায় নেই।

বিজয়। কেন নেই? মহারাজ! আপনি আমার শক্তির পরিচয় পেয়েছেন; যদি আপনি চান, লঙ্কার সিংহাসনে আবার আমি আপনাকে বসাতে পারি।

শালিবাহন। পার? পার? আমাকে নয়, আমার মেয়েকে একটী-বার সিংহাসনে বসাতে পার? আমি দেখ্‌তে চাই কুবেণীর হাতে ইন্দ্রনীলের বিচার।

বিজয়। তাই হবে মহারাজ! আপনার কন্যাকে আমি সিংহাসনে বসাবো।

শালিবাহন। কিন্তু তুমি পর, তুমি কেন আমাদের জন্য নিজের জীবন বিপন্ন করবে?

বিজয়। আমি চিরদিনই পরের জন্য নিজের জীবন বিলিয়ে দিই

মহারাজ! আমার জীবনের এক কণাও আমি নিজের জন্য রাখি নি; পরের জন্য নিজেকে বিপন্ন করাই আমার আনন্দ। আপনার বল্‌তে আমার আর কেউ নাই। পিতা আমায় ত্যাগ করেছেন, তাই এই বিশ্বের যেখানে যত বিপন্ন, অনাথ, আতুর, নিরাশ্রয় আছে, তারাই আমার আপনার জন। আপনি আজ নিরাশ্রয়—অসহায়; মনে করুন, আমি আপনার পুত্র।

শালিবাহন। [ বিজয়সিংহকে আলিঙ্গন করিয়া ] তুমি রাজা হও—রাজরাজেশ্বর হও। আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি, তোমার নাম জগতে অমর হবে; তোমায় জাতির ইতিহাসে তোমার পরিচয় অনন্তকাল জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা থাক্‌বে। দেখ্‌ বেটি—দেখ্‌, এই বাঙ্গালী—এরই নাম বিজয়সিংহ।

[ প্রস্থান।

কুবেণী। বিজয়সিংহ। তুমি বিজয়সিংহ?

বিজয়। হাঁ।

কুবেণী। বাঙ্গালী?

বিজয়। হাঁ রাজকুমারী!

কুবেণী। কেন এসেছ তুমি লঙ্কায়?

বিজয়। নিমন্ত্রণ পেয়ে।

কুবেণী। নিমন্ত্রিত অতিথির এই কি লক্ষণ?

বিজয়। তার অর্থ?

কুবেণী। অর্থ? কেন তুমি আমার মহামানী পিতাকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা ক'রে অপমানিত করেছ? কেন তুমি আমাকে রক্ষা কর্‌তে তোমার গর্ব্বিত বাহু প্রসারিত করেছ? কে তোমাকে এ অধিকার দিয়েছে?

বিজয়। আমার বিবেক। আমরা বাঙ্গালী, আমাদের পিতারা আমাদের বাহুতে বজ্রের কাঠিন্য মিশিয়ে দেয়। মায়েরা প্রাণের মধ্যে কুসুমের কোমলতা মাখিয়ে দেয়। পরের জন্য আমাদের প্রাণ কাঁদে, পরের বিপদে আমাদের বাহু নিস্তেজ হ'য়ে থাকৃতে জানে না।

কুবেণী। শুধু এই জন্য ? না—তা নয়। তুমি চাও আমাদের সহায়তায় লঙ্কার সিংহাসন অধিকার ক'রে নিজেই তাতে চেপে বস্তে।

বিজয়। আমি তো বলেছি, তোমাকে সিংহাসনে বসাবো।

কুবেণী। সে তোমার ছলনা।

বিজয়। অনার্য্য-নারী ! ছলনার সৃষ্টি তোমাদের জন্য, আমাদের জন্য নয়। বিজয়সিংহ জয় কর্তে জানে, ভোগ কর্তে জানে না। আমি যা বলেছি, অক্ষরে অক্ষরে পালন কর্বো। পৃথিবীর সিংহাসনের বিনিময়ে বিজয়সিংহের মুখের কথা নড়ে না। তুমি কৃতঘ্ন, তাই আমার এই নিঃস্বার্থ উপকারের মধ্যে স্বার্থের গন্ধ পাচ্ছ ; কিন্তু তোমার নিন্দা-কুৎসায় আমার কিছু যায় আসে না। আমি সিংহাসনটা তোমাকে জয় ক'রে দেবো ; ইচ্ছা হয় তুমি নিও, না হয় ছুঁড়ে ফেলে দিও।

কুবেণী। তার আগেই যদি আমি মরি ?

বিজয়। মর্বে ? কেন ?

কুবেণী। তোমার অনুগ্রহ নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মরাই ভাল।

বিজয়। কেন ? আমি বাঙ্গালী ব'লে ? নারী ! বাঙ্গালী কি এতই হেয় ? তারা তোমাদেরই মত সদর্পে পৃথিবীর উপর বিচরণ করে, তোমাদেরই মত সুখে হাসে, দুঃখে কাঁদে ; জ্ঞান-বুদ্ধিতে তারা তোমাদের চেয়ে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। তবু আমার অনুগ্রহে এত লজ্জা ?

কুবেণী। হাঁ, তুমি যাও ; আমি মর্বো।

বিজয়। নারী ! আমি যে প্রাণ রক্ষা করেছি, তাকে ডালি দেওয়ার

অধিকার তোমার নেই। আমার অনুচরেরা তোমার উপর খরদৃষ্টি রাখ্‌বে। এই বনের বাইরে তুমি আমার বিনানুমতিতে এক পাও যেতে পার্‌বে না—এই আমার আদেশ।

কুবেণী। আদেশ? বাঙ্গালীর আদেশ আমি মানি না। [স্বগত] কিন্তু কি সুন্দর! একটা বাঙ্গালীর দেহে এত রূপ! এ যে আমার রূপকেও ম্লান ক'রে দেয়। ভগবান্! ভগবান্! এমন সুন্দর যুবককে কেন তুমি বাঙ্গালী ক'রে সৃষ্টি করেছ? এ কি হ'লো? আমার প্রাণের মধ্যে এমন ঝড় বইছে কেন? বিজয়সিংহ—নামটাও বড় সুন্দর! কিন্তু বাঙ্গালী; না—না, আমি ওকে সর্ব্বান্তঃকরণে ঘৃণা করি।

গীতকণ্ঠে মলয়কুমারীগণের প্রবেশ।

মলয়কুমারীগণ।—

গীত।

আর নাচ্‌তে নেমে ঘোমটা কেন, মনকে এ যে আঁখিঠারা।
মুখে তোমার ব্যঙ্গ হাসি, নাম্‌ছে চোখে অশ্রুধারা॥
আগল ভেঙ্গে পাগল হাতী মত্ত নেশায় ছুটলো,
ঘূর্ণিবায়ু সময় পেয়ে সাথে এসে জুটলো,
মধুবনের কুঞ্জ থেকে, গোপন সুরে থেকে থেকে,
পাগল হাতীর পিছে পিছে মদন রতি দিচ্ছে তাড়া॥

[প্রস্থান।

কুবেণী। [স্বগত] একি দাহ! একি জ্বালা! ভগবান্! ভগবান্! এ কি কর্‌লে? আমার গর্ব্বের প্রাসাদ ধূলিসাৎ ক'রো না। বিজয়-সিংহ! কেন তুমি বাঙ্গালী হ'লে? তাই তো, কি করি? এত রূপ, এ কি পায়ে ঠেলা যায়? না, তোমাকে আমি অনুগ্রহ কর্‌বো—তোমাকে আমার পদতলে স্থান দেবো। [প্রকাশ্যে] বিজয়সিংহ!

বিজয়। কি রাজকুমারী ?

কুবেণী। না—কিছু না ; আমি যাই।

[ প্রস্থান।

লম্বকর্ণের প্রবেশ।

লম্বকর্ণ। তুমি বিজয়সিংহ ? আঃ—বাঁচলাম। এই নাও বাবা, লঙ্কার রাজা তোমার জন্য এই দুটো জিনিষ পাঠিয়ে দিয়েছেন ; এর যে কোন একটা তুমি বেছে নাও। [ বিজয়ের সম্মুখে তরবারি ও শৃঙ্খল নিক্ষেপ করিল। ] ওঃ—যা ঘুম পাচ্ছে, একটু বিশ্রাম করি। [ বসিয়া হাই তুলিতে লাগিল। ]

বিজয়। তরবারি আর শৃঙ্খল !

বন্দী অজয়সিংহের প্রবেশ।

অজয়। যুবরাজ ! যুবরাজ !

বিজয়। কি অজয়সিংহ ?

অজয়। যুবরাজ ! অপরাধের ক্ষমা আমি চাই না। শুধু একটি দিনের জন্য আমার বন্ধন খুলে দাও, আর একখানা তরবারি ভিক্ষা দাও ! রাজপুরুষেরা ভারতীকে ধ'রে নিয়ে গেছে।

বিজয়। ভারতীকে ধ'রে নিয়ে গেছে ? বাংলার নারী লঙ্কার কারাগারে বন্দিনী ?

অজয়। আমাকেও ধ'রে নিয়ে যাচ্ছিল, আমি তোমায় সংবাদ দিতে পালিয়ে এসেছি।

লম্বকর্ণ। [ এতক্ষণ বসিয়া বসিয়া হাই তুলিতেছিল, এইবার শুইয়া পড়িল। ]

বিজয়। মুক্ত তুমি অজয়সিংহ। ভারতীকে উদ্ধার ক'রে পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর—বাংলা দেশকে দুরপনেয় কলঙ্কের হাত থেকে রক্ষা কর। যাও—তীরবেগে ছোট, পথে যদি সাক্ষাৎ পাও, রাজপুরুষদের হত্যা ক'রে তাকে নিয়ে আস্‌বে। যদি না পাও, রাজসভার গিয়ে বুক ফুলিয়ে বল্‌বে—রাজা! আর একজন ভারত-নারীর অপমান ক'রে প্রবল প্রতাপ লঙ্কেশ্বর একদিন সবংশে ধ্বংস হয়েছিল, সেকথা স্মরণ ক'রে ভারতীকে মুক্তি দাও; নইলে বাংলার দুরন্ত ছেলে তোমার সিংহাসন শুদ্ধ সাগরের জলে ছুঁড়ে ফেলে দেবে।

অজয়। একখানা তরবারি—

লম্বকর্ণ। [ নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতে লাগিল।]

বিজয়। হাঁ, এই যে—রাজা আমার জন্ত তরবারি আর শৃঙ্খল পাঠিয়েছে; আমি এই তরবারিই গ্রহণ কর্‌লাম। [ তরবারি লইয়া অজয়কে দিলেন ] আর এই শৃঙ্খল—অজয়সিংহ! এই শৃঙ্খল লঙ্কেশ্বরকে ফিরিয়ে দিয়ে বল্‌বে—বিজয়সিংহ মৃত্যু চেনে, শৃঙ্খল চেনে না।

অজয়। যুবরাজের জয় হোক্!

[ প্রস্থান।

বিজয়। ভেবেছিলাম পালিয়ে যাবো—পরের স্বার্থের দ্বন্দ্বে নিজেকে জড়িয়ে ফেল্‌বো না। না, তা আর হ'লো না। এরা আমার পথে কাঁটা ছড়িয়ে দিয়েছে। আবার যুদ্ধ—আবার যুদ্ধ!

শীলভদ্রের প্রবেশ।

শীলভদ্র। যুবরাজ। রাজপুরুষেরা আমাদের জাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছে।

বিজয়। তারপর?

শীলভদ্র। রাজা আমাদের বন্দী করতে চারিদিকে চর পাঠিয়েছে।

বিজয়। উত্তম। শীলভদ্র! তুমি না লুণ্ঠনের আদেশ চেয়েছিলে? বেশ, আমি আদেশ দিলাম। যে যে দিকে পার, লুণ্ঠন কর। কিন্তু সাবধান—বিনা রক্তপাতে। ইন্দ্রনীল! এইবার তোমায় আমায় মুখোমুখি পরিচয় হবে। [ প্রস্থান।

শীলভদ্র। লুট—লুট—লুট! ওরে, কে কোথায় আছিস্, ছুটে আয়—লঙ্কা আজ চ'ষে ফেলবো।

লম্বকর্ণ। [ নাসিকাধ্বনি ]

শীলভদ্র। কে নাক ডাকচ্ছো বাবা? আরে, একটা দাড়ী শুয়ে রয়েছে। [ দাড়ীর অগ্রভাগ তুলিয়া ধরিল ]

লম্বকর্ণ। [ ঘুম ভাঙ্গিয়া ] হুঁ—হুঁ—হুঁ—কে বাবা?

শীলভদ্র। এঁ্যা—মানুষ?

লম্বকর্ণ। তবে কি জানোয়ার? নচ্ছার বেটা! আমি রাজপুরুষ, তা জানো?

শীলভদ্র। রাজপুরুষ? আমি বলি রাজ মেয়েমানুষ। তা প্রভুর এখানে আগমন কেন?

লম্বকর্ণ। [ স্বগত ] বেটা ভড়্‌কে গেছে। [ প্রকাশ্যে ] এখানে আগমন তোমাদের বিজয়সিংহের কান ধ'রে রাজসভায় নিয়ে যেতে।

শীলভদ্র। বটে! আচ্ছা, এস তবে—[ খপ্‌ করিয়া দাড়ী ধরিল। ]

লম্বকর্ণ। উঁ-হুঁ-হুঁ! [ ধৃত শ্মশ্রু ছাড়াইবার চেষ্টা ] ছাড়্ না শূয়ার! আমি তোকে—

শীলভদ্র। এস না! দাড়ী আর চুল কামিয়ে একটু ঘোল ঢেলে দিই, বেশ মানাবে এখন, এস না—

[ লম্বকর্ণের দাড়ী ধরিয়া টানিতে টানিতে প্রস্থান।

---

## পঞ্চম দৃশ্য।

লম্বকর্ণের বাটীর সম্মুখস্থ পথ।

নাগরিকগণের প্রবেশ।

১ম নাগরিক। ব্যাপারখানা কি, বল্ তো? অমন কিপ্‌টে ঠাকুর, হঠাৎ এমন দান-ছত্তর খুলে দিলে! লোকটা গেল কোথা?

২য় নাগরিক। ওই যে বল্লুম, বিবাগী হ'য়ে চ'লে গেছে; যাবার সময় ছেলেকে বলেছে, সর্ব্বস্ব বিলিয়ে দিতে।

১ম নাগরিক। বটে! তা ছেলেটাকেও তো ভাল বল্‌তে হবে।

২য় নাগরিক। ভাল না ছাই! বলি বাপেরই না হয় মাথা খারাপ হয়েছে, তুই বেটা ভোগের কড়ি উড়িয়ে দিলি কি ব'লে? যাক্, আমাদের পেলেই হ'লো।

১ম নাগরিক। তা বই কি! কুড়িয়ে পাওয়ার ষোল আনাই লাভ। চল্—চল্, বিলম্বে বিপদ ঘট্‌তে পারে।

সকলে। জয় লম্বকর্ণ ঠাকুরের জয়।

লম্বকর্ণের প্রবেশ।

লম্বকর্ণ। এত জয়ধ্বনি দিচ্ছো কে বাবা? একি? আরে তোমরা এত সব ভারে ভারে কি নিয়ে যাচ্ছো? কার বাড়ী দানছত্র বাবা? ওহে, শুন্‌ছো? বলি এ সব মাল-পত্র আন্‌ছো কোত্থেকে?

১ম নাগরিক। লম্বকর্ণের বাড়ী থেকে।

লম্বকর্ণ। আমার বাড়ী থেকে? কেন, উৎসবটা কি?

১ম নাগরিক। দান-ছত্তর—দান-ছত্তর। যাও না। ধন-রত্ন, হাতী-ঘোড়া, সোনা-দানা, গামছা-গাড়ু. যে যা চাইছে, তাকেই তাই দিচ্ছে।

লম্বকর্ণ। ম'রে যাই আর কি। সে তোমাদের সাত পুরুষের কুটুম কি না, তাই তোমাদের ধন-রত্ন বিলিয়ে দিচ্ছে। ন্যাকামি পেয়েছ? বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা! ডাকাত! জোচ্চোর বেটারা! খুন করবো—একধার ইস্তক কচুকাটা করবো! এ—রামদীন। এ ভেট্‌কিলোচন এ ফাঁড়িদার বাবা।

১ম নাগরিক। তুমি লোকটা কে হে?

২য় নাগরিক। পাগল—পাগল।

লম্বকর্ণ। পাগল! ভেড়ের ভেড়ে বলে কি? আমি লম্বকর্ণ।

১ম নাগরিক। কেন মার খাবে বাপধন। তোমার সাত পুরুষে কেউ লম্বকর্ণ ছিল না।

লম্বকর্ণ। আমি লম্বকর্ণ নই? তবে আমি কে?

১ম নাগরিক। তুমি ঘেঁচিরাম পাঁড়ে।

লম্বকর্ণ। কি? দিন দুপুরে আমার বাড়ী ডাকাতি করছিস, আর আমার নাম ঘেঁচিরাম পাঁড়ে? ওরে, আমি কি করবো রে! গলায় ছুরি দেবো না বিষ খাবো? ওরে বাবা, এ যে দলে দলে ধন-রত্ন নিয়ে বেরুচ্ছে! ও মীনাক্ষী! ওরে ব্যাটা ভেট্‌কিলোচন! খুন করবো—সব খুন করবো। রাখ্‌, ব্যাটারা! রাখ্‌, বলছি! [ সকলের বোচ্‌কা লইয়া টানাটানি করিতে লাগিল। ] জোচ্চোর—পাজী—ডাকাত সব।

সকলে। কি, জোচ্চোর আমরা? মার্‌ ব্যাটা জালিয়াৎকে।

[ লম্বকর্ণকে প্রহার করিয়া প্রস্থান।

লম্বকর্ণ। গেছি বাবা! মায়ের চোটে বিতিকিচ্ছিরি কাণ্ড ক'রে ফেলেছি। গেল—গেল, সব গেল রে!

মীনাক্ষীর প্রবেশ।

মীনাক্ষী। ওগো, তোমরা কে কোথায় আছ, দেখে যাও গো! মিন্‌সে পাগল হ'য়ে সর্ব্বস্ব লুটিয়ে দিলে। হায়—হায়, আমায় উপায় কি হবে গো?

লম্বকর্ণ। সব গেছে না কি? ও গিন্নি! গিন্নি!—

মীনাক্ষী। কে তোর গিন্নি রে ড্যাক্‌রা? ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দেবো জানিস্?

লম্বকর্ণ। মাগী বলে কি! এঁ্যা—কি ভূতুরে কাণ্ড এ সব! পিষে ছাতু ক'রে ফেল্‌বো। চৈতন! চৈতন!

চৈতনের প্রবেশ।

চৈতন। কে বাবা চৈতনের নাম কর্‌ছো? কে হে তুমি?

লম্বকর্ণ। এঁ্যা! পৃথিবীটা উল্টে গেল নাকি? ও বাবা চৈতন! তুমি কি আমায় চিন্‌তে পাচ্ছো না? নিজের ছেলে হ'য়ে—

চৈতন। চোপরাও! বাবাগিরি কর্‌বার আর জায়গা পাও নি? স'রে পড়—স'রে পড়! তুই বেটী হাঁ ক'রে কি দেখ্‌ছিস?

মীনাক্ষী। ওরে, আমি কার মাথা খাবো রে? হতভাগা ছোঁড়া সর্ব্বস্ব বিলিয়ে দিলে গা!

লম্বকর্ণ। এঁ্যা—

চৈতন। আরে বেটী, আমি কি বিলিয়ে দিলুম? বাবা হঠাৎ বিবাগী হ'য়ে চ'লে গেল। আমাকে ব'লে গেল, ও পাপের কড়ি সব বিলিয়ে দে, নইলে আমার সাধনায় সিদ্ধি হবে না; তাই তো দান-ছত্তর খুলে দিলুম।

লম্বকর্ণ। এ্যাঁ এতদূর গড়িয়েছে ? হতভাগা শূয়ার ! কে তোকে—

চৈতন। চোপরাও !

লম্বকর্ণ। ও গিন্নি !

চৈতন। খবরদার বল্‌ছি।

মীনাক্ষী। দিয়ে দে ঘা কতক, কোথাকার অযাত্রা ! রাম—রাম।
[ প্রস্থানোদ্যতা ]

চৈতন। ওমা—মা !

মীনাক্ষী। [ ভেংচাইয়া ] ওমা—মা। হতভাগা রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে ম্যা—ম্যা কর্‌ছে, মার্‌বো মুড়ো ঝাঁটা—নচ্ছার কোথাকার
[ প্রস্থান।

চৈতন। হুঁ, এখনও বিষদাঁত ভাঙ্গে নি, আচ্ছা ! [ লম্বকর্ণের প্রতি ] তুমি কে হে ?

লম্বকর্ণ। আমি তোমার বাবা হে !

চৈতন। কি রকম ?

লম্বকর্ণ। বাবার আবার রকম কিরে ব্যাটা ? বাবা—বাবা।

চৈতন। উঁহুঁ—কৈ, তোমার গায়ে তো বাবাটে গন্ধ পাচ্ছি না।

লম্বকর্ণ। বাবাটে গন্ধ আবার কি রে নচ্ছার ?

চৈতন। আমার বাবার ইয়া লম্বা দাড়ী—

লম্বকর্ণ। হায়—হায় রে, সে দুঃখের কথা কি আর বল্‌বো, বাঙ্গালী ব্যাটারা—

চৈতন। চোপরাও ! বাবাগিরি কর্‌তে এসেছ ?

লম্বকর্ণ। হ্যাঁ বাবা চৈতন ! সত্যিই কি তুই চিন্‌তে পাচ্ছিস্ না ? আমি তোর বাবা লম্বকর্ণ।

চৈতন। কখ্‌খনো না, তুমি ঘেঁচিরাম পাঁড়ে।

লম্বকর্ণ। মেরে পিঠ ফাটিয়ে দেবো শূয়ার! আমি লছমন মিশিরের ছেলে ঘেঁচিরাম পাঁড়ে? সব বুজরুকি। আমায় ঠকিয়ে আমার সম্পত্তি ওড়াবে ব্যাটা? তোকে আমি শূলে চড়াবো। [প্রস্থান।

চৈতন। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া ঘোড়ার ডিম কর্‌বে। যাক্—ধন-দৌলত তো সব ফুঁকে দিলুম, তবু বেটার বিষ-দাঁত ভাঙ্গলো না। আচ্ছা, এবার বাড়ীটা পুড়িয়ে ছাই করা যায় কি না দেখি। [প্রস্থানোদ্যত]

ভারতীর প্রবেশ।

ভারতী। তুমি লঙ্কাবাসী?

চৈতন। এঁ্যা! [বিস্ময়ে মুখব্যাদান করিল।]

ভারতী। একটু আশ্রয় দিতে পার?

চৈতন। এঁ্যা—[অধিকতর মুখব্যাদান করিল।]

ভারতী। আমি বড় বিপন্না।

চৈতন। এঁ্যা—[অধিকতম মুখব্যাদান করিল।]

ভারতী। না—এখানেও আশা নেই। [প্রস্থানোদ্যত]

চৈতন। [সম্মুখে গিয়া] তুমি—আপনি—ইয়ে, মানে কি বল্‌ছো?

ভারতী। না—কিছু না।

চৈতন। বল না, কি যেন ইয়ে বল্‌ছিলে? তুমি কোথা থেকে আস্‌ছো? কি নাম তোমার? এদিকে ইয়ে কোথায় চলেছ?

ভারতী। ব'লে লাভ? একটা নারীকে আশ্রয় দিতে কেউ সাহস কর্‌লে না এই লঙ্কায়। তুমি বালক—তুমি আর কি কর্‌তে পার?

চৈতন। তুমি ইয়ে আমাদের বাড়ী যাবে? চল না!

ভারতী। কিন্তু আমি কে, জান? বাঙ্গালী। আমাকে আশ্রয় দিলে রাজপুরুষেরা তোমাদের ঘর বাড়ী পুড়িয়ে দেবেন

চৈত্তন। তাই না কি? তবে তো ঠিক হয়েছে। এস না!

ভারতী। তোমাদের রাজা যদি ক্রুদ্ধ হন?

চৈত্তন। ঘরের ভাত বেশী ক'রে খাবেন।

ভারতী। সত্যি আশ্রয় পাবো?

চৈত্তন। যতক্ষণ আশ্রয় আছে—পাবে; তার পর কি হবে, জানি না।

ভারতী। কিন্তু তুমি কেন একটা বাঙ্গালী নারীর জন্য বিপদকে ডেকে আন্‌বে বালক?

চৈত্তন। কি জান—তোমাকে দেখে ইয়ে আমার বড় ভাল লাগ্‌ছে।

ভারতী। বেশ—চল।

[ উভয়ের প্রস্থান।

লম্বকর্ণের প্রবেশ।

লম্বকর্ণ। ওরে আমার কি হ'লো রে! [ক্রন্দন] আমার রক্ত জল করা কড়ি, ঘড়া ঘড়া মোহর, সিন্দুকভর্ত্তি টাকা, তার উপর দাড়ী—হায়! হায়! সব গেছে—আমার সব গেছে!

কাঁড়িদারের প্রবেশ।

কাঁড়িদার। এ ঠাকুর! তোমার বাড়ীতে একটা বাঙ্গালী মেয়ে ঢুকেছে?

লম্বকর্ণ। কথ্‌খনো না।

কাঁড়িদার। আলবৎ ঢুকেছে। বার কর—বার কর জল্‌দি!

লম্বকর্ণ। আমি কে বল দেখি?

কাঁড়িদার। তুমি লম্বকর্ণ ঠাকুর!

লম্বকর্ণ। কভি নেহি, আমার নাম ঘেঁচিরাম পাঁড়ে।

ফাঁড়িদার। মিথ্যা কথা।

লম্বকর্ণ। তা হ'লে আমি কোন্ দিকে যাই বাবা! এগুলেও নির্ব্বংশের ব্যাটা, পেছুলেও নির্ব্বংশের ব্যাটা।

ফাঁড়িদার। কি ঠাকুর! কি বল্‌ছো? মেয়েটাকে বের কর্‌বে, না তোমায় বেঁধে রাজার কাছে নিয়ে যাবো?

লম্বকর্ণ। বাঁধ; যা বল্‌তে হয় রাজাকেই বল্‌বো—দেখি কোথাকার জল কোথায় মরে।

[ লম্বকর্ণকে লইয়া ফাঁড়িদারের প্রস্থান।

---

ষষ্ঠ দৃশ্য।

ত্রিবেণীর কক্ষ।

ত্রিবেণীর প্রবেশ।

ত্রিবেণী। এই তো জীবনের শেষ! আর তো কিছুই দেখ্‌তে পাবো না। ভগবান্! শিবের মত স্বামী দিয়েছিলে, অদৃষ্টে সইলো না। এমন দুর্ভাগ্য কার? কার অভিশাপে আমার সাজানো ঘরে আগুন ধরিয়ে দিলে ঈশ্বর?

মেঘার প্রবেশ।

মেঘা। মা!

ত্রিবেণী। উঃ—কি দুর্য্যোগ। বাইরে ঝটিকার এ কি তাণ্ডব নৃত্য। পৃথিবী টলছে! আজ কি সৃষ্টির মহাপ্রলয়?

মেঘা। তা যদি হ'তো—একটা মহাপ্রলয় যদি লঙ্কারাজ্যটাকে ছারখার ক'রে দিতো—[ ক্রন্দন ]

ত্রিবেণী। কি রে মেঘা, কাঁদছিস? কেন বাবা? আসা যাওয়াই যে সংসারের রীতি। পুরাতনের সিংহাসনে নূতন এসে চেপে বসেছে! বার্দ্ধক্যের জীর্ণ-অস্থি জ্বালিয়ে যৌবন হোম কর্‌ছে। আমি বিধাতার একটা অভিশপ্ত সৃষ্টি, কুগ্রহের মত তোদের মাঝে এসেছিলাম, আজ তোদের সকল অমঙ্গল আঁচলে বেঁধে নিয়ে চ'লে যাচ্ছি। কারও উপর আমার অভিমান নেই মেঘা। আমি কায়মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর্‌ছি—তোদের মঙ্গল হোক্।

মেঘা। না মা। আশীর্ব্বাদ ক'রে যাও—আমাদের ধ্বংস হোক্।

ত্রিবেণী। মেঘা।

মেঘা। তুমি আমাদের রাজলক্ষ্মী মা। নিজের মুখের গ্রাস আমাদের মুখে তুলে ধরেছ, ভৃত্য ব'লে ঘৃণা কর নি—ছোট জাত ব'লে পায়ে ঠেল নি; সেই তুমি আজ বিনা দোষে মর্‌তে চলেছ, আর আমরা তোমার অভাগা ছেলে, দেহে শক্তি থাক্‌তেও তোমায় রক্ষা কর্‌তে পার্‌ছি না। এ দুঃখ বুকের মধ্যে রাবণের চিতার মত সারা জীবন জ্বল্‌বে যে মা! নিষ্ঠুর রাজার আদেশে—

ত্রিবেণী। কাকে নিষ্ঠুর বল্‌ছিস মেঘা? না—না, তোদের রাজা নিষ্ঠুর নয়, কুসুমের মত কোমল! সে বুকে যে কতখানি জ্বালা, সে যে আমি ছাড়া কেউ জানে না! দেখ্‌তে পাচ্ছিস্ না অন্ধ! দাবানলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সে দেবতার বিগ্রহ তিলে তিলে দগ্ধ হ'চ্ছে? চারিদিকে জ্বালা—অফুরন্ত জ্বালা! পশ্চাতে তার মর্ম্মস্পর্শী অতীত,

পায়ের তলায় নিষ্ঠুর বর্ত্তমান, আর সম্মুখে একটা ভয়াল ভবিষ্যৎ। যন্ত্রণায় অস্থির হ'য়ে আমার কাছে ছুটে এলো, আমিও দিলাম বিষের পাত্র। এমন ভাগ্যহীন আর দেখেছিস মেঘা?

মেঘা। দেখি নাই—শুনেছি, অযোধ্যার রাজা রাম। বিনা দোষে এমন পত্নীকে যে ত্যাগ করে, তার মত ভাগ্যহীন আর কেউ নাই।

ত্রিবেণী। মেঘা।

মেঘা। কেন মা জন্মেছিলি তুই পৃথিবীতে? কেন এসেছিলি এই রাক্ষসের দেশে? এত সরল, এমন কোমল তুমি কেন হ'লে মা? নিষ্ঠুর জগৎ তোমার বুকের উপর দিয়ে রথের চাকা চালিয়ে দেবে, তোমার ভাঙ্গা পাঁজর থেকে একটা নিঃশ্বাসও উঠ্‌বে না? নির্ম্মম মানুষের জাত তোমার মাথায় পাহাড় ছুড়ে মারবে, তবু তুমি বল্‌বে তাদের মঙ্গল হোক্?

ত্রিবেণী। হাঁ, তবু আমি বল্‌বো—তাদের মঙ্গল হোক্।

মেঘা। মা! তুমি কি?

ত্রিবেণী। আমি মহারাজ ইন্দ্রনীলের স্ত্রী।

মেঘা। না, তুমি নর-রাক্ষস শালিবাহনের কন্যা, নইলে এমন নিষ্ঠুর হ'তে পার্‌তে না।

ত্রিবেণী। মেঘা। রাত্রি যে শেষ হয়, আর তো অপেক্ষা কর্‌তে পার্‌ছি না। প্রভাতের আলোকে লঙ্কার সহস্র তরবারি আমার রক্ষার জন্য ঝল্‌সে উঠ্‌বে। রাজার আদেশ অমান্য করবে; হয় তো তারা ক্ষিপ্ত শার্দ্দূলের মত মহারাজকে আক্রমণ করবে। আয় বাবা—আয়!

মেঘা। আমি পার্‌বো না; দোহাই মা তোমার। এ নিষ্ঠুর আদেশ আমায় দিও না। মর্‌তে যদি হয়, সাগরে জল আছে—আগুনের দাহিকা-শক্তি আছে, বিষে মৃত্যুর বীজ আছে, না হয় এই খড়্গ নাও—নিজেকে

মাথা নিজে কাট, সেই মাথাটা আমি রাজাকে উপহার দিয়ে বলি—তোমার অত্যাচারে আমার মা জীবন দিয়েছে।

ত্রিবেণী। আত্মহত্যা মহাপাপ।

মেঘা। মাতৃহত্যা তার চেয়েও পাপ।

ত্রিবেণী। মায়ের আদেশে মাতৃহত্যা পাপ নয়। যদিও হয়, সে পাপ আমি রক্ত দিয়ে ধুয়ে দিয়ে যাবো। আয় বাবা—আয়।

মেঘা। মা! আমি তোমায় অভিশাপ দেবো, যেন পরজন্মে তুমি মায়ের ছেলে হ'য়ে জন্মাও, আর এমনি ক'রে তোমাকে যেন মায়ের শিরশ্ছেদ কর্‌তে হয়।

ত্রিবেণী। আমি কিন্তু এই কামনা নিয়ে মর্‌ছি মেঘা! এ জন্মে আমি তোর "মা" সম্বোধন নিয়ে গেলাম, পরজন্মে আমি যেন তোর মেয়ে হ'য়ে জন্মাই।

মেঘা। আর বলিস্‌ নি রাক্ষসী! বুকটা ফেটে যাবে। আয়, দেখি নরকের দ্বার কত দূরে! জয় কালী! [ খড়্গ উত্তোলন ]

গোরার প্রবেশ।

গোরা। খবরদার! আমি এখনও বেঁচে আছি। [ খড়্গ ধারণ ]

মেঘা। কে—গোরা?

গোরা। হাঁ, আমি।

মেঘা। যা—চ'লে যা; আজ আর আমি ভাই নই—মায়ের ছেলে নই, আজ আমি রাজার আজ্ঞাবাহী। জল্লাদ।

গোরা। তুমি যদি জল্লাদ, আমি জল্লাদের যম।

মেঘা। [ দৃঢ়স্বরে ] গোরা!

গোরা। দাদা! লজ্জা করে না? কাকে কাট্‌তে এসেছিস্‌?

একদিন রাজা শালিবাহন রাজদ্রোহী ব'লে আমাদের মশানে বলি দিতে গিয়েছিল, সেই দিন এই মা-ই আমাদের বাঁচিয়েছিল। নইলে আজ কোথায় থাকৃতিস তুই, আর কোথায় থাকৃতুম আমি? ছাই চাকরীর খাতিরে সবই কি ডালি দিয়েছিস্? চ'লে আয়, চাই না আমাদের রাজভোগ। বনের ফল তো কেউ কেড়ে নেবে না? নদীর জল তো কেউ শুকিয়ে ফেল্‌বে না?

ত্রিবেণী। কি বল্‌ছিস অবোধ ছেলে?

গোরা। দোহাই মা! তুমি কথা ক'য়ো না, কথা টিক্‌বে না।

[illegible]

মেঘা। টলাতে পারবি না গোরা! এ আমারি রাজার আদেশ।

গোরা। মানি না ও আদেশ।

ত্রিবেণী। ছিঃ গোরা! অবুঝ হোস্‌নে। আমরা সবাই রাজার প্রজা, রাজার আদেশ আমাদের শিরোধার্য্য।

গোরা। রাজার আদেশ তো এটা নয় মা! এ আদেশ সেই রাক্ষুসে বামুনের। রাজা যখন হুকুম দিয়েছিল, তখন তার চোখ দুটো ছিল রাক্ষুসে বামুনের দিকে।

ত্রিবেণী। গোরা। সেই ব্রাহ্মণই আমার পিতা।

গোরা। তা যদি হ'তো, তা হ'লে আমি নিজের হাতে তোমার মাথা নিতুম।

মেঘা। মা! কি কর্‌বো আমি? আমার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে—আমি কিছু ধারণা কর্‌তে পাচ্ছি না। বল, কি কর্‌বো?

ত্রিবেণী। রাজার আদেশ পালন কর।

মেঘা। রাজার আদেশ—রাজার আদেশ! জয় কালী! [ খড়্গ উত্তোলন ]

গোরা। সাবধান জল্লাদ! [ বাধা দিল। ]

অগ্নিমিত্রের প্রবেশ।

অগ্নিমিত্র। সাবধান রাজদ্রোহী! রাজাদেশে বাধা দিও না।

পুরঞ্জয়ের প্রবেশ।

পুরঞ্জয়। সাবধান পিতা! নিজের নৃশংসতাকে রাজাদেশ ব'লে চালিও না।

ত্রিবেণী। বাঃ—সুন্দর! আমার জন্য ভাইয়ে ভাইয়ে বিরোধ, পিতা পুত্রে সংঘর্ষ! এমন অভিশপ্ত জীবন নিয়ে পৃথিবীতে বেঁচে থাক্‌তে বলিস্ গোরা? ছিঃ-ছিঃ, লজ্জায় আমার মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে হ'চ্ছে।

গোরা। বামুন। আমি তোর পায়ে ধর্‌ছি! দোহাই—একটু দয়া কর্।

অগ্নিমিত্র। দয়া আমার নেই। অশ্রু আমায় গলাতে পারে না, রক্ত-চক্ষু আমায় টলাতে পারে না। শালিবাহনের কন্যার জন্য সহস্র মিনতি আমার রুদ্ধদ্বার হ'তে ফিরে গেছে। কঠোর হ'লেও এ রাজাদেশ।

পুরঞ্জয়। না—না, এ মহানায়কের আদেশ।

মেঘা। তা যদি হয়, মহানায়কের আদেশ আমি পালন কর্‌বো না। [ খড়্গ নিক্ষেপ। ]

ত্রিবেণী। কারও আদেশ নয়, এ আমার অন্তরের আদেশ; এ আদেশ আমি নিজেই পালন কর্‌বো। আয় মেঘা! রক্ত নিবি আয়।

[ প্রস্থান।

মেঘা। আয় গোরা, আয়। মা যদি মরে, রাজা তাকে মুক্ত-

চন্দন দিয়ে মহা-উৎসবে সৎকার করবে, তা হ'তে দেবো না। আমি তার রক্ত এনে রাণীকে উপহার দেবো, আর তুই মৃতদেহটা সাগরের স্রোতে ভাসিয়ে দিবি আয়!

[ মেঘা ও গোরার প্রস্থান।

অগ্নিমিত্র। পুরঞ্জয়!

পুরঞ্জয়। আর কেন পিতা, চলুন রাজসভায়; আপনারই নিষ্ঠুরতায় লঙ্কা আজ লক্ষ্মীহীনা।

[ উভয়ের প্রস্থান।



# তৃতীয় অঙ্ক।

## প্রথম দৃশ্য।

বাংলার রাজপ্রাসাদ—বিরাম-কক্ষ।

মহারাজ সিংহবাহু পদচারণা করিতেছিলেন।

সিংহবাহু। বিজয় আস্‌বে—বিজয় আস্‌বে। সুমিত্র তাকে আন্‌তে গেছে, সে কি না এসে পারে? আস্‌বে—বিজয় আস্‌বে! কিন্তু এত দেরী হ'চ্ছে কেন? মাসের পর মাস চ'লে গেল, বর্ষার মেঘ-মল্লারের স্থানে বসন্তের কোকিল ডেকে উঠলো, তবু এলো না তারা? আয়—আয় ওরে অভিমানী! আবার কচি ছেলের মত আমার বুকে ঝাঁপিয়ে আয়! বড় জ্বালা রে—বড় জ্বালা।

গীতকণ্ঠে নর্ত্তকীগণের প্রবেশ।

নর্ত্তকীগণ।—

গীত।

সাজে না, সাজে না, আজি সাজে না গো আঁখিজল।
কুসুমগন্ধে মলয়-ছন্দে হাসিছে ধরণীতল।
কান্ত জাগ্রত দ্বারে, কোকিল কুকারে বারে বারে,
'যত শোক, যত জ্বালা মিশিছে হাসির স্রোতে,
ফুটেছে পরাণে শতদল।
আজি শুধু হাসি, শুধু গান, অধর-মদিরা পান,
শুধু আজ ফুলসাজ সুধা-হাসি খল-খল।

সিংহবাহু। বিজয় এলো ?

১ম নর্ত্তকী। না মহারাজ !

সিংহবাহু। এসেছে—নিশ্চয় এসেছে। দেখে আয় তোরা, ঘাটে ময়ূরপঙ্খী লেগেছে। যা—যা, অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে আয়।

১ম নর্ত্তকী। মহারাজ।

সিংহবাহু। আবার মহারাজ ? যা বল্‌ছি—যা ; ফিরে যাবে। কেউ কথা শোনে না রে। সিংহ আজ গর্জ্জন ভুলে গেছে ; বিজয় তার সব শক্তি হরণ ক'রে নিয়ে গেছে। মিনতি কর্‌ছি, দেখে আয় ; ভারে ভারে ফুল নিয়ে যা, সে আমার ফুল বড় ভালবাসে। [ নর্ত্তকীগণের প্রস্থান ] ওঃ—এক একটা দিন যেন এক একটা যুগ।

কাঁদিতে কাঁদিতে সুমিত্রের প্রবেশ।

সুমিত্র। বাবা।

সিংহবাহু। কে—সুমিত্র এলি ? কৈ—আমার বিজয় কৈ ?

সুমিত্র। বাবা।

সিংহবাহু। দেখা পাস্ নি ? ফিরিয়ে আন্‌তে পার্‌লি নি বাবা ?

সুমিত্র। না বাবা, দেখা পেয়েছিলাম ; হাতে পায়ে ধ'রে কাঁদ্‌লাম, দাদা এলো না।

সিংহবাহু। এলো না ? বিজয় এলো না ? আমি তাকে ডেকে পাঠিয়েছি—তুই তাকে আন্‌তে গিয়েছিস্, তবু এলো না ? কি বল্‌লে ?

সুমিত্র। বল্‌লে—বাবাকে বলিস্, বিজয় তোমার দুরন্ত ছেলে, কিন্তু মিথ্যাবাদী নয়।

সিংহবাহু। আমি জানি—সে আস্‌বে না। তাকে কোথায় দেখে এলি সুমিত্র ?

সুমিত্র। লঙ্কায়।

সিংহবাহু। [স্বগত] ঠিক সেই অযোধ্যার রাম; বিনা দোষে নির্ব্বাসিত। হাঁ—তারপর কি দেখে এলি সুমিত্র? সে কি বড় রোগা হ'য়ে গেছে? তার সুন্দর মুখখানা কি কালিমাখা হ'য়ে গেছে? বাবা ব'লে সে এক ফোঁটা চোখের জল ফেল্‌লে না?

সুমিত্র। এক ফোঁটা চোখের জল? বাবা! সে চোখের জলে মরুভূমিতে প্লাবন ব'য়ে যায়।

সিংহবাহু। তবু এলো না?

সুমিত্র। না; বল্‌লে, পিতা রাজধর্ম্ম ভুলে যেতে পারেন, কিন্তু পুত্র হ'য়ে আমি তাঁকে ধর্ম্মভ্রষ্ট করতে পারবো না।

সিংহবাহু। এমন ছেলে কার—এমন ছেলে কার? ওঃ—কি আনন্দ! কিন্তু এ কি বেদনা! আমি কি করবো সুমিত্র? তুই আর আমি দু'জনে একবার যাই চ'। যাবি?

সুমিত্র। যাবো বাবা!

সিংহবাহু। চল্‌। ওঃ—কি শূন্য নিরানন্দময় এই রাজপ্রাসাদ!

সুমিত্র।—

গীত।

এ যে শূন্য গোলোকধাম।
জনমের মত চ'লে গেছে ওগো জনগণ-অভিরাম॥
আপনি সে গেছে কেঁদে অবিরল, শত নয়নে সে বহায়েছে জল,
লক্ষ হৃদয়ে এঁকে রেখে গেছে আপনার সুধা নাম॥
দিনের আলো একি আঁধিয়ার, বাংলার বুকে একি হাহাকার,
সেই তো যমুনা কদম্বের তল, নাই—নাই শুধু শ্যাম॥

[ সিংহবাহুর হাত ধরিয়া প্রস্থান।

---

## দ্বিতীয় দৃশ্য।

### লঙ্কার প্রাসাদ-সন্নিহিত উদ্যান।

গীতকণ্ঠে নর্ত্তকীগণের প্রবেশ।

নর্ত্তকীগণ।—

গীত।

ওলো কমল বঁধু
'কার তরে তুই বুকের মাঝে লুকিয়ে রাখিস্ এত মধু?'
পাপড়ি যখন শুকিয়ে যাবে, রূপ তো জাল বুন্‌বে না,
নাগর তোমার বস্‌বে পাটে, কাঁদুনি তার শুন্‌বে না,
নয়নধারায় বুক যাবে ভেসে, জলকুমুদী মর্‌বে হেসে হেসে,
নাগর যাবে অন্য ঘরে জ্বালিয়ে বুকে আগুন শুধু।

[ প্রস্থান।

পুষ্পাধারহস্তে অগ্নিমিত্রের প্রবেশ।

অগ্নিমিত্র। দূর হ'—দূর হ' পাপের সঙ্গিনী সব। লঙ্কার প্রাসাদে নৃত-গীত? এখনও রাজা রুদ্রদমনের হত্যার প্রতিশোধ নেওয়া হয় নি—এখনও তার প্রেতাত্মার তর্পণ করা হয় নি। যত দিন না হবে, তত দিন এ প্রাসাদে একটা পাখী পর্য্যন্ত কূজন কর্‌তে পাবে না। যে যত পার কাঁদ, কারও মুখে হাসি দেখ্‌লে আমি তার গলা টিপে ধর্‌বো। অগ্নিমিত্র মরেছে, আমি তার একটা নিশ্বাস—একটা জীর্ণ কঙ্কাল।

ইন্দ্রনীলের প্রবেশ।

ইন্দ্রনীল। বল বিধাতা, আর কি কর্‌তে হবে আমায়? তোমার

আদেশে রামের মত আমি সাধ্বী পত্নীকে বিনা দোষে ডালি দিয়েছি। আর একটা আদেশ দাও—আরও কিছু করি, নইলে আমি স্থির হ'তে পারছি না।

অগ্নিমিত্র। স্থির হও যুবক! রাজার এ চাঞ্চল্য সাজে না।

ইন্দ্রনীল। ঠিক বলেছ প্রভু! রাজার এ চাঞ্চল্য সাজে না। তার চারিদিক হ'তে প্রিয় পরিজন শীতের তরুপত্রের মত ঝ'রে পড়ুক্, তবু সে কাঁদ্‌বে না; শক্তিশেলের আঘাতে তার বুকের পাঁজর ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে যাক্, তবু সে একটা আর্ত্তনাদ কর্‌তে পাবে না। এত বড় প্রাসাদ তবু আমার সঙ্গী কেউ নেই—আমি একা; একজন ছিল, সেও আর নেই।

মেঘার প্রবেশ।

মেঘা। নেই—নেই, মা নেই। এই নাও রাজা! মহারাণীর রক্ত।

ইন্দ্রনীল। [ বিচলিত হইয়া ] ত্রিবেণী! ত্রিবেণী!

অগ্নিমিত্র। স্থির হও রাজা! মেঘা! চ'লে যা।

মেঘা। চ'লে যাবো কি ব্রাহ্মণ! আমিও যে তোমাদেরই একজন। তোমাদের সঙ্গে তালে তালে করতালি দেবো না? ধর—ধর, রাজার প্রেতাত্মার তর্পণ কর। সর্ব্বাঙ্গে এই তপ্ত শোণিত মেখে ধেই ধেই ক'রে নৃত্য করি এস।

ইন্দ্রনীল। ওঃ—এমন স্ত্রী কার ছিল?

অগ্নিমিত্র। মেঘা!

মেঘা। মৃতদেহটা গোরার হাত থেকে টেনে আন্‌তে পারি নি রাজা! অপরাধ ক্ষমা কর। গোরা তাকে সাগরের জলে ভাসিয়ে দিতে নিয়ে গেছে।

অগ্নিমিত্র। এই একটা ধাপ।

মেঘা। কাঁদছো রাজা? নিজের মুখে হত্যার আদেশ দিয়ে চোখের জল ফেলছো? নিষ্ঠুর ঘাতক!

অগ্নিমিত্র। স্তব্ধ হও নির্বোধ! যত অপরাধ আমার—যত পাপ আমার; ইন্দ্রনীল নিষ্কলঙ্ক।

মেঘা। তোমার ধ্বংস হোক্—তোমার ধ্বংস হোক্।

[ প্রস্থান।

ইন্দ্রনীল। বল—বল, আদেশ দাও! এমন মহাপুরুষ কে কবে জন্মেছিল? এমন সৌভাগ্যের পসরা মাথায় ক'রে আর কে রাজত্ব করেছিল? জ্বালা! চারিদিকে জ্বালা! কোথায় পাবো একটু শান্তি?

অগ্নিমিত্র। শান্তি? রাজা। স্বার্থপর সন্ন্যাসীর মত তুমিও চাও শান্তি? তবে লঙ্কার সিংহাসনে বসেছ কেন? কেন নিয়েছ শত সহস্র প্রজার শুভাশুভের দায়? রাজা হওয়া কি ছেলেখেলা? শান্তি! শান্তি। সহস্র কাল ভুজঙ্গের ফণার উপর ব'সে শান্তি চাও? শান্তি পেতে পার বারাঙ্গনার কুসুম-কোমল শয্যায়, জননীর অঞ্চল-বন্ধনে, পুত্র-পৌত্রের সুধা-সম্ভাষণে। এ রাজত্ব—শান্তি এখানে প্রবেশাধিকার পায় না।

ইন্দ্রনীল। আর কেন প্রভু, এ রাজত্বের অভিনয়? আমার মাথা হ'তে রাজমুকুট নামিয়ে নাও, আমি ছুটে গিয়ে পথের ভিক্ষুকদের সঙ্গে গলা জড়িয়ে একটু কাঁদি। দেখে আসি, আমার সোনার প্রতিমা কোন্ পঙ্কিল স্রোতে ভাসিয়ে দিলে। আমি যে তার জীবনের সাথী, আমায় ছেড়ে সে যে যেতে চাইবে না—চাইবে না!

অগ্নিমিত্র। এই চাঞ্চল্য নিয়ে তুমি পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবে ইন্দ্রনীল?

পুরঞ্জয়ের প্রবেশ।

পুরঞ্জয়। আর প্রতিশোধে কাজ নেই পিতা। শত্রুর উপর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে আমরা নিজেদের সর্ব্বাঙ্গ জর্জ্জরিত করেছি। আর কেন নিষ্ঠুর! রাজার মঙ্গলের জন্য যে হোমানল জ্বেলে বসেছ, তাতে সকলের সুখ-শান্তি আহুতি দিয়েছ। এ আগুন নির্ব্বাণ কর—নির্ব্বাণ কর।

অগ্নিমিত্র। পুরঞ্জয়!

পুরঞ্জয়। কে তুমি দানব, কারাগার থেকে আমার পিতার মূর্ত্তি নিয়ে বেরিয়ে এসেছ? আমার সদাশয় পিতা—করুণায় ভরা ছিল তাঁর অন্তর—আমি এই দীর্ঘকাল তাঁর দেবমূর্ত্তির ধ্যান করেছি, তুমি কোন ছদ্মবেশী রাক্ষস, তাঁর নাম নিয়ে যমের মত আমার বুকে হাঁটু দিয়ে বসেছ? দোহাই তোমার, আমাদের ত্যাগ কর—রাজাকে আমাদের বাঁচতে দাও।

ইন্দ্রনীল। আর বাঁচবার সাধ নেই পুরঞ্জয়! কি নিয়ে বাঁচবো? ত্রিবেণী নেই—আমার ত্রিবেণী নেই।

পুরঞ্জয়। কোথায় তোমায় লুকিয়ে রাখ্‌বো রাজা? তোমার উপর রাহুর দৃষ্টি পড়েছে; রক্ষা নেই—রক্ষা নেই।

অগ্নিমিত্র। পুরঞ্জয়? এ বাতুলাগার নয়। আমার বিধান সইতে না পার, স্থানান্তরে যাও।

পুরঞ্জয়। যাবো, কিন্তু একা যাবো না রাক্ষস! আমার রাজাকে সঙ্গে নিয়ে যাবো। তুমি একা এই বিশাল প্রাসাদটা যক্ষের মত আগলে ব'সে থাক—ক্ষিদের জ্বালায় ইট পাথরগুলো চিবিয়ে খাও; তৃষ্ণা যদি পায়, ছিন্নমস্তার মত নিজের মাথা নিজে কেটে আকণ্ঠ রক্তপান কর। এস রাজা!

ইন্দ্রনীল। কোথায় যাবো পুরঞ্জয়? এ গৃহের প্রতি ধূলিকণায় সে যে তার চিহ্ন রেখে গেছে; আমি যেতে পারবো না—পারবো না!

পুরঞ্জয়। তবে মর, এই অভিশপ্ত পুরীতে ঐ রাক্ষসের জলন্ত দৃষ্টির তলে জ'লে পুড়ে ছাই হ'য়ে যাও। তোমার বিধিলিপি, আমি কি করবো!

ফাঁড়িদারের প্রবেশ।

ফাঁড়িদার। মহারাজ! এক বাঙ্গালী নারীকে আমরা বন্দী ক'রে আনছিলাম, পথে এক যুবক তাকে ছিনিয়ে নিয়ে মুক্ত ক'রে দিয়েছে।

অগ্নিমিত্র। আর তোমরা বুঝি নির্ব্বাক পুত্তলিকার মত দাঁড়িয়ে দেখ্‌লে? কে সে যুবক?

পুরঞ্জয়। আমি।

[ ফাঁড়িদারের প্রস্থান।

অগ্নিমিত্র। পুরঞ্জয়! তুমি রাজদ্রোহী?

পুরঞ্জয়। আমি রাজদ্রোহী নই পিতা, রাজদ্রোহী আপনি; আপনি রাজাকে নরকের গহ্বরে ঠেলে দিতে যাচ্ছেন, আমি তাকে স্বর্গের পথে টেনে নিতে চাই।

অগ্নিমিত্র। স্বর্গ চেন যুবক?

পুরঞ্জয়। চিনি; যেখানে আপনার ছায়া মাত্র নাই, সেই স্বর্গ।

ইন্দ্রনীল। সে নারী কোথায় পুরঞ্জয়?

পুরঞ্জয়। জানি না।

ইন্দ্রনীল। কার আদেশে তুমি তাকে মুক্তি দিয়েছ?

পুরঞ্জয়। আমার নিজের আদেশে।

অগ্নিমিত্র। মনে করেছ আমি স্নেহময় পিতা, পুত্র ব'লে তোমার

জন্ত রাজার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবো ? তা নয় পুরঞ্জয় ! আমার কাছে পুত্র-কন্তার বিচার নেই ! রাজা ! রাজদ্রোহীকে দণ্ড দাও—কঠোর রাজদণ্ড।

ইন্দ্রনীল। কঠোর রাজদণ্ড ! তুমি বিনা দোষে আমার পত্নীকে হত্যা করেছ, এই গুরু অপরাধে তোমার পুত্রকে আমি কঠোর দণ্ড দেবো। রাজদ্রোহী ! তুমি একটা নারীর চোখের জলে রাজশক্তির মর্য্যাদা ভাসিয়ে দিয়েছ, জীবন তুচ্ছ ক'রে আমার আদেশ অমান্য করেছ ; তোমার শাস্তি—তোমার শাস্তি এই মহার্ঘ মুক্তাহার। [ গল-দেশে মুক্তাহার পরাইয়া দিলেন। ] আমি মুক্তকণ্ঠে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর্‌ছি, আমার রাজ্যে এমন রাজদ্রোহী হাজার হাজার মাথা তুলে উঠুক্।

পুরঞ্জয়। এই তো আমাদের রাজা ! রাহু ! তুমি যতই মুখব্যাদান কর, এ মধ্যাহ্নের সূর্য্যকে গ্রাস কর্‌তে পার্‌বে না।

[ প্রস্থান।

অগ্নিমিত্র। এ কি কর্‌লে ইন্দ্রনীল ?

ইন্দ্রনীল। উন্মাদের খেয়াল প্রভু—উন্মাদের খেয়াল !

জনৈক ফাঁড়িদারের সহিত লম্বকর্ণের প্রবেশ।

ফাঁড়িদার। মহারাজ ! এই ঠাকুর এক বাঙ্গালী নারীকে আশ্রয় দিয়েছে।

অগ্নিমিত্র। ঘরে আগুন ধরিয়ে দাও, আর সেই নারীকে নিয়ে এস।

লম্বকর্ণ। দোহাই প্রভু ! আমি কিছুই জানি না ; আমি রাজকার্য্যে স্থানান্তরে গিয়েছিলাম, বাড়ীর কোন খবরই জানি না।

অগ্নিমিত্র। না জেনে আগুনে হাত দিলেও হাত পুড়ে যায়। তুমি জান না, তবে আশ্রয় দিলে কে ?

ফাঁড়িদার। ওর একটা ছেলে আছে।

অগ্নিমিত্র। বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে তাকে শুদ্ধ নিয়ে এস।

লম্বকর্ণ। দোহাই প্রভু! দোহাই মহারাজ! আমার সর্ব্বস্ব গেছে, আর বাড়ীখানা—

অগ্নিমিত্র। নিয়ে যাও; আর সেই বাঙ্গালী নারীকেও বন্দী ক'রে রাজসভায় নিয়ে এস।

[ লম্বকর্ণকে লইয়া ফাঁড়িদারের প্রস্থান।

ইন্দ্রনীল। সে কি প্রভু?

অগ্নিমিত্র। উদ্দেশ্য আছে, পরে বুঝতে পারবে। বাঙ্গালী নারীকে আমাদের চাই।

অজয়সিংহের প্রবেশ।

অজয়। কেন রাক্ষস! কেন? পুরুষে পুরুষে দ্বন্দ্ব, স্বার্থ নিয়ে কাড়াকাড়ি, অসিতে অসিতে সংঘর্ষ, নারী তাতে হস্তক্ষেপ করে না; বুকভরা আতঙ্ক নিয়ে শান্ত অন্তঃপুরে অশ্রুজলে মেদিনী সিক্ত করে। তুমি পুরুষ, তুমি শক্তিমান; পুরুষের সংঘর্ষে পরাজিত হ'য়ে নারীর চুলের মুঠি ধ'রে কেন টেনে এনেছ? বল—বল, লঙ্কেশ্বর কি এমনি কাপুরুষ?

ইন্দ্রনীল। তুমি কে?

অজয়। আমি বাঙ্গালী।

অগ্নিমিত্র। বাঙ্গালী? স্বেচ্ছায় সিংহের গহ্বরে গলা বাড়িয়ে দিয়েছ যুবক! জান, বাঙ্গালী মাত্রেই আমাদের বন্দী?

অজয়। শুনেছি, কিন্তু নারীর প্রতিও কি এই আদেশ?

অগ্নিমিত্র। নারী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধের বিচার নেই। বাঙ্গালীরা

অতর্কিতে লঙ্কায় এসে লঙ্কার রাজশক্তির বিরুদ্ধে মাথা তুলেছে। সাতশো বাঙ্গালীর আর একজনকেও ঘরে ফিরে যেতে হবে না।

অজয়। পার, আমাদের বন্দী কর—বধ কর—আজন্ম কারারুদ্ধ ক'রে রাখ, কিন্তু যে বাঙ্গালী নারীকে তোমরা বন্দী ক'রে এনেছ, তাকে মুক্তি দাও।

ইন্দ্রনীল। কোন বাঙ্গালী নারী লঙ্কার রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করে নি' যুবক।

অজয়। মিথ্যাকথা; সে তোমার কারাগারে বন্দিনী।

অগ্নিমিত্র। হাঁ—বন্দিনী। তাকে মুক্তি দিতে পারি, বিজয়সিংহের বন্দিত্বের বিনিময়ে।

অজয়। বিনিময়? বাঙ্গালীরা বিনিময় দিয়ে মুক্তি ক্রয় করে না। রাজা! বিজয়সিংহের আদেশ—

ইন্দ্রনীল। আদেশ?

অজয়। হাঁ, আদেশ; ভারতীর মুক্তি চাই।

ইন্দ্রনীল। পাবে না।

অজয়। রাজা! তোমার পূর্ব্বপুরুষ একদিন এক ভারত-নারীর লাঞ্ছনার ফলে সবংশে ধ্বংস হ'য়ে গেছে। তুমি তারই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত; তার পরিণামটা একবার ভাব। দশাননের বিরুদ্ধে ছিল দু'জন বনচারী সন্ন্যাসী, তোমার বিরুদ্ধে বাংলার সাতশো ছেলে। সাবধান রাজা! নারীর দীর্ঘশ্বাসের উপর সিংহাসনের ভিত গ'ড়ো না, ধ্ব'সে যাবে—চূর্ণ হ'য়ে যাবে। এই বিশাল প্রাসাদের সঙ্গে আমরা তোমাকে জীবন্ত সমাধি দেবো। বল, বাংলার নারীকে মুক্তি দেবে কি না?

ইন্দ্রনীল। না—না, কিছুতেই নয়।

অজয়। তা হ'লে এই নাও! [ শৃঙ্খল নিক্ষেপ করিল ] তুমি বিজয় সিংহের কাছে তরবারি আর শৃঙ্খল পাঠিয়েছিলে, বিজয় তরবারি নিয়েছে, শৃঙ্খল ফিরিয়ে দিয়েছে। এইবার রণক্ষেত্রে সাক্ষাৎ হবে রাজা!

অগ্নিমিত্র। বন্দী কর ইন্দ্রনীল!

ইন্দ্রনীল। প্রভু! দূত অবধ্য।

অগ্নিমিত্র। এ বাঙ্গালী—বধ্য। বন্দী কর।

অজয়। অজয়সিংহকে বন্দী করে, এত বড় বীর এই রন্ধ্র শৃগালের দেশে আজও জন্মায় নি।

[ প্রস্থান।

ইন্দ্রনীল। তবে দেখ্‌বো আমি একবার এই বাঙ্গালী জাতিকে— আরও দেখ্‌বো কত শক্তি ধরে এই বিজয়সিংহ।

[ প্রস্থান।

অগ্নিমিত্র। শালিবাহন! অপেক্ষা কর।

[ প্রস্থান

---

## তৃতীয় দৃশ্য।

অশোক-বন।

বিজয়সিংহের প্রবেশ।

বিজয়। ঘুমিয়েছে, আমার বাঙ্গালী ভাইরা সব তৃণ-শয্যায় অকাতরে ঘুমিয়েছে। কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! কি দুঃসহ বেদনা! হা রে অভাগারা! কোথায় বাংলার শ্যামল অঞ্চল, কোথায় লঙ্কার কঠিন মাটি! কিসের আকর্ষণে তোরা সোনার ঘর-সংসার ছেড়ে আমার পেছনে পেছনে ছুটে এলি। লক্ষ্মীর অঙ্ক-দুলাল তোরা, তোদের মুখে বনের কদর্য্য ফল তুলে দিতে আমার বুক ফেটে যায়! এই শ্বাপদসঙ্কুল বনে তৃণ-শয্যার উপর তোদের ঘুম পাড়িয়ে রাখ্‌তে আমার দু'চোখে বান ডেকে আসে। ঘুমো রে, ঘুমো, আমি আছি তোদের প্রহরায়।

কুবেণীর প্রবেশ।

কুবেণী। বিজয়সিংহ।

বিজয়। কে, রাজকুমারী? আদেশ কর।

কুবেণী। আমি আদেশ কর্‌বো তোমাকে? এ যে নূতন কথা বল্‌ছো বিজয়সিংহ! তোমার আদেশে আজ তিন দিন আমি নজরবন্দী; এরা আমায় এক মুহূর্ত্ত একা থাক্‌তে দেয় না।

বিজয়। ক্ষমা কর রাজকুমারী! তোমাদেরই মঙ্গলের জন্য তোমার উপর রূঢ় আচরণ করেছি। তোমার এক মুহূর্ত্তের ভুলে আমাদের সমস্ত আয়োজন পণ্ড হ'য়ে যেতে পারে, তাই এ ব্যবস্থা। নইলে আমি তোমাকে আদেশ কর্‌বার কে?

কুবেণী। আর কতদিন আমাকে এ ভাবে নজরবন্দী থাক্‌তে হবে?

বিজয়। যত দিন না তুমি আত্মহত্যার সঙ্কল্প ত্যাগ কর্‌বে। মুখের কথায় তুমি স্বীকার কর, আমি সানন্দে প্রহরা সরিয়ে নেবো।

কুবেণী। বিজয়সিংহ! যে ভাবেই হোক্, তুমি যখন আমার পিতাকে বশীভূত করেছ, আমিও তোমার শৃঙ্খলা মেনে চল্‌বো।

বিজয়। এ আমার মহৎ সম্মান রাজকুমারী। আজ হ'তে তুমি স্বাধীন। এখানে আর সঙ্কোচের কারণ নেই কুবেণী! মনে কর, তুমি এখনও সেই লঙ্কার রাজনন্দিনী—আমরা তোমার অতিথি। রাজ-ভোগ হোক্—বনের কদর্য্য ফল-মূল হোক্, তুমি আমাদের মুখে যা তুলে দেবে, তাই আমরা রাজপ্রসাদ ব'লে গ্রহণ করবো।

কুবেণী। বিজয়সিংহ! আমারই ভুল; তুমি বাঙ্গালী হ'লেও মহৎ।

বিজয়। তোমার স্তুতিবাদে আমি সুখী হ'লাম না রাজকুমারী! বিজয়সিংহ নিজের প্রশংসার চেয়ে জাতির প্রশংসাই মনে প্রাণে কামনা করে।। যাও—রাত্রি গভীর, বিশ্রাম করগে। কি কুবেণী! দাঁড়িয়ে রইলে যে? আর কোন কথা আছে?

কুবেণী। বিজয়সিংহ! তোমার এত রূপ, এত গুণ, কেন তুমি বাঙ্গালীর ঘরে জন্মেছ? তোমার সহস্র দোষ আমি ক্ষমা কর্‌তে পারি, কিন্তু এ যে ভোলা যায় না।

বিজয়। বাঙ্গালীর ঘরে জন্মানো অপরাধ? নারী! তুমি বাংলার শ্যামল-শ্রী দেখ নাই—বাঙ্গালীর মায়ের কুসুম-কোমল হৃদয়খানি দেখ নাই, বাংলার ভাই-বোনের শীতল স্নেহে স্নান কর নাই। আমার দেশের ভাষায় কত সুধা, গানে কত মধু, বাতাসে আলোকে কি মদিরতা মাখানো, কি বুঝ্‌বে তুমি তার কুবেণী! আমার মনে হয়, আমার যেন সহস্রবার জন্ম হয়, আর সহস্রবার যেন বাংলা দেশেই জন্মাই।

কুবেণী। বিজয়!

বিজয়। [ কুবেণীর বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া তন্ময়ভাবে ] নির্ব্বাসিত—নির্ব্বাসিত; তবু তো তোকে ভুলতে পারি নাই মা! তবুও বল্‌বো,—"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী!"

কুবেণী। [ স্বগত ] এ কি! এ যে ধ্যানমগ্ন মূর্ত্তি! আহা, কি সুন্দর—কি সুন্দর! বিজয়!

বিজয়। [ বিভোরভাবে ] এঁ্যা!

কুবেণী। বিজয়সিংহ! আমার দিকে চাও। তুমি আমাদের রক্ষা করেছ, আমি তার প্রতিদান দেবো।

বিজয়। [ প্রকৃতিস্থ হইয়া ] বিজয়সিংহ তো প্রতিদানের আশায় উপকার করে না নারী!

কুবেণী। তা হ'লেও আমার কর্ত্তব্য। শোন বিজয! বাংলার পরিচয় তুমি মুছে ফেলে দাও; আমি তোমায় একটা মহার্ঘ রত্ন দান কর্‌বো।

বিজয়। মহার্ঘ রত্ন? জগতে এমন কি মহার্ঘ রত্ন আছে নারী, যা পেয়ে আমি আমার বাংলা মাকে ভুলে যেতে পারি? আমি যে তাকে ত্রিসন্ধ্যা প্রণাম করি। শুভ্র জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনীং ফুল্ল কুসুমিত দ্রুমদলশোভিনীং, সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীং সুখদাং বরদাং মাতরম্। মরি—মরি, সে কি ভোলা যায়?

কুবেণী। রূপসীর যৌবনের বিনিময়েও না?

বিজয়। কুবেণী! [ অপলক দৃষ্টিতে কুবেণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ]

কুবেণী। বিস্ময়ে চেয়ে আছ কি যুবক! এ রূপের আকর্ষণে হাজার হাজার পুরুষ আমার পায়ে লুটিয়ে পড়েছে, আমি ফিরেও তাকাই নি। তুমি আমাদের প্রাণ দিয়েছ, তার প্রতিদানে সহস্র

প্রাণের চেয়ে প্রিয় এই অনন্ত রূপ আমি তোমায় দেবো, শুধু তুমি বাংলাকে ভুলে যাও।

বিজয়। রূপের জন্য বাংলার পরিচয় ত্যাগ কর্‌বো? কখনো না।

কুবেণী। বিজয়! আচ্ছা যাক্, তবু আমার কর্ত্তব্য আমি করবো। বিজয়! আমি কৃতঘ্ন নই; আর এই কথার প্রমাণ স্বরূপ আমার এ রূপের ডালি আমি বিনামূল্যে তোমায় দান কর্‌লাম।

বিজয়। আমি সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান কর্‌লাম!

কুবেণী। প্রত্যাখ্যান? কুবেণীর রূপ? বাঙ্গালী। তুমি অন্ধ না উন্মাদ? আমি ভেবেছিলাম, তুমি আনন্দে আত্মহারা হবে। ওঃ! সহস্র যুবককে আমি পায়ে ঠেলেছি, আর তুমি একটা বাঙ্গালী—না, এ হ'তে পারে না। বাঙ্গালী! তুমি আমার সঙ্গে ব্যঙ্গ কর্‌ছো? আমার এত রূপ—

বিজয়। রূপ! রূপ! নারী! বিজয়সিংহ রূপের পূজারী নয়; মানুষের রূপ তার অন্তরে একটা রেখাপাতও করে না। আমি ভালবাসি ঐ নীল আকাশ, ঐ শ্যামল বনভূমি, ঐ সাগরের ফেনিল আস্ফালন। নারী! রূপের ডালি সাজিয়ে যদি পুরুষকে জয় কর্‌তে চাও, তার স্থান এখানে নয়; প্রকাশ্য রাজপথে গিয়ে দাঁড়াও—সহস্র মধুকর পাগল হ'য়ে ছুটে আস্‌বে! বিজয়সিংহ নারীর রূপের চেয়ে তরবারিকেই বেশী ভালবাসে।

কুবেণী। ওঃ! তুমি কি বিজয়সিংহ?

বিজয়। আমি মানুষ—আমি বাঙ্গালী—

কুবেণী। বাঙ্গালী! আমি তোমায় পূজা কর্‌বো না হত্যা কর্‌বো?

বিজয়। যাও নারী! প্রেমলীলার সময় এ নয়!, সম্মুখে আমাদের কঠোর কর্ত্তব্য, এ সময় অন্য চিন্তা সাজে না। আমি দুঃখিত যে, তোমায়

দান আমি গ্রহণ কর্‌তে পার্‌লাম না! তুমি আমার কাছে আর যে কোন প্রার্থনা কর, সাধ্যমত পূর্ণ কর্‌বো, কিন্তু প্রেম দিতে পার্‌বো না; আমার প্রাণে প্রেম ব'লে কোন পদার্থ নেই।

কুবেণী। [ স্বগত ] বৈতালিকের অভিশাপ! ভগবান্! খুব শাস্তি দিয়েছ! বৈতালিক! বৈতালিক! আজ তোমার জন্য আমার দু'চোখে বান ডেকে আস্‌ছে। একবার কি দেখা হয় না?

বৈতালিককে টানিতে টানিতে শীলভদ্রের প্রবেশ।

শীলভদ্র। যুবরাজ! এই যুবক বনের ধারে উঁকি-ঝুঁকি মার্‌ছিল, আমার মনে হয়, এ লঙ্কার গুপ্তচর।

কুবেণী। না—না, এ অন্ধ বৈতালিক। যুবরাজ! একে ছেড়ে দাও, এ গুপ্তচর নয়।

বিজয়। তাই তো! শীলভদ্র! তুমি কি অন্ধ?

কুবেণী। [ সস্নেহে সুধাকণ্ঠের হাত ধরিয়া ] সুধাকণ্ঠ! তোমার অভিশাপ অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে—আমার গর্ব্বের প্রাসাদ ধূলিসাৎ হয়েছে। তুমি সিদ্ধিলাভ করেছ সুধাকণ্ঠ! বল, আজ আমার কাছে কি চাও? কথা বল্‌ছো না যে? কি ভাব্‌ছো? কান পেতে কি শুন্‌ছো?

সুধাকণ্ঠ —

গীত।

ঐ বাজে—মোহন বেণু বাজে।
কোন্ যমুনার, উপকূলে ওগো কোন্ নিকুঞ্জমাঝে?
নয়নে আঁধার—দেখি না তো কিছু,
শুধু বাঁশী শুনে ছুটি কার পিছু,
বাজাও মুরলী বাজাও বারেক আমারি হৃদয়মাঝে॥

বাসনার বোঝা শুধু ব'য়ে মরি,
দীনের শরণ দাও পদ-তরী,
এ যে দুঃসহ ভার নাও তুলে নাও, বহিতে পারি না এ যে।

[ সুধাকণ্ঠের হাত ধরিয়া শীলভদ্র ও কুবেণীর প্রস্থান।

বিজয়। তাই তো, অজয় এখনও এলো না : ভারতীর কি হ'লো, কে জানে।

অজয়ের প্রবেশ।

অজয়। যুবরাজ!

বিজয়। এই যে অজয়সিংহ! কি সংবাদ?

অজয়। ভারতীকে মুক্তি দিলে না।

বিজয়। দিলে না? বাংলার নারী লঙ্কার কারাগারে? কি বল্লে রাজা?

অজয়। বল্লে, ভারতীর মুক্তির বিনিময়ে বিজয়সিংহকে চাই।

বিজয়। তাই দেবো।

অজয়। যুবরাজ!

বিজয়। ভয় কি অজয়! সাতশো বাঙ্গালীকে নিয়ে তুমি লঙ্কা জয় করতে পারবে না? আমি এখনি যাবো লঙ্কার রাজপ্রাসাদে।

অজয়। না যুবরাজ! সে বড় ভয়ঙ্কর স্থান, তুমি যেও না।

বিজয়। যাবো না? বাংলার নারী বিদেশীর হস্তে লাঞ্ছিতা, আর বাঙ্গালী আমি, নীরবে ব'সে থাক্‌বো? এমন দশটা বিজয়সিংহের বিনিময়েও যদি বাঙ্গালী জাতিকে কলঙ্কের হাত থেকে রক্ষা করা যায়, তার চেয়ে মহান্ কর্ত্তব্য আর কি আছে অজয়?

অজয়। কিন্তু এতে কোন ফল হবে না যুবরাজ! বিনিময়

পেলেও তারা ভারতীকে মুক্তি দেবে না ; তার চেয়ে কৌশলের আশ্রয় নিই এস।

বিজয়। শক্তি যেখানে অপারক, সেইখানেই ছলের প্রয়োজন ; না, আমরা সোজাসুজি আঘাত করবো। বিনিময়ে যদি তার মুক্তি না পাই, স্থির জেনো অজয়। লঙ্কায় এমন কারাগার নেই যে, বিজয়সিংহকে বন্দী ক'রে রাখে। [ প্রস্থানোদ্যত ] আর যদি আমি ফিরে না আসি, আমার প্রতিশ্রুতি তুমি পূর্ণ ক'রো! লঙ্কার সিংহাসন জয় ক'রে কুবেণীকে অধিষ্ঠিত ক'রো, আর ভারতীকে তুমি বিবাহ ক'রো। যাও অজয়! ঐ সাতশো বাঙ্গালী অঘোরে নিদ্রিত ; এদের ভার তোমার উপর।

অজয়। এ ভার বহন করতে আমি প্রাণদানেও কুণ্ঠিত হবো না। কিন্তু কাল প্রভাতের পূর্ব্বে যদি তুমি ফিরে না এস, তা হ'লে আমি লঙ্কার রাজপ্রাসাদ ধূলোর সঙ্গে মিশিয়ে দেবো।

[ প্রস্থান।

বিজয়। ভগবান্! বাহুতে বল দাও—হৃদয়ে শক্তি দাও—কণ্ঠে ভাষা দাও। [ প্রস্থানোদ্যত ]

কুবেণীর প্রবেশ।

কুবেণী। ফেরো ; রাজসভায় যাচ্ছো ?

বিজয়। হাঁ কুবেণী!

কুবেণী। যেও না, সে বড় ভীষণ স্থান ; অগ্নিমিত্রের হাত থেকে কিছুতেই প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবে না।

বিজয়। না পারি, মরবো। কে আছে আমার ? কে আমার জন্ত কাঁদবে কুবেণী ?

কুবেণী। আমি কাঁদ্‌বো।

বিজয়। তুমি? নারী! তোমার হৃদয়ে স্নেহ আছে? বিশ্বাস হয় না। তোমার হৃদয় মরুভূমি, নইলে ঐ যুবকের চোখ দু'টো উপড়ে নিতে পার্‌তে না? পথ ছাড, ভারতী বোধ হয় আমারই পথ চেয়ে কারাগারে অশ্রুপাত করছে।

কুবেণী। ভারতী কে?

বিজয়। এক বাঙ্গালী নারী

কুবেণী। তার জন্য তুমি কেন মরতে যাবে?

বিজয়। সে যে আমার জন্য মরণ পণ ক'রে বাংলা থেকে ছুটে এসেছে; সে যে আমার পিতার জীবনদাত্রী, তার উদ্ধারে আমি ছুটে যাবো না? পথ ছাড—পথ ছাড় কুবেণী। আমায় যেতে দাও।

কুবেণী। তবে আমিও সঙ্গে যাবো, দেখ্‌বো কত রূপসী তোমার ভারতী।

বিজয়। ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ। নারী। প্রেম-পিপাসায় কি তুমি এতই উন্মাদ হয়েছ যে, নারীত্বের সম্ভ্রমও বিসর্জ্জন দিতে বসেছ? পুরুষ কি কেবল নারীকে প্রেমিকার চক্ষেই দেখে? নারী-পুরুষে কি অন্য কোন সম্বন্ধ থাকতে পারে না? ভারতীকে দেখ্‌বে? অপেক্ষা কর; দেখ্‌বে, সে রূপে মানুষ পাগল হয় না—শ্রদ্ধায় লুটিয়ে পড়ে। এ প্রেম নয়—শ্রদ্ধা; আবার বল্‌ছি, আমার হৃদয়ে প্রেম ব'লে কোন পদার্থ নেই।

[ প্রস্থান।

কুবেণী। শ্রদ্ধা? আচ্ছা!

[ প্রস্থান।

---

## চতুর্থ দৃশ্য।

### লম্বকর্ণের বাটী।

সমার্জ্জনীহস্তে ঝাঁট দিতে দিতে মীনাক্ষীর প্রবেশ।

মীনাক্ষী। মিন্‌সে কর্‌লে কি গা? বাপ-মা ধন-দৌলত দেখে বিয়ে দিলে, মনে কর্‌লুম পায়ের উপর পা দিয়ে ব'সে খাবো। হাত্তোর অদৃষ্টের মাথা খাই রে! পোড়ারমুখো মিন্‌সে একদিনে সর্ব্বস্ব বিলিয়ে দিলে। শেষকালে কি না আমায় ঝাঁটা ধর্‌তে হ'লো! [ সম্মার্জ্জন ]

চৈতনের প্রবেশ।

চৈতন। মা!

মীনাক্ষী। দূর—দূর শৃগাল-কুকুরের জাত। রাত দিনই কেবল ম্যা—ম্যা। [ মুখ বিকৃত করিল! ]

চৈতন। মেয়েমানুষ মা বল্‌লে চ'টে যায়, এই প্রথম দেখ্‌লুম। তুই বেটী পাঁঠাবেচার মেয়ে, মা-ডাকের মর্ম্ম কি বুঝ্‌বি?

মীনাক্ষী। যা—যা—যা, সতীনপো আবার ছেলে!

চৈতন। তা হ'লে তুই এখনো আমার মা হ'বি নে?

মীনাক্ষী। আহা-হা! কি আমার সাত পুরুষের মাণিক রে!—

চৈতন। ওরে আমার পাঁঠাবেচার মেয়ে রে!

মীনাক্ষী। ফের্ ওই কথা!

চৈতন। তো বেটীর এখনও দেমাক ভাঙ্গে নি। টাকাকড়ি তো গেছেই, এইবার বাড়ীটা শুদ্ধ যাবে। তোকে আমি গাছতলায় বসাবো,

তবে তোর বিষদাঁত ভাঙ্গবে। মা-ডাক শুন্‌বি •নে বেটি। তোর বাবা শুন্‌বে।

মীনাক্ষী। হাঁ রে, ও হতচ্ছাড়া ডিংরে! তোর এমন বাড বেড়েছে? একটা বাঙ্গালীর মেয়েকে আমার বাড়ীতে ঢুকিয়েছিস্‌?

চৈতন। বেশ করেছি।

মীনাক্ষী। বেশ করেছিস্‌? মজা টের পাবি এখন। রাজার লোকেরা তোকে গরুখোঁজা কর্‌ছে। যেমন জাত, তার তেম্‌নি ধম্ম!

চৈতন। খবরদার। জাত তুলিস্‌ নে পাঁঠাবেচার মেয়ে!

মীনাক্ষী। ফের্‌ বল্‌বি? তবে আমি রাস্তার লোক ডেকে তোকে ধরিয়ে দেবো।

চৈতন। মেরে ফেল্‌বো—মেরে ফেল্‌বো বল্‌ছি।

মীনাক্ষী। ওগো, তোমরা—

চৈতন। চোপ্‌রাও।

মীনাক্ষী। কে কোথা আছ—

চৈতন। চোপ্‌রাও।

মীনাক্ষী। কি সর্ব্বনেশে ছেলে গা। আমার হাতে শুদ্ধ দড়ি পরাবে। মেয়েটার চাঁদপানা মুখ দেখে ভুলেছে নচ্ছার; আমি এখনি তাকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় কর্‌বো। [ প্রস্থান।

চৈতন। এই পাঁঠাবেচার মেয়ে! খবরদার বলছি; হাঁড়ী-কলসী বাসন-কোসন সব ফাটিয়ে ফেল্‌বো।

[ প্রস্থান।

ভারতীর প্রবেশ।

ভারতী। কোথায় এলাম? কার কাছে এলাম? কোথায় বাংলা,

কোথায় লঙ্কা! বাংলার মন্ত্রিকন্যা আজ চোরের মত মূষিকের বিবরে লুকাতে চায়। অদৃষ্টে আরও কি আছে, কে জানে? বিজয়! নিষ্ঠুর বিজয়! তোমার জন্য আমি সুদূর বাংলাদেশ থেকে এসে লঙ্কার এই নির্ব্বাত কারাগারে বন্দিনী: তবু কি তুমি টল্‌বে না? একবারও ফিরে চাইবে না?

মীনাক্ষীর প্রবেশ।

মীনাক্ষী। হ্যাঁ লা ছুঁড়ি। তোর রকমখানা কি বল্ তো? বেরিয়ে যাবি, না মরদ ডেকে গলাধাক্কা দিয়ে বার কর্‌বো?

ভারতী। কোথায় যাবো মা? পথে বেরুলেই রাজপুরুষেরা আমায় বন্দী ক'রে নিয়ে যাবে। অত্যাচারী রাজার আদেশে আমার নারীত্বের মর্য্যাদা হয় তো কাণাকড়ির মূল্যে বিকিয়ে-যাবে।

মীনাক্ষী। যায় যাক্, তাতে আমার কি?

ভারতী। তুমিও তো একজন নারী? নারীর লজ্জা-সরম, নারীর মর্য্যাদার অনুভূতি তোমারও বুকে আমার মত বর্ত্তমান। আমি নিঃস্ব—নিরাশ্রয়, তোমার এই প্রাসাদোপম অট্টালিকার এক কোণে আত্মগোপন করেছি। দয়া কর—রক্ষা কর!

মীনাক্ষী। ন'— না, যাবি তো যা, নইলে মার্‌বো মুড়ো ঝাঁটা।

ভারতী। মা! মা! আমি তোমার হতভাগিনী কন্যা; তোমার পায়ে পড়ি, আমায় দূর ক'রে দিও না। শুনেছি তোমাদের রাজা পশুর মত অধম; তার লালসার দৃষ্টির মধ্যে আমায় ছেড়ে দিও না।

মীনাক্ষী। মর্—মর্ ধিঙ্গী ছুঁড়ি! বাংলাদেশ থেকে সাতশো মরদের পিছু পিছু ছুটে এসেছে, তার আবার সতীপনা দেখ!

ভারতী। তোমরা প্রবৃত্তির দাসী, স্বামীর চিতা নিভ্‌তে না নিভ্‌তে

তোমরা আর একজনার কণ্ঠলগ্না হ'তে পার। নারীর মর্য্যাদা তুমি কি বুঝ্‌বে নারী ?

মীনাক্ষী। বটে—বটে! আমারই উপর তম্বী রে ছুঁড়ি! বেরো—বেরো—[ সম্মার্জ্জনী প্রহার ]

চৈতনের প্রবেশ।

চৈতন। [ সগর্জ্জনে ] মা! [ সম্মার্জ্জনী কাড়িয়া লইল। ]

মীনাক্ষী। যা—যা, বাইরে গিয়ে রাসলীলা কর্‌গে।

চৈতন। তার আগে আমি তোর এই পাপের পুরী পুড়িয়ে ছাই ক'রে দিয়ে যাবো। ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে যখন রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে, তখন বুঝ্‌বি, সব মানুষই এক ছাঁচে গড়া—সবারই রক্ত তোরই মত রাঙ্গা।

লম্বকর্ণের প্রবেশ।

লম্বকর্ণ। বের ক'রে দে—বে'র ক'রে দে ছুঁড়িকে। ও গিন্নি! সর্ব্বনাশ হ'লো গো—সর্ব্বনাশ হ'লো!

চৈতন। ফের্ বাবাগিরি কর্‌তে এসেছ ? বেরোও বলছি—বেরোও, নইলে দরোয়ান দিয়ে—

লম্বকর্ণ। চোপ্‌রাও শুয়ার!

মীনাক্ষী। গলাটা কিন্তু সেই রকম! কিন্তু দাড়ী আর চুল—

লম্বকর্ণ। আরে সে এক গেরো। বাঙ্গালী ব্যাটারা ধ'রে কামিয়ে দিয়েছে।

মীনাক্ষী। ও মা, তা আগে বল্‌তে হয়।

লম্বকর্ণ। আগে বল্‌বার কি ফুরসুৎ দিলে ?

মীনাক্ষী। যাক্—আপদ গেছে, এখন তবু মানুষের মত মনে হ'চ্ছে। তবে না কি তুমি বিবাগী হ'য়ে চ'লে গেছ্লে?

লম্বকর্ণ। সব বুজরুকি! শূয়ারকে আমি পথে বসাবো।

চৈতন। তুমিই কোন্ পালঙ্কে বসেছ? ধন-দৌলত সব ফুঁকে দিয়েছি। বাকী এই বাড়ীখানা।

লম্বকর্ণ। হায় হায় রে, বাড়ীটাও বুঝি যায়। ও গিন্নি! ছুঁড়িটাকে বের ক'রে দাও এখনি! ব্যাটারা সব মুড়ো জ্বেলে তৈরী হ'য়ে আছে।

মীনাক্ষী। কারা?

লম্বকর্ণ। রাজার লোকেরা; রাজার হুকুমে বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দিতে এসেছে। গেল—সব গেল।

ভারতী। কিছুই যাবে না ব্রাহ্মণ! তোমাদের সব অনর্থের কণ্ঠ রোধ ক'রে আমিই চ'লে যাচ্ছি।

চৈতন। খবরদার! এক পাও ন'ড়ো না।

ভারতী। না ভাই! অপরাধ ক্ষমা কর। আমার সর্ব্বাঙ্গে আগুনের দাহ,—যার কাছে যাই, সেই জ্ব'লে পুড়ে মরে। আর আমি তোমাদের বিপন্ন করবো না, আমার জন্য তোমরা কেন সর্ব্বস্বান্ত হবে?

চৈতন। হই হবো; গাছের তলায় দাঁড়াবো,—ক্ষিদে পেলে মুঠো মুঠো ছাই তুলে খাবো। তোর তাতে কি রে ছুঁড়ি? তোকে ছেড়ে দিই, আর তোর দেশের লোক বলুক—লঙ্কার বামুনগুলো ভূত, একটা মেয়েকে আশ্রয় দিতে পারে না। সে সব হবে না। ঘর-বাড়ী উড়ে পুড়ে ছাই হ'য়ে যাক্, তবু যতক্ষণ মাথার উপর ছাদ আছে, ততক্ষণ তোকে ছাড়্বো না।

মীনাক্ষী। তুই মর্! ওরে, আমি বাসি মুখে এখনও জল দিই নি, তুই তেরাত্তির মধ্যে মুখে রক্ত উঠে মর্। [প্রস্থান।

লম্বকর্ণ। তাই তো বাবা, একি হ'লো। আমার ছেলে হ'যে বেটা এমন দিগ্‌গজ হ'যে উঠেছে। তা কথাগুলো বল্‌ছে তো বড মন্দ নয়। ভেবে দেখি—ভেবে দেখি—

[ প্রস্থান।

ভারতী। চৈতন। তুমি কি চৈতন?

চৈতন। বাবা বলে বাঁদর, মা বলে গরু।

ভারতী। না, তুমি মানুষ: এতবড মানুষ যে, ক্ষুদ্র লঙ্কা তোমায ধারণা কর্‌তে পারে না। বাংলায একটা ক্ষত্রিয় দেখেছি বিজয়সিংহ, আর লঙ্কায একটা ব্রাহ্মণ দেখ্‌লাম তোমাকে।

চৈতন। হ্যাঁগা। ও সব বড বড কথা কি বলছো আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। আমার উপর রাগ করেছ? না—রাগ ক'রো না! আমি বড মুখ্যু, কথা কইতে জানি না—কি বল্‌তে কি ব'লে ফেলেছি। এই কান মল্‌ছি, মাপ কর।

ভারতী। তুমি দেবতা—তুমি দেবতা; আমি তোমায প্রণাম কর্‌ছি। [ প্রণাম ]

চৈতন। [ কাঁদ-কাঁদস্বরে ] এ্যাঁ—পেন্নাম ক'ল্লে?

ভারতী। শুধু একবার নয়, প্রাতঃ-সন্ধ্যা প্রণাম কর্‌বো জন্ম জন্ম প্রণাম কর্‌বো।

[ প্রস্থান।

চৈতন। গালাগালি দিযে গেল না কি?

[ প্রস্থান।

———

## পঞ্চম দৃশ্য।

### বনপথ।

ত্রিবেণী ও গোরার প্রবেশ।

ত্রিবেণী। এ আবার কোথায় নিয়ে চ'লেছিস্ গোরা? এ তো রাজপ্রাসাদের পথ নয়।

গোরা। না, রাজপ্রাসাদে আমরা যাবো না মা! আমরা এ দেশ ছেড়ে চ'লে যাচ্ছি।

ত্রিবেণী। দেশ ছেড়ে চ'লে যাচ্ছি? তবে যে বল্‌লি, রাজপ্রাসাদে যাচ্ছিস্?

গোরা। কি কর্‌বো মা? নইলে যে তুমি চল্‌তে চাও না, ফল জল মুখে দিতে চাও না? যমের সঙ্গে টানাটানি ক'রে তোমায় বাঁচিয়ে তুলেছি। এই রোগা শরীরে না খেলে যে তুমি ম'রে যাবে মা। তাই মিথ্যেকথা বলেছি।

ত্রিবেণী। গোরা!

গোরা। আমি কোন কথা শুন্‌বো না মা! কিছুতেই তোমায় সেই নিষ্ঠুর রাজার কাছে যেতে দেবো না। তুমি তো জান না, তেত্রিশ কোটি দেবতার পায়ে কত চোখের জল ঢেলে তোমায় বাঁচিয়ে তুলেছি। বুকে ছুরি বিঁধিয়ে তুমি মর্‌তে গিয়েছিলে, তোমার সেই রক্তমাখা অসাড় দেহটা ব'য়ে এনে কত দিনের চেষ্টায় আমি খাড়া ক'রে তুলেছি। সাত দিন তুমি চোখের পাতা খোল নি, সাত দিন আমার চোখে ঘুম ছিল না—মুখে একটু জল পড়ে নি; এখনও আমি

উপবাসী। মা! আমার এত চেষ্টা নিষ্ফল ক'রো না। চল—এ দেশ ছেড়ে পালিয়ে চল।

ত্রিবেণী। না—আমি চল্‌তে পার্‌ছি না।

গোরা। আমি মাথায় ক'রে নিয়ে যাবো।

ত্রিবেণী। তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাচ্ছে।

গোরা। বুক চিরে রক্ত দেবো।

ত্রিবেণী। আমার স্বামী—

গোরা। মরুক্—মরুক্—সব মরুক্। কিসের স্বামী? সব শত্রু! সেই রাক্ষুসে বামুনটা যদি তোমার গন্ধ পায়, তা হ'লে বাঘের মত থাবা পেতে ছুটে আস্‌বে। চল মা—চল!

ত্রিবেণী। না—আমি যাবো না। স্বামী আমার হত্যার আদেশ দিয়েছেন, সে আদেশ অমান্য ক'রে আমি কোথাও যেতে পার্‌বো না। একটা যুগ আমি তাঁকে দেখি নি। আমায় হারিয়ে রাজা হয় তো পাগল হ'য়ে গেছে, তাঁর চোখের জল আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি। কোথায় যাবো রে আমি? আমার এ মাটির দেশ ছেড়ে কোথায় যাবো? গোরা! আমায় রাজপ্রাসাদে নিয়ে চল্।

গোরা। সেখানে গেলে মর্‌তে হবে।

ত্রিবেণী। জানি; তবু সে আমার তীর্থ।

গোরা। তীর্থই বটে! অমন একটা নিষ্ঠুর রাজা—

ত্রিবেণী। রাজা নিষ্ঠুর নয়—নিষ্ঠুর তোরা।

গোরা। কেন, তোমায় বাঁচিয়েছি ব'লে? মেয়েমানুষ এমনি বেই-মানই বটে! মর্‌বার এতই সাধ তোমার? তবে চল—সাগরে জল আছে, হাত পা বেঁধে ফেলে দিই, তবু রাজার খাঁড়ার নীচে মাথা পেতে দিতে দেবো না।

ত্রিবেণী। দিতে হবে; আমি কখনও স্বামীর আদেশ অমান্য করবো না। চল্—চল্, ফিরে চল্।

গোরা। তোমার সঙ্গে আমারও মাথাটা দিতে হবে—নয়? কেবল স্বামী—স্বামী—স্বামী! আমি যে এতদিন 'মা—মা' ব'লে চোখের জলে পা ধুইয়ে দিলাম, আমি বুঝি কেউ নয়? স্বামী আরামের সিংহাসনে ব'সে ঘাতক লেলিয়ে দিলে, তার হুকুমটাই মাথা পেতে নিতে হবে? আমি যে ছেলে, না খেয়ে না ঘুমিয়ে তোমার সেবা করেছি, আমার কান্না তোমার কানেও পৌঁছাবে না? তুমি যদি এমন রাক্ষসী মা, আমিও তোমার বাঘা ছেলে। কাঁদ—খুব কাঁদ, আকাশ ফাটিয়ে ফেল—পাথর গলিয়ে দাও, আমি কিছুতেই তোমায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবো না।

ত্রিবেণী। তবে পথ দেখিয়ে দে, আমি নিজেই যাচ্ছি,—আমার মন বড় কাঁদছে!

গোরা। না—পথ নেই।

ত্রিবেণী। যাক্, আমি নিজেই পথ বেছে নেবো।

গোরা। যেতে পাবে না। কোথায় যাবে মা? কার কাছে যাবে মা? রাজা কি আছে? তাকে রাহুতে গিলে ফেলেছে। সে তোমায় দেখে চিন্‌তে পারবে না; যদি পারে, তা হ'লে তুমি তার মুখের দিকে চাইবার আগেই সে তোমার মাথায় খাঁড়া বসিয়ে দেবে।

ত্রিবেণী। দিক্—তবু যাবো, স্বামীর দেওয়া দণ্ড মধুময়।

গোরা। আর ছেলের দেওয়া ফুলের ডালা বিষে ভরা, না? হোক্, এই বিষই তোমায় খেতে হবে; চল।

ত্রিবেণী। আমি লঙ্কার রাণী, এমন চোরের মত যার তার হাত ধ'রে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাবো না।

গোরা। তোমার বাবা যাবে; বেঁধে নিয়ে যাবো।

ত্রিবেণী। গোরা! আমি মহারাণী; আমি তোর কাছে মিনতি করছি, আমায় ছেড়ে দে—আমার মন বড় কাঁদছে।

গোরা। মা! মা! তার চেয়ে আমার গলাটা টিপে ধর, বুকে ছুরি বিঁধিয়ে দাও। না—আমায় না মেরে তুমি যেতে পাবে না।

ত্রিবেণী। কেন—কেন? কে তুমি ছদ্মবেশী দানব, আমার স্বামীর ঘর থেকে পথে টেনে এনেছ? আমি রাজদণ্ডে হাসিমুখে মরতে গিয়েছিলাম, কিসের অধিকারে তুমি আমার প্রাণরক্ষা করেছ?

গোরা। মা! মা!

ত্রিবেণী। কে চেয়েছে তোমার সেবা? কে দিয়েছে তোমায় মহারাণীর মূর্চ্ছিত দেহ পথে টেনে আন্‌বার অধিকার?

গোরা। আর ব'লো না মা! পাগল হ'য়ে যাবো।

ত্রিবেণী। তুমি আমায় নিয়ে দেশান্তরী হ'তে চাও? তোমার এই হীন অভিসন্ধি কি এখনও আমার অজ্ঞাত? কামান্ধ পুরুষ!—

গোরা। কি—কি, কি বল্‌লি রাক্ষসী?

ত্রিবেণী। কি বল্‌ছি? কামান্ধ পুরুষ—

গোরা। চুপ্—চুপ্ কর্ রাক্ষসী! পৃথিবীটা ফেটে যাবে, বাতাসে আগুন ধ'রে যাবে। কি কর্‌বো তোকে আমি? মাথাটা ছিঁড়ে ফেল্‌বো, না জিবটা উপ্‌ড়ে নেবো? না, তুই যা—যা, চ'লে যা, তুই মর; তোর যে যেখানে আছে, সব মুখে রক্ত উঠে মরুক্। আমি ভুলে যাবো মা-ডাক—ভুলে যাবো দয়া মায়া। মেয়েমানুষকে যে মা ব'লে ডাক্‌বে, আমি তার টুঁটি ছিঁড়ে ফেল্‌বো।

ত্রিবেণী। গোরা!

গোরা। চ'লে যা—চ'লে যা সর্ব্বনাশী! কেন আমার বুকে এমন আগুন জ্বালিয়ে দিলি? আমি তোর জন্য আজ সাত দিন দানাটী

পর্য্যন্ত মুখে দিই নি। তোর শিয়রে ব'সে আমি যে আকুল হ'য়ে মা—মা ব'লে কত কেঁদেছি। বেশ করেছে, তোর পেছনে ঘাতক লেলিয়ে দিয়ে ঠিক করেছে! তুই মর্—তুই মর্! আমার চোখের সাম্‌নে থেকে দূর হ' বল্‌ছি, নইলে আমি তোর গলা টিপে মার্‌বো।

ত্রিবেণী। ভগবান্! জানি না, কি কর্‌লাম।

[ প্রস্থান।

গোরা। ওঃ, বুকের মধ্যে এ কি আগুন। কি কর্‌বো? জলে ঝাঁপ দেবো না মাথা খুঁড়ে মর্‌বো? ভগবান্! ভগবান্! তুমি সাক্ষী। যদি মনের কোণে এতটুকু দাগ থাকে, আমার মাথায় বাজ হানো; আর তা যদি না হয়, এই বেইমান মেয়ে-জাতটাকে পৃথিবী থেকে উপ্‌ড়ে ফেলে দাও।

[ প্রস্থান।

—

## ষষ্ঠ দৃশ্য।

### প্রাঙ্গণ।

ইন্দ্রনীলের প্রবেশ।

ইন্দ্রনীল। কেউ নেই, আজ বিশাল পুরীতে আমি নিতান্ত একা। সব ঘুমিয়েছে, কেউ একটা নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত ফেলে না, মাঝে মাঝে পেচকের গম্ভীর চীৎকার সমস্ত প্রাসাদটাকে কাঁপিয়ে তুল্‌ছে! তুমিও কি ঘুমিয়েছ দেবতা? শুন্‌তে পাচ্ছ না সৃষ্টির মর্ম্মভেদী কান্না? দেখ্‌তে পাচ্ছ না ভাগ্যহীনের এই অবিরল-অশ্রুধারা? ফিরিয়ে দাও—ফিরিয়ে দাও নিষ্ঠুর দেবতা।

মেঘার প্রবেশ।

মেঘা। ফিরিয়ে দেবে না রাজা! দেবতারা বড় নিষ্ঠুর, যা, নেয়, তা আর ফিরিয়ে দেয় না।

ইন্দ্রনীল। দেবে—দেবে, আমি চাইতে পাচ্ছি না; আমার রক্ত-মাখা হাত নিয়ে আমি ঐ মন্দিরে প্রবেশ কর্‌তে পাচ্ছি না। তুই একবার যা দেখি—যা!

মেঘা। রাজা! তুমি কি শেষে পাগল হ'লে? এমন অনাহারে অনিদ্রায় ক'দিন বাঁচ্‌বে রাজা? চল—ঘুমোবে চল!

ইন্দ্রনীল। ঘুম যে আসে না মেঘা! কোন্ সুখ-স্মৃতির পাখায় ভর দিয়ে আস্‌বে সে? চারিদিকে দাবদাহ! পত্নী নিহত—জীবন শ্মশান! ওঃ! কি করেছি আমি তোদের?

মেঘা। তুমি যে আমাদের স্নেহের বন্ধনে বেঁধেছ ; তোমায় জাগ্রত দেখে আমাদের যে ঘুম আসে না। তোমায় অনাহারী দেখে আমাদের মুখের গ্রাস যে বিষ হ'য়ে যায়। মহারাজ—[ কাঁদিয়া ফেলিল। ]

ইন্দ্রনীল। আবার কাঁদে? খবরদার! কাঁদিস্ নে বল্‌ছি! এত কান্নায় সাগর ফুলে ফেঁপে উঠ্‌বে। আকাশ কাঁদ্‌ছে—বাতাস কাঁদ্‌ছে—আমি কাঁদ্‌ছি, আবার তোরাও চোখের জল ফেল্‌বি? জ্বালা—চারিদিকে জ্বালা! কে আছিস্? বিস্মৃতি—বিস্মৃতি—বিস্মৃতি।

গীতকণ্ঠে পানপাত্রহস্তে রঙ্গিণীর প্রবেশ।

রঙ্গিণী।—

গীত।

বঁধু, তোমার ভাবনা কেন?
অঁজলা ভ'রে সুধা নিয়ে আছি আমি সদাই জেনো॥
চোখে যদি ঝাপসা দেখ, বঁধু, আমায় অমনি ডেকো,
আমাব অঙ্গরেণু আঙ্গুল চাঁপায় বুলিয়ে চোখে কাজল টেনো॥
আঁখিপাতে ঘুম না এলে, জড়িয়ে ধ'রো বাহু মেলে,
নিটোল গালে অধরখানি আধ ধীরে নামিয়ে এনো॥

[ পানপাত্র দিয়া প্রস্থান।

মেঘা। মহারাজ! আর ও বিষ খেয়ো না।

ইন্দ্রনীল। কেন খাবো না? খুব খাবো—খুব খাবো।

মেঘা। দোহাই—দোহাই রাজা! [ সুরাপাত্র কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিল। ]

ইন্দ্রনীল। দূর হ' অবাধ্য! [ পানপাত্র দ্বারা মেঘার মস্তকে সজোরে আঘাত করিলেন। ]

মেঘা। উঃ—[ রক্তাক্তমস্তকে মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। ]

পুরঞ্জয়ের প্রবেশ।

পুরঞ্জয়। রাজা! একি অত্যাচার! রাক্ষসের মত পত্নীকে হত্যা করেছ, আজ আবার এই রাজভক্ত প্রজাকেও তুমি বাঁচ্‌তে দেবে না? সুরার স্রোতে স্নেহ মমতা কর্ত্তব্য মনুষ্যত্ব সবই কি ভাসিয়ে দিয়েছ? রাজ্যময় বিশৃঙ্খলা, প্রজাদের ঘরে ঘরে কান্নার রোল উঠেছে, আর তুমি দিবানিশি এমনি ক'রে পিশাচের সেবা কর্‌বে?

ইন্দ্রনীল! হিংসা হ'চ্ছে? এস—তুমিও পান কর, বড় শান্তি—বড় শান্তি!

পুরঞ্জয়। রাজা!

ইন্দ্রনীল। কে রাজা? রাজা অগ্নিমিত্র। রাজা কখনও নিজের সাধ্বী পত্নীকে হত্যা করে নির্ব্বোধ? আমি রাজা নই। বন্ধু! আমি যদি বিষ খাই, তুমি কেন খাবে না প্রিয়বর? এস—এস—[ সুরাপাত্র প্রদানোদ্যত ]

পুরঞ্জয়। [ পাত্র নিক্ষেপ করিয়া ] ওঃ। এতদূর এগিয়েছ তুমি ইন্দ্রনীল? তবে আজই তোমার রাজত্বের অবসান হোক্। [ অসি নিষ্কাশন। ]

মেঘা। কি—কি! আমার রাজাকে - [ উঠিতে গিয়া পড়িয়া গেল। ]

পুরঞ্জয়। দেখ্‌ছো—দেখ্‌ছো পাষাণ! সইতে পার্‌ছো? নাও—অস্ত্র নাও, আমি তোমায় হত্যা কর্‌বো।

অগ্নিমিত্রের প্রবেশ।

অগ্নিমিত্র। সাবধান পুরঞ্জয়। ইন্দ্রনীল রাজা, আর তুমি একটা তুচ্ছ সেনানী।

পুরঞ্জয়। তা হ'লেও আমি এ শাঠ্যের প্রতিকার কর্‌বো।

অগ্নিমিত্র। সে কর্ত্তব্য আমার, তুমি ভৃত্য, ভৃত্যের মত থাক। সাবধান! রাজসম্মান ক্ষুণ্ণ করলে আমি তোমায় পুত্র ব'লে ক্ষমা কর্‌বো না।

পুরঞ্জয়। কি কর্‌বে?

অগ্নিমিত্র। বলি দেবো, যেমন ক'রে ত্রিবেণীকে বলি দিয়েছি। তার পিতৃ-সম্বোধন তোমার চেয়ে কর্কশ ছিল না—আমার প্রাণে তার জন্য তোমার চেয়ে কম স্নেহ ছিল না। রূপে সে ছিল লক্ষ্মী, গুণে ছিল সরস্বতী, তবু ইন্দ্রনীলের স্বার্থের জন্য সেই ত্রিবেণীকে হত্যা করেছি।

পুরঞ্জয়। অস্ত্র নাও রাজা! হয় তুমি আমাকে বধ কর, না হয় আমি তোমাকে বধ কর্‌বো। [ অসি উত্তোলন। ]

মেঘা। [ অতি কষ্টে উঠিয়া ] কেন—কেন? আহত হয়েছি আমি, তুমি আর্ত্তনাদ কর্‌বার কে? আমার দেহে অনেক রক্ত আছে, দু'দশ ফোঁটা আমি সাধ ক'রে ঢেলে দিয়েছি। আমার রক্তে নদী ব'য়ে যাক্, আমি সেই রক্তমাখা দেহ দিয়েই ওকে জড়িয়ে ধর্‌বো। ও যে আমার রাজার ছেলে, অদৃষ্টের কশাঘাতে জর্জ্জরিত—মানুষের অত্যাচারে জীবন্মৃত। দেখ—দেখ, সোনার অঙ্গ কালি হ'য়ে গেছে—চোখে শ্রাবণের ধারা বইছে! ওঃ! এ কি সয়—এ কি সয়!

পুরঞ্জয়। [ তরবারি কোষবদ্ধ করিয়া একদৃষ্টে মেঘার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন, তাঁহার চক্ষু হইতে অলক্ষ্যে দুই বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। ]

অগ্নিমিত্র। [ পুরঞ্জয়ের প্রতি ] কি উদ্ধত যুবক! অসি নাম্‌লো যে? অবাক-বিস্ময়ে কি দেখ্‌ছো?

পুরঞ্জয়। দেখ্‌ছি রাজভক্তি। বেঁচে গেলে রাজা! আমি তোমায়

ক্ষমা কর্‌লাম। যে দেশে এমন রাজভক্ত প্রজা জন্মেছে, সে দেশ নরক হ'লেও দেবতার বাঞ্ছিত।

মেঘা। আর একটা কথা ভাব সেনানী! যাদের রাজা এমন দুঃখী, তাদের চোখের জল ফেলা সাজে না।

[ প্রস্থান।

বিজয়সিংহের প্রবেশ।

বিজয়। অভিবাদন লঙ্কেশ্বর।

ইন্দ্রনীল। কে?

বিজয়। বিজয়সিংহ।

সকলে। [ সবিস্ময়ে ] বিজয়সিংহ?

বিজয়। ভারতীর মুক্তির বিনিময়ে আমাকে চেয়েছিলে, তাই বিনিময় এনেছি; মহামানী লঙ্কেশ্বর! তোমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ কর, ভারতীকে মুক্তি দাও।

অগ্নিমিত্র। ভারতীর মুক্তি? বাঙ্গালী! তোমার বিরুদ্ধে কতগুলো অভিযোগ, জান? তুমি রাজদণ্ডে দণ্ডিত শালিবাহনকে রক্ষা করেছ— তোমার আদেশে তোমার অনুচরেরা কুবেণীকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে— তোমারই ইঙ্গিতে লঙ্কায় আজ লুণ্ঠনের স্রোত চলেছে, কেমন, এ সব সত্য?

বিজয়। সব সত্য।

ইন্দ্রনীল। কিন্তু কেন? কিসের অহঙ্কারে লঙ্কার রাজশক্তির বিরুদ্ধে তুমি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছ?

বিজয়। মনুষ্যত্বের অহঙ্কারে—এই বাহুবলের অহঙ্কারে; আর কোন কথা আছে?

পুরঞ্জয়। যুবক। কেন তুমি সাধ ক'রে মৃত্যুর গহ্বরে এসে প্রবেশ করেছ? জান না, এ যমালয়?

বিজয়। জানি; আর যমও জানে, আমি বিজয়সিংহ।

অগ্নিমিত্র। [ এতক্ষণ উত্তেজিতভাবে পদচারণা করিতেছিলেন, সহসা বিজয়ের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বজ্রকঠোরস্বরে বলিলেন ] শালিবাহন কোথায়?

বিজয়। আমার আশ্রয়ে।

ইন্দ্রনীল। আর কুবেণী?

বিজয়। সেও আমার আশ্রয়ে।

অগ্নিমিত্র। তাদের চাই।

বিজয়। পাবে না; তারা আমার আশ্রিত।

ইন্দ্রনীল। তোমার আশ্রয় কোথায়?

বিজয়। বল্‌বো না।

অগ্নিমিত্র। কার অনুমতি নিয়ে তোমরা লঙ্কায় প্রবেশ করেছ?

বিজয়। যার অনুমতি না নিয়ে তোমরা এই লঙ্কার সিংহাসন-অধিকার ক'রে বসেছ, সেই শালিবাহনের।

অগ্নিমিত্র। তা হ'লে কুবেণী শালিবাহনকে সমর্পণ কর্‌বে না?

বিজয়। না—প্রাণ থাক্‌তে নয়।

ইন্দ্রনীল। তবে তোমার প্রাণটাই দিয়ে যেতে হবে যুবক।

বিজয়। প্রাণ হাতে ক'রেই এনেছি রাজা! বিনিময়ে বাঙ্গালী নারী:ক মুক্তি দাও।

ইন্দ্রনীল। বাঙ্গালী নারী লঙ্কার প্রাসাদে নেই।

বিজয়। মিথ্যা কথা।

পুরঞ্জয়। না বাঙ্গালী, এ সত্য।

বিজয়। তবে বিনিময় চেয়েছ কেন? আমায় করায়ত্ত করবে ব'লে? এই রাজনীতি নিয়ে তোমরা রাজ্য শাসন করবে? রাজা ইন্দ্রনীল! তুমি বিজয়সিংহকে চেন না, পাও নাই তার শক্তির পরিচয়। আমায় হত্যা করবে, এমন জল্লাদ লঙ্কায় জন্মায় নি। আমায় বন্দী ক'রে রাখবে, এমন কারাগারও লঙ্কায় তৈরী হয় নি। আমি তোমায় মৃত্যু-দণ্ড দিয়ে রেখেছি রাজা! সে দণ্ড প্রত্যাহার করতে পারি এক সর্ত্তে, যদি তুমি সসম্মানে ভারতীকে আমাদের হাতে ফিরিয়ে দাও।

ইন্দ্রনীল। তা হয় না বাঙ্গালী!

বিজয়। ইন্দ্রনীল! অবলা নারীকে অবরুদ্ধ ক'রে কারাগারের কোন গৌরব নাই। তাকে মুক্তি দিয়ে আমাকে সেই কারাগারে আবদ্ধ ক'রে রাখ; আমি দেখতে চাই, লঙ্কার কারাগার কোন্ লৌহ-প্রাচীর দিয়ে ঘেরা।

অগ্নিমিত্র। সে প্রাচীর ভেদ ক'রে সূর্য্যের আলোকও প্রবেশ করতে পারে না। কি দেখবে তুমি নবনীত-কোমল যুবক! আমি কৃষ্ণ কেশ নিয়ে কারাগারে প্রবেশ করেছিলাম, শুভ্র কেশ নিয়ে বেরিয়ে এসেছি। এই দীর্ঘকালের মধ্যে একটা পাখীর ডাকও শুনি নি। যাক্, শালিবাহনকে প্রত্যর্পণ করবে কি না?

বিজয়। না—কখনই না। তোমরা কাপুরুষ, বীরধর্ম্ম কি বুঝবে? যে বীর, সে নিজের মাথা দিতে পারে, তবু শরণাগতকে শত্রুর হাতে সমর্পণ করে না।

চৈতনের প্রবেশ।

চৈতন। ঠিক বলেছ—বেড়ে বলেছ; এস তো দাদা! একবার কোলাকুলি করি।

পুরঞ্জয়। কে তুই উন্মাদ যুবক?

চৈতন। খবরদার! উন্মাদ ব'লো না বল্‌ছি। আমি লম্বকর্ণের ব্যাটা চৈতন।

অগ্নিমিত্র। উন্মাদ যুবক। তুমি রাজ-আদেশ অমান্য ক'রে বাঙ্গালী নারীকে আশ্রয় দিয়েছ,—তুমি মর্‌বে।

পুরঞ্জয়। কেন পিতা। কোন্ অপরাধে? বিনা দোষে লাঞ্ছিতা এক নারীকে আশ্রয় দিয়ে এই যুবক লঙ্কার মান রক্ষা করেছে, তার জন্য তোমরা ওদের গৃহ ভস্মসাৎ করেছ। তার উপর আবার প্রাণ-দণ্ড?

ভারতীর প্রবেশ

ভারতী। মহারাজ। এ কি অত্যাচার? একি!—যুবরাজ।

বিজয়। ভারতী। ভারতী।

অগ্নিমিত্র। স'রে যাও।

বিজয়। রাজা! বিনিময় নাও। আমি স্বেচ্ছায় বন্দিত্ব স্বীকার কর্‌ছি।

ইন্দ্রনীল। রক্ষী! [ রক্ষীর প্রবেশ। ] বন্দী কর এই যুবককে।

রক্ষী। [ বিজয়কে বন্দী করিল। ]

বিজয়। আনন্দ কর—উৎসব কর—লঙ্কার সমস্ত অধিবাসীদের নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে এস। সিংহের শাবক বিজয়সিংহ—বাঘের দাঁত যার দেহ বিদ্ধ কর্‌তে পারে নি, সে আজ তোমাদের বন্দী!

অগ্নিমিত্র। এই নারীকেও শৃঙ্খলিত কর।

বিজয়। কি! আমার সম্মুখে বাঙ্গালী নারীকে শৃঙ্খলিত কর্‌বে? সাবধান রক্ষী। আর এক পাও অগ্রসর হ'য়ো না। রাজা। একি

অত্যাচার! বিনিময় পেয়েও তুমি এই নারীকে মুক্তি দেবে না? তা হ'লে তোমার প্রতিশ্রুতি মিথ্যা? বিজয়সিংহের সঙ্গে প্রতারণা? জান রাজা! এর মূল্য কি দিতে হবে তোমায়?

পুরঞ্জয়। পিতা! এ কি অবিচার? রাজা! তুমি কি শুধু কাঠের পুতুল?

অগ্নিমিত্র। স্তব্ধ হও নির্ব্বোধ!

বিজয়। রাজা! আমি এই শেষবার বল্‌ছি, যদি নিজে বাঁচ্‌তে চাও—তোমার সোনার লঙ্কাকে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে চাও—যদি রাজ্যহারা সর্ব্বহারা হ'য়ে তিলে তিলে দগ্ধ হ'তে না চাও, তবে ভারতীকে বন্দী কর্‌বার কল্পনা ক'রো না। আমি সব সইতে পারি, কিন্তু জাতির অপমান সইতে পারি না।

অগ্নিমিত্র। [ দৃঢ়স্বরে ] বিজয়সিংহ!

বিজয়। চুপ্‌! রাজার সঙ্গে কথা, তার মধ্যে তুমি কে?

অগ্নিমিত্র। আমি ক্ষুধিত ব্যাঘ্র।

বিজয়। আমি ব্যাঘ্রের যম।

অগ্নিমিত্র। উত্তম; এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা কর।

[ প্রস্থান।

বিজয়। রাজা! তোমার অভিপ্রায়? ভারতীকে মুক্তি দেবে না?

ইন্দ্রনীল। দিতে পারি, কুবেণী শালিবাহনের বিনিময়ে।

বিজয়। আবার বিনিময়? শঠ! প্রতারক! এই তোমার রাজ-ধর্ম্ম? না—আমি বিনিময় দেবো না।

ইন্দ্রনীল। তবে তোমরা উভয়েই আমার বন্দী। রক্ষী! এই নারীকে বন্দী কর।

রক্ষী। [ অগ্রসর হইল ]

বিজয়। তবে দেখ বাঙ্গালীর শক্তি!

[ বিজয়সিংহ সহসা শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন, রক্ষী সভয়ে পলায়ন করিল ; ইন্দ্রনীল বিজয়সিংহকে আক্রমণার্থ তরবারি নিষ্কাশিত করিলেন, সেই মুহূর্ত্তে পুরঞ্জয় ও চৈতন রাজার সম্মুখে আসিয়া নিজেদের বলিরূপে উৎসর্গ করিয়া বাধা দিল, ইত্যবসরে বিজয়সিংহ ভারতীকে লইয়া অদৃশ্য হইলেন। ইন্দ্রনীল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন ; পুরঞ্জয় চৈতনের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া দ্রুত প্রস্থান করিলেন। ]

অগ্নিমিত্রের পুনঃ প্রবেশ।

অগ্নিমিত্র। বিজয়সিংহ!

ইন্দ্রনীল। পলায়িত—ভারতীকে নিয়ে।

অগ্নিমিত্র। পলায়িত? তোমার সম্মুখ থেকে? ওঃ! এও আমায় বিশ্বাস কর্‌তে হ'লো!

ইন্দ্রনীল। কি কর্‌বো প্রভু! বাধা দিলে এক বিদ্রোহী।

অগ্নিমিত্র। বিদ্রোহী? স্বয়ং লঙ্কেশ্বর সশস্ত্র দাঁড়িয়ে, আর তার চোখের উপর দিয়ে একটা বাঙ্গালী বন্দিনী নারীকে নিয়ে উধাও হ'য়ে গেল? কে সে বিদ্রোহী? সে বিদ্রোহীর এক ফোঁটা রক্তপাতও হ'লো না?

ইন্দ্রনীল। প্রভু! তুমি জান না, সে এমন বিদ্রোহী, যার উপর অস্ত্রাঘাত কর্‌তে ইন্দ্রনীলের হাত উঠলো না।

অগ্নিমিত্র। তবু বিদ্রোহী। যেই হোক্ সে, রাজদণ্ড তাকে ক্ষমা কর্‌তে পারে না। তাকে অন্বেষণ কর,—যেমন ক'রে হোক্, তাকে আদর্শ শাস্তি দেওয়া চাই।

ইন্দ্রনীল। যা হয়, তুমিই কর গুরু! আমায় একটু বিশ্রাম দাও।

রক্ষীর পুনঃ প্রবেশ।

রক্ষী। মহারাজ! বাঙ্গালীরা আমাদের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করেছে।

অগ্নিমিত্র। কি? কি? অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করেছে? বাঙ্গালীরা? কবে? কখন?

রক্ষী। এইমাত্র।

অগ্নিমিত্র। যাও। [ রক্ষীর প্রস্থান ] বাঙ্গালী—বাঙ্গালী—বাঙ্গালী! লুণ্ঠনে বাঙ্গালী—রাজদ্রোহে বাঙ্গালী—হত্যায় বাঙ্গালী! সাতশো বাঙ্গালী কি পল্লায় ছড়িয়ে আছে? বল রাজা! এ তোমার রাজত্ব না বাঙ্গালীর রাজত্ব?

ইন্দ্রনীল। আমারও নয়, বাঙ্গালীরও নয়: এ রাজত্ব তোমার।

অগ্নিমিত্র। তবে প্রস্তুত হও, পক্ষান্তেই শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ।

[ প্রস্থান।

ইন্দ্রনীল। যুদ্ধ—যুদ্ধ! তাই ভাল গুরু, তবু একটা কাজ পাওয়া যাবে। আয় মৃত্যু! আয়—আমার আলিঙ্গনে ধরা দিবি আয়।

[ উদাসভাবে প্রস্থান।

———

# চতুর্থ অঙ্ক।

## প্রথম অঙ্ক।

প্রাসাদের পশ্চাদ্‌ভাগ।

শালিবাহনের প্রবেশ।

শালিবাহন। কৃষ্ণা-চতুর্দ্দশী রাত্রি; ঘন অন্ধকার মুড়ি দিয়ে লঙ্কার রাজপ্রাসাদ অসাড়ে ঘুমিয়ে আছে, কেউ জেগে নাই। ইন্দ্রনীল মণি-ময় পর্য্যঙ্কে সুখ-স্বপ্ন দেখ্‌ছে। এই তো মাহেন্দ্র-যোগ। চলুক শতনলী, চলুক্ কামানের গোলা; কারও ঘুম ভাঙ্গাতে দেওয়া হবে না—সব ছাই হ'য়ে যাক্।

অজয়সিংহের প্রবেশ

অজয়। রাজা! একি পৈশাচিক আচরণ তোমার? নিশীথ অন্ধকারে সুপ্তিময় রাজপ্রাসাদের উপর আগ্নেয়াস্ত্রবর্ষণ! কাউকে নিশ্বাস ফেল্‌বার অবকাশ দেবে না? প্রতিরোধ কর্‌বার সময় দেবে না?

শালিবাহন। না—দেবো না; কেন দেবো? ওরা তো আমায় অস্ত্রাধারণের অবকাশ দেয় নি—আমার সানুনয় ভিক্ষায় কর্ণপাত করে নি—আমার কন্তার দরবিগলিত অশ্রুধারা দেখে একটুও টলে নি। যাও—যাও, আমি এই মুহূর্ত্তে প্রসাদটা উড়িয়ে দেবো; এই আমার প্রতিহিংসা।

অজয়। এ তোমার কাপুরুষতা।

শালিবাহন। এই কাপুরুষতাই আজ লঙ্কার রাজনীতি।

অজয়। এ হীন রাজনীতির বিরুদ্ধেই আমার অভিযান।

শালিবাহন। ওহে! অমন বড় বড় কথা আমিও একদিন বলেছি, নিরস্ত্র শত্রুকে আমিও একদিন নিজের অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেছি; আর সে যুগ নাই, সে শাস্ত্র অচল হ'য়ে গেছে।

অজয়। সে তোমার কাছে, আমাদের কাছে নয়। আমি জীবিত থাক্‌তে কিছুতেই তোমাকে এ পৈশাচিক অনুষ্ঠান কর্‌তে দেবো না। আমাদের যুবরাজ ঐ প্রাসাদের মধ্যে।

শালিবাহন। সে কি আছে রে নির্ব্বোধ! ইন্দ্রনীল তাকে হত্যা করেছে।

অজয়। তা হ'লেও আমরা রাত্রি প্রভাত পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর্‌বো: যদি তার মধ্যে বিজয় ফিরে না আসে, তা হ'লে আমিই লঙ্কার রাজপ্রাসাদে গোলাবর্ষণ কর্‌বো।

শালিবাহন। না বাঙ্গালী! এ সুযোগ আমি কিছুতেই ত্যাগ কর্‌তে পারি না, ঐ পাপের প্রাসাদটাকে সমভূমি না কর্‌লে এ জ্বালা নিভ্‌বে না।

কুবেণীর প্রবেশ।

কুবেণী। বাবা!

শালিবাহন। এঃ! তুই বেটী আবার কেন এলি? যা—যা, ঘুমুগে যা, প্রভাতে উঠে দেখ্‌বি, তোর বাবা কেমন প্রতিশোধ নিয়েছে।

কুবেণী। বাবা! ক্ষান্ত হও; আশ্রয়দাতা বাংলার যুবরাজ যে ঐ প্রাসাদের মধ্যে।

শালিবাহন। সে নেই; আমি স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি, ইন্দ্রনীল তাকে হত্যা করেছে।

অজয়। তা যদি হয়, প্রকাশ্য যুদ্ধে তার প্রতিশোধ নেবো।

শালিবাহন। ইন্দ্রনীল তো প্রকাশ্য যুদ্ধে আমার সিংহাসন জয় ক'রে নেয় নি!

কুবেণী। তুমিও তো বাবা, প্রকাশ্য যুদ্ধে তার পিতাকে হত্যা কর নি।

শালিবাহন। তার আগের ইতিহাসটা জানিস্ কন্যা? কেউ জানে না। জগৎ শুদ্ধ সবাই দেখেছে, শালিবাহন নিষ্ঠুর—গুপ্তঘাতক—রাজদ্রোহী! কেউ জানে না, কত বড় একটা করুণ ইতিহাস এই বুকের মধ্যে আমি গোপন ক'রে রেখেছি।

কুবেণী। কিসের ইতিহাস বাবা?

শালিবাহন। শুন্‌বি? শুন্‌লে ধমনীর মধ্যে রক্ত টগবগ ক'রে ফুটে উঠ্‌বে। আমি চাষার ছেলে; দিন রাত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে জীবিকা নির্ব্বাহ কর্‌তাম, কিন্তু আমার পর্ণকুটীরে একটা অমূল্য সম্পদ ছিল,—সে তোর মা, আর দুটী যমজ কন্যা। দিবসান্তে ঘরে ফিরে এসে যখন তাদের পানে চাইতাম, মনে হ'তো, স্বর্গ যদি থাকে তো আমার কুটীরে।

কুবেণী। তারপর?

শালিবাহন। আমার এত সুখ দেশের রাজার সহ্য হ'লো না! চাষার ঘরে এত রূপ তার বিচারে অন্যায় ব'লে মনে হ'লো; তাই একদিন নিশীথ রাত্রে তারা তোর মাকে ডাকাতি ক'রে নিয়ে গেল।

অজয়। একটা রাজা এত নীচ হ'তে পারে?

কুবেণী। বাবা!

শালিবাহন। শোকে, অপমানে, লজ্জায় উন্মাদ আমি রাজসভায় ছুটে গেলাম, আমায় পদাঘাত ক'রে তাড়িয়ে দিলে। কিন্তু রুদ্রদমনের

এই পৈশাচিকতায় অনেক রাজকর্ম্মচারী ক্ষেপে উঠ্‌লো; তাদেরই সহায়তায় আমি রুদ্রদমনকে হত্যা ক'রে লঙ্কার সিংহাসন অধিকার করলাম।

কুবেণী। মায়ের কি হ'লো বাবা?

শালিবাহন। অগ্নিমিত্র তাকে রুদ্রদমনের সঙ্গে বিবাহ দিতে গিয়েছিল। সে সাধ্বী প্রাণ দিলে, তবু রুদ্রদমনের কুশাগ্রবন্ধনে ধরা দিলে না।

কুবেণী। এ কথা এতদিন বল নি কেন বাবা?

শালিবাহন। ইন্দ্রনীলের মুখ চেয়ে। তার পিতাকে যখন হত্যা করি, তখন সে পঞ্চমবর্ষীয় শিশু: তাকেই লঙ্কার সিংহাসনে বসাবো ব'লে আমি তাকে তোর সঙ্গে সমান আদরে লালন-পালন করেছিলাম। পিতার পৈশাচিকতা পাছে পুত্রের জীবন বিষময় ক'রে তোলে, তাই কোন দিন তার কাছে সে কাহিনী কেউ বলে নি।

অজয়। সেই ইন্দ্রনীল আজ তোমাকে হত্যা করতে চায়?

শালিবাহন। চাইবে না? এ যে কলি। তবে বল্ তো কন্যা, কত সইবো আর? ঐ পাপের প্রাসাদ সমভূমি ক'রে রুদ্রদমনের বংশ নির্ব্বংশ করলেও এ তুরপনেয় কলঙ্ক ঘুচবে না। ঐ দেখ্—ঐ দেখ্, তোর মা স্বর্গ থেকে বল্‌ছে, "প্রতিশোধ নাও—রুদ্রদমনের বংশ ধ্বংস কর।" বিজয়া—বিজয়া—

কুবেণী। বাবা! তুমি কি পাগল হ'লে?

শালিবাহন। পাগল হবো না? এত অবিচার—এত জ্বালা মানুষ সইতে পারে? কুবেণী! স'রে যা; আমার মাথায় আজ খুন চেপেছে।

অজয়। রাজা শালিবাহন!—

শালিবাহন। কথা ক'য়ো না বাঙ্গালী, টিক্‌বে না।

বিজয়সিংহের প্রবেশ।

বিজয়। অজয়সিংহ!

অজয়। বিজয়! বিজয়! এ কি? তোমার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত, এ যে অজস্রধারে রক্তস্রাব হ'চ্ছে।

বিজয়। হোক্—ভ্রূক্ষেপ করি না। অজয়! তুমি ছুটে যাও, ভারতীকে ঐখানে ফেলে রেখে এসেছি; মূর্চ্ছিতা কি মৃতা, জানি না। যদি বেঁচে থাকে, শুশ্রূষা কর; যদি মৃতা হয়, সৎকার ক'রো। আমি আর দাঁড়াতে পাচ্ছি না; একটু বিশ্রাম—একটু বিশ্রাম!

কুবেণী। যুবরাজ! [ শুশ্রূষা করিতে লাগিল। ]

বিজয়। যাও অজয়। রাজপুরুষেরা ছুটে আস্‌ছে!

[ অজয়ের দ্রুত প্রস্থান।

শালিবাহন। রাজপুরুষেরা ছুটে আস্‌ছে? আ'র কাউকে আস্‌তে হবে না। আমি এই মুহূর্ত্তেই প্রাসাদ শুদ্ধ উড়িয়ে দেবো।

বিজয়। রাজা! স্থির হও, আমায় একটু বিশ্রাম করতে দাও! কাল প্রভাতে আমি ইন্দ্রনীলকে সম্মুখ যুদ্ধে আহ্বান কর্‌বো। আমার শপথ, তোমার কন্যাকে আমি সিংহাসনে বসাবো। এ তোমারই জন্ম-ভূমি—তোমারই আত্মীয়-স্বজন; আমার অনুরোধ—

শালিবাহন। কোন কথা শুন্‌বো না। প্রতিশোধ চাই—প্রতিশোধ!

ত্রিবেণীর প্রবেশ।

ত্রিবেণী। কে গা তোমরা? রাজপ্রাসাদের পথ বল্‌তে পার?

শালিবাহন। কে তুমি নারী?

ত্রিবেণী। আমি? আমি লঙ্কার—না—না, আমি ভিখারিণী; রাজ-

প্রাসাদের মধ্যে সর্ব্বস্ব হারিয়ে এসেছি। বল—বল, প্রাসাদের এই কি পথ?

কুবেণী। তুমি—তুমি ত্রিবেণী না? হায় বোন্, তোমারও স্থান রাজপথে?

শালিবাহন। তুমি ত্রিবেণী? লঙ্কার রাজ্যেশ্বরী?

বিজয়। কে লঙ্কার রাজ্যেশ্বরী?

শালিবাহন। এই যে, দেখ্‌বে এস,—দেখ্‌বে এস, লঙ্কার অধীশ্বরী—ইন্দ্রনীলের স্ত্রী। হাঃ-হাঃ-হাঃ! ইন্দ্রনীল! এইবার তোমায় মুঠোর মধ্যে পেয়েছি। প্রতিশোধ—প্রতিশোধ! এমন প্রতিশোধ তোমায় দেবো যে, সে কথা শুনে তোমার অন্তরাত্মা ত্রাহিরবে আর্ত্তনাদ ক'রে উঠ্‌বে। ঠিক পথে এসেছ নারী! আর তোমায় ফিরে যেতে হবে না।

কুবেণী। বাবা! তুমি কি এই অসহায়া নারীকে হত্যা করবে? না বাবা! একে ক্ষমা কর।

শালিবাহন। তোমার আবার এত দয়া কবে হ'তে হ'লো কন্যা! তুমি না লঘু অপরাধে এক হতভাগ্য যুবকের চোখ উপ্‌ড়ে নিয়েছিলে?

কুবেণী। লঘু হ'লেও সে অপরাধ! কিন্তু এ যে নির্দ্দোষ।

শালিবাহন। রাবণ হরণ করেছিল সীতাকে, বন্ধন হ'লো সমুদ্রের। যাও—যাও, কারও কথা শুন্‌বো না। প্রতিশোধ! প্রতিশোধ! হাঃ-হাঃ-হাঃ!

ত্রিবেণী। আমার উপর প্রতিশোধ নেবে—তুমি? পারবে না। আমার কাছে এমন অস্ত্র আছে, যার কাছে তোমার সহস্র আগ্নেয়াস্ত্র নিস্তেজ হ'য়ে যাবে।

শালিবাহন। ওরে, সে শালিবাহন আর নাই। একদিন নারীর অশ্রুজলে যার হাত থেকে তরবারি খ'সে পড়্‌তো, ব্যথিতের আর্ত্তনাদে

যার চোখে ঘুম ছিল না, শরণাগতের রক্ষার জন্য যে আগুনে ঝাঁপ দিতে পার্‌তো, সে শালিবাহন ম'রে গেছে। নারী! ইন্দ্রনীলের স্ত্রীর জন্ত এ হৃদয়ে একটুও স্নেহ নাই।

ত্রিবেণী। যথেষ্ট আছে; কিন্তু প্রাণভিক্ষা আমি চাই না, মৃত্যুদণ্ড আমার হ'য়ে গেছে। আমি মর্‌তেই চলেছি, শুধু একবার রাজাকে দেখ্‌বো।

কুবেণী। মর্‌তে চলেছ, তার অর্থ?

ত্রিবেণী। মহানায়ক অগ্নিমিত্রের আদেশে আমার প্রাণদণ্ড হ'য়ে গেছে।

কুবেণী। ইন্দ্রনীলের রাজত্বে তোমার প্রাণদণ্ড? কেন?

ত্রিবেণী। কারণ আমার জন্মদাতা লঙ্কেশ্বরের পরম শত্রু শালিবাহন।

কুবেণী। রাজা শালিবাহন?

শালিবাহন। [ ত্রিবেণীর মুখের দিকে একদৃষ্টে দেখিয়া ] তুমি কি তবে সেই, আমি যাকে শৈশবে ত্যাগ করেছিলাম?

ত্রিবেণী। হ্যাঁ—আমি সেই; এস—হত্যা কর।

শালিবাহন। ভগবান্! ভগবান্! এ কি নিষ্ঠুর খেলা! এ কি দুঃসহ বেদনা! আমার কন্যা ইন্দ্রনীলের স্ত্রী! না-না, নিয়তি কি এত নিষ্ঠুর? এ কি সত্য হ'তে পারে?

কুবেণী। বাবা—বাবা!

শালিবাহন। দেখ্‌তো—দেখ্‌তো মা! আমি বেঁচে আছি না ম'রে গেছি? ইন্দ্রনীলের স্ত্রী আমার কন্যা? ত্রিবেণী! না—না, স'রে যা,—পাগল হ'য়ে যাবো! কিন্তু আমার হাতটা যে অবশ ক'রে দিলে। কি কর্‌বো—কি কর্‌বো? বাঙ্গালী! অস্ত্র-শস্ত্র লুকিয়ে ফেল; শালিবাহন মরেছে—শালিবাহন মরেছে! [ প্রস্থানোদ্যত ]

কুবেণী। বাবা!—

শালিবাহন। পালিয়ে আয়—পালিয়ে আয় বেটী! পালিয়ে আয়।

[ কুবেণী সহ প্রস্থান।

ত্রিবেণী। কোন্ দিকে পথ?

বিজয়। দাঁড়াও। তুমি লঙ্কার রাজ্যেশ্বরী?

ত্রিবেণী। হাঁ; তুমি কে?

বিজয়। শুনে সুখী হবে না; আমি বাংলার যুবরাজ বিজয়সিংহ।

ত্রিবেণী। বিজয়সিংহ? লঙ্কার পরম শত্রু বিজয়সিংহ।

বিজয়। হাঁ; তুমি আমার শত্রুপত্নী।

ত্রিবেণী। শত্রুপত্নী হ'লেও আমি তোমার শত্রু নই। জগতে কারও সঙ্গে আমার শত্রুতা নাই। রাজাকে দেখ্‌বার জন্য আমার মন বড় ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছে। শুনেছি আমার জন্য তাঁর চোখে ঘুম নেই, মুখে আহার নেই; যেতে দাও—ওগো, আমায় যেতে দাও।

বিজয়। প্রাসাদে যাবার জন্য কেন তোমার এত আগ্রহ নারী? তুমি তো বল্‌ছো, তারা তোমার প্রাণদণ্ড দিয়েছে।

ত্রিবেণী। দিক্, তাতে আমার দুঃখ নাই, আমি তাঁর মুখের দিকে চেয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে প্রাণ দেবো।

বিজয়। না নারী! আমি তোমাকে ছেড়ে দিতে পার্‌বো না।

ত্রিবেণী। তবে কি আমায় বন্দিনী ক'রে রাখ্‌বে?

বিজয়। কেন রাখ্‌বো না? তোমার স্বামী যদি বাঙ্গালী নারীকে বন্দিনী কর্‌তে পারে, তবে আমি তোমায় বন্দিনী কর্‌বো না কেন?

ত্রিবেণী। বিজয়সিংহ!

বিজয়। এস—

ত্রিবেণী। না, আমি যাবো না—কিছুতেই না, আমি অসহায়

খ'লে মনে করেছ কি এতই অসহায় যে, নিজের নারীত্বকেও রক্ষা কর্‌তে পার্‌বো না ?

বিজয়। মহারাণী!

ত্রিবেণী। বাঙ্গালী! দয়া কর—দয়া কর। আমি লঙ্কার মহারাণী—করযোড়ে প্রার্থনা কর্‌ছি, আমার নারীত্বের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ ক'রো না।

বিজয়। [ নতজানু হইয়া ] মা! আমি মাতৃহীন, তোমার মধ্যে আমি যে আমার হারানো মাকে দেখ্‌তে পাচ্ছি! মা! মা!

ত্রিবেণী। বিজয়সিংহ! তুমি এমন? কি বল্‌বো তোমায়, তুমি রাজ্যেশ্বর হও - রাজাধিরাজ হও। চল— আমায় কোথায় নিয়ে যাবে।

বিজয়। এস মা! এস।

[ উভয়ের প্রস্থান।

---

## দ্বিতীয় দৃশ্য।

### রাজপথ।

লাঠিহস্তে লম্বকর্ণ ও মীনাক্ষীর প্রবেশ।

লম্বকর্ণ। খুন কর্‌বো—আজ নির্ঘাত খুন কর্‌বো; টাকার শোকে, ছেলের শোকে আমি মরিয়া হয়েছি। তুই মাগীই যত নষ্টের গোড়া।

মীনাক্ষী। কিসে?

লম্বকর্ণ। কিসে? তুই মাগীই তো চৈতনকে দিয়ে আমার সম্পত্তি লুটিয়েছিস্, নয় তো আর কোথাও সরিয়েছিস্।

মীনাক্ষী। আহা-হা, কি বুদ্ধি! সরিয়ে আমার লাভ?

লম্বকর্ণ। লাভ—এর পর আমার কলা দেখিয়ে সে বেটাকে নিয়ে উড়্‌বি। আমি কিছু বুঝিনে বুঝি?

মীনাক্ষী। খবরদার বল্‌ছি, মুখ সাম্‌লে কথা কও।

লম্বকর্ণ। ওঃ—চোরের বড় গলা যে! এক লাঠিতে মাথা ফাটিয়ে দেবো জানিস্?

মীনাক্ষী। মর্ হতচ্ছাড়া মিন্‌সে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে ঢলাঢলি ক'চ্ছে দেখ।

লম্বকর্ণ। কর্‌বো না? আমার টাকা গেল—বাড়ী গেল, তার উপর আবার ছেলেটাকেও মশানে টেনে নিয়ে গেছে।

মীনাক্ষী। সেও আমার দোষ, না?

লম্বকর্ণ। আলবৎ তোর দোষ। তুই তো গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে তাকে ধরিয়ে দিলি। খুন কর্‌বো—আমার মাথায় খুন চেপেছে।

মীনাক্ষী। ঐ ছেলেকেই তো বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে!

লম্বকর্ণ। তবু আমি বাপ।

মীনাক্ষী। আমিও তো মা!

চৈতনের প্রবেশ।

চৈতন। আবার বল্—আবার বল্, তুই আমার মা। এই কথাটা শোনবার জন্যই আমি ওদের চোখে ধূলো দিয়ে পালিয়ে এসেছি।

মীনাক্ষী। হ্যাঁ, আজ হ'তে সত্যই আমি তোর মা; যশোদার মত মা—কুন্তীর মত মা।

চৈতন। তবে আর মরা হ'লো না মা! তোমাদের নিয়ে আমি এই পৃথিবীতে স্বর্গ রচনা কর্‌বো। বাবা; তোমার পাপের সম্পত্তি উড়িয়ে দিয়েছি আমি, মায়ের কোন অপরাধ নাই। এইবার তুমি যথার্থই সুখের সংসার দেখ্‌বে। আমি তোমাদের দু'জনকে ভিক্ষা ক'রে খাওয়াবো,

অনুগত ভক্তের মত তোমাদের পদসেবা কর্‌বো। এস বাবা! আয় মা!
[ প্রস্থানোদ্‌যোগ ]

গীতকণ্ঠে বৈতালিক ও পুরঞ্জয়ের প্রবেশ।

বৈতালিক।—

গীত।

বোল হরিবোল—হরিবোল।
ভাই বন্ধু সুত মায়ায়, ডুবিয়ে দে ঐ নাম-মদিরায়,
জুড়িয়ে যাবে বুকের জ্বালা, ভুলে যাবি মায়ের কোল॥
অন্তকালের সেই তো সাথী, তারেই ডাকি দিবারাতি,
আঁধার পথে ধর্‌বে বাতি, মিট্‌বে যত মনের গোল॥
দয়ার কি তার অন্ত আছে, আছে সদাই কাছে কাছে,
ভাবনার তার নাই রে শেষ ঘুচাতে ধরার কান্নারোল॥

পুরঞ্জয়। আমিও তোমাদের সঙ্গী; তোমাদের সঙ্গে এক বৃক্ষতলে আমিও বাস কর্‌বো। গাছের ফল, ঝরণার জল খেয়ে, রৌদ্র বৃষ্টি মাথায় ক'রে তোমাদের সঙ্গে আমিও দেশ-দেশান্তরে ছুট্‌বো।

চৈত্তন। কেন ভাই, আমার প্রাণ রক্ষা করেছ ব'লে রাজপ্রাসাদে তোমার কি আর স্থান হবে না? তা যদি হয়, এই আমি মাথা বাড়িয়েছি, আমার ছিন্নমুণ্ড নিয়ে তাঁকে উপহার দাও।

পুরঞ্জয়। না যুবক! তুমি বেঁচে থাক, তোমার বাঁচ্‌বার বড় প্রয়োজন। আমি স্বেচ্ছায় তোমাদের সঙ্গে ভিক্ষুকের ব্রত গ্রহণ কর্‌ছি। যাও—তোমরা এগিয়ে যাও, আমি তোমাদের পশ্চাতে যাচ্ছি।

চৈত্তন। প্রাণদাতা! তোমায় সহস্র ধন্যবাদ।

[ পুরঞ্জয় ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

পুরঞ্জয়। যাক্ ; তবুও একটা কাজ করেছি, ঘাতকের খড়্গ থেকে একটা প্রাণও রক্ষা করেছি।

মেঘার প্রবেশ।

মেঘা। সেনানী!

পুরঞ্জয়। মেঘা! তুমি এসেছ? ভালই হয়েছে। ভাই! আমার এই তরবারিখানা রাজাকে দিয়ে ব'লো, পুরঞ্জয় তার সৈনাপত্য ত্যাগ করেছে। যতদিন সম্ভব এ তরবারির সম্মান আমি রেখেছিলাম, আর বোধ হয় পার্‌বো না। তাঁকে আরও ব'লো—

মেঘা। যা বল্‌তে হয় নিজের মুখেই বল্‌বে।

পুরঞ্জয়। আমি আর রাজপ্রাসাদে যাবো না।

মেঘা। উপায় নেই সেনানী! মহারাজের আদেশে আজ তুমি বন্দী।

পুরঞ্জয়। পুরঞ্জয় বন্দী? রাজা ইন্দ্রনীলের আদেশে? আর সে আদেশ বহন ক'রে এনেছ তুমি? একটা তুচ্ছ নাগরিকের মত তুমি আমাকে বন্দী কর্‌তে এসেছ? কর—কর বন্দী ; শৃঙ্খল এনেছ?

মেঘা। সেনাপতিকে বন্দী করতে শৃঙ্খলের প্রয়োজন হয় না।

পুরঞ্জয়। তবে কি ক'রে বন্দী কর্‌বে?

মেঘা। মুখের কথায়।

পুরঞ্জয়। তবু একটু দয়া করেছ ; এ জন্য তোমায় সহস্র ধন্যবাদ! কিন্তু আমি বন্দিত্ব স্বীকার কর্‌বো না, আমি বিদ্রোহ কর্‌বো ; ইন্দ্রনীলের রাজ্যটাকে আমি শ্মশানে পরিণত কর্‌বো।

মেঘা। একটা রাজ্য শ্মশান কর্‌তে তোমার পিতাই যথেষ্ট।

পুরঞ্জয়। পিতা—যাঁর নামে সুধা, স্পর্শে স্নিগ্ধতা, যাঁর পদধূলি অক্ষয় কবচ, যাঁর সন্তোষে তেত্রিশ কোটি দেবতা তুষ্ট, সেই পিতা আবার কাছে

আজ যক্ষ্মার মত ভীষণ—ব্যাধির মত ঘৃণ্য ; তাঁর নাম করতেও প্রাণটা শিউরে ওঠে। না—কি ফল এ জীবনে ? তুচ্ছ—তুচ্ছ সব ! মেঘা ! আমি বন্দিত্ব স্বীকার করলাম। ইচ্ছা হয় আমায় শৃঙ্খলিত কর ; আর যদি সেনাপতি ব'লে আমায় একটু সম্মান দিতে চাও, তা হ'লে রাজদণ্ড গ্রহণ করতে আমি স্বেচ্ছায় রাজসভায় যেতে পারি।

মেঘা। তাই হোক্, সেনানীর মুখের কথাই যথেষ্ট।

[ উভয়ের প্রস্থান।

---

## তৃতীয় দৃশ্য।

### সভা-প্রাঙ্গণ।

### ইন্দ্রনীলের প্রবেশ।

ইন্দ্রনীল। শালিবাহন বলেছিল, তার নিঃশ্বাসে আমার সমস্ত শান্তি পুড়ে ছাই হ'য়ে যাবে। ঠিক ফলেছে। জীবনের কূলে কূলে বর্ষার ভাঙ্গন ধরেছে। ওঃ—কি যাতনা ! বুকটা ফেটে গেল ! রঙ্গিণী। রঙ্গিণী !

### গীতকণ্ঠে রঙ্গিণীর প্রবেশ।

রঙ্গিণী।—

গীত

যৌবন পিয়ালা লাল পানি ভরপুর,
পান কর—পান কর বঁধু রে।
রসে রসে রসময়, জীবন মধুময়,
চুম্বনে তুলে খাও মধু রে॥

মুছে যাক্, ধুয়ে যাক্, ডুবে যাক্ বসুধার
দুঃখ দাহনভরা শাশ্বত কারাগার,
নাচ গাও কর ভোগ, ভোগের এই তো যোগ,
রণভূমি প'ড়ে আছে অদূরে।

[ প্রস্থান।

অগ্নিমিত্রের প্রবেশ।

অগ্নিমিত্র। ইন্দ্রনীল।

ইন্দ্রনীল। এসেছ? আমায় ছেড়ে এক মুহূর্ত্ত থাক্‌তে পার্‌লে না? আমার জন্য রাত্রিতেও তুমি নিদ্রা যেতে পাও না। এমন স্নেহময় গুরু কে কবে পেয়েছে? কিন্তু আমার তো আর কিছু নেই গুরু, কি দেবো তোমায়?

অগ্নিমিত্র। রাজা! প্রাসাদের বাইরে মাত্র সাত শত বাঙ্গালীর জয়ধ্বনিতে আকাশ বিদীর্ণ হবে, আর তুমি লঙ্কার অধিপতি, নীরবে তাই দাঁড়িয়ে শুন্‌বে? লঙ্কার মান-সম্ভ্রম, লঙ্কার সিংহাসন কতকগুলি উচ্ছৃঙ্খল যুবকের করায়ত্ত হবে, তবু তোমার ঘুম ভাঙ্গবে না? এমনি ক'রে বিলাসের স্রোতে গা ঢেলে দিয়ে তুমি রাজ্য রক্ষা কর্‌তে চাও?

ইন্দ্রনীল। রাজ্যরক্ষা? কার জন্য? কে আছ, নর্ত্তকীদের পাঠিয়ে দাও।

অগ্নিমিত্র। নর্ত্তকী? রাজসভায়? রাজা! তুমি কি এতই অধঃপাতে গিয়েছ! আমি কি তোমায় দেবতার আকার দিতে গিয়ে পশু তৈরী করেছি? রাজা! আমি অমাত্যগণকে ডেকেছি, তারা এখনি আস্‌বে।

ইন্দ্রনীল। আসুক,—সবাই মিলে নৃত্য কর্‌বো। মৃত্যু আস্‌ছে; বড় আনন্দের দিন।

অগ্নিমিত্র। রাজা! এ বাতুলতার সময় নয়; প্রস্তুত হ'য়ে থাক, কাল প্রত্যুষেই যুদ্ধযাত্রা কর্‌তে হবে।

ইন্দ্রনীল। আমি যুদ্ধ কর্‌বো না।

অগ্নিমিত্র। [ দৃঢ়স্বরে ] তা হ'লে কালই তোমায় সিংহাসন থেকে নেমে যেতে হবে।

ইন্দ্রনীল। কাল কেন প্রভু? আজ—এখনই।

অগ্নিমিত্র। রাজা। তুমি হ'লে কি রাজা? তোমার এই উচ্ছৃঙ্খল বেশ, এই ধূলি-ধূসরিত মূর্ত্তি দেখে আমার যে লজ্জায় মাথা নুয়ে পড়্‌ছে।

ইন্দ্রনীল। এ তো তোমারই সৃষ্টি গুরু।

অগ্নিমিত্র। আমি যা কর্‌ছি, সবই তোমার মঙ্গলের জন্য। পৃথিবীর সবাইকে বলি দিয়েও আমি শুধু তোমাকে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে চাই।

ইন্দ্রনীল। কেন?

অগ্নিমিত্র। তুমি যে রুদ্রদমনের বংশধর, তুমি যে আমার পুত্রেরও অধিক। আমি পুরঞ্জয়কে ত্যাগ কর্‌তে পারি, কিন্তু তোমার গায়ে কাঁটার আঁচড় সইতে পারি না। বৎস!—প্রাণাধিক!

ইন্দ্রনীল। গুরুদেব! বড় ব্যথা—!

অগ্নিমিত্র। আমার বুকটা যে চিরে দেখাতে পারছি না ইন্দ্রনীল! যত দুঃখ তোমায় দিয়েছি, তার চতুর্গুণ ভোগ করছি আমি নিজে। কি কর্‌বো বৎস! এ ছাড়া উপায় ছিল না। ওরে, তোর ললাটে যে লেখা আছে স্বজনের হাতে তোর মৃত্যু।

ইন্দ্রনীল। মৃত্যু কি এর চেয়েও জ্বালাময়? দেখ তো, কি ছিলাম— কি হয়েছি! আর কি বাকি আছে গুরু?

গীতকণ্ঠে নর্ত্তকীগণের প্রবেশ।

নর্ত্তকীগণ।—

গীত।

মধু আর নাইকো অলি, উড়ে যাও অন্য ফুলে।
আমার যা ছিল পুঁজি ঢেলে দিছি চরণমূলে॥
বুকে আর নাইকো পরিমল,
গন্ধ নাই ছন্দ নাই, পড়্ছে ঝ'রে দল,
বয় না বুকে প্রেমের তুফান আর তো বঁধু লহর তুলে॥
মুখের কথা ভালবাসা, এ শুধু চোখের নেশা,
এ শুধু জ্বালা দিতে বুকে বেঁধা মারণ-ছলে॥

[ প্রস্থান।

অগ্নিমিত্র। ইন্দ্রনীল! এ রাজসভা, বিলাস-কক্ষ নয়।

ইন্দ্রনীল। রাজকার্য্য তুমিই কর গুরু। আমায় একটু বিশ্রাম দাও—একটু বিশ্রাম।

[ প্রস্থান।

অগ্নিমিত্র। সব নিষ্ফল; এ পশু আর জাগ্‌বে না। [ তরবারি বাহির করিয়া ] আবার তোমার সময় এসেছে বন্ধু! রক্তপান কর্‌তে পার্‌বে তো?

সুমিত্র ও সিংহবাহুর প্রবেশ।

সিংহবাহু। কই—রাজা কোথায়?

অগ্নিমিত্র। কেন? রাজাকে কি প্রয়োজন?

সিংহবাহু। জিজ্ঞাসা কর্‌বো, এ কি অত্যাচার? আমরা দূরদেশ হ'তে অর্ণবযানে লঙ্কায় আস্‌ছিলাম; রাজ্য আক্রমণ কর্‌তে নয়, গুপ্তহত্যা কর্‌তে নয়, লুণ্ঠনের জন্যও নয়। আমার একটা হারানিধি লঙ্কায় আত্ম-

গোপন ক'রে আছে, তাকেই ফিরিয়ে নিতে এসেছি। কিন্তু এ কি অত্যাচার! তোমাদের রাজপুরুষেরা আমাদের জাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছে।

অগ্নিমিত্র। এইরূপই রাজার আদেশ।

সিংহবাহু। কেমন সে রাজা? রাক্ষস না দানব?

অগ্নিমিত্র। সাবধান বৃদ্ধ!

সিংহবাহু। সাবধান।

সুমিত্র। চুপ কর বাবা!

অগ্নিমিত্র। কে তোমরা?

সিংহবাহু। আমরা বাঙ্গালী।

অগ্নিমিত্র। বাঙ্গালী?

সুমিত্র। শুধু তাই নয়; ইনি বাংলার রাজা সিংহবাহু।

অগ্নিমিত্র। বাংলার রাজা সিংহবাহু? [আনন্দে লাফাইয়া উঠিলেন।]

সিংহবাহু। আরও একটা পরিচয় আছে, বল্‌বো? সে পরিচয় শুনলে তুমি ভয়ে থর্‌-থর্‌ ক'রে কেঁপে উঠবে, তোমাদের লঙ্কার স্ত্রী-পুরুষ সবাই সসম্ভ্রমে এই বৃদ্ধের পায়ে মাথা নোয়াবে।

অগ্নিমিত্র। কি এমন পরিচয় বৃদ্ধ?

সিংহবাহু। বল্‌বো? [সগর্ব্বে] আমি বিজয়সিংহের পিতা। কেমন? কর আস্ফালন! তা আর কর্‌তে হয় না—আর মাথা তুল্‌তে হবে না—আমি বিজয়সিংহের পিতা। সুমিত্র! দেখ্‌ছিস্‌, বিজয়ের নাম কর্‌তেই এত আগুন এক মুহূর্ত্তে জল হ'য়ে গেল। এমন ছেলে কে কবে পেয়েছে! আহা-হা, কতদিন তাকে দেখিনি আমি! আয়—আয় বিজয়, আয়!

অগ্নিমিত্র। [উত্তেজিতভাবে ডাকিলেন] কে আছ? [স্বগত] কি কর্‌বো—রাজনীতি—উপায় নেই; রাজার মঙ্গল চাই। [রক্ষীর প্রবেশ।] রক্ষী! এরা বাঙ্গালী, বাঙ্গালীর যোগ্য স্থানে এদের নিয়ে যাও।

সিংহবাহু। বিজয় কৈ—আমার বিজয়? তারা যে বল্লে, সে এই প্রাসাদে আছে!

অগ্নিমিত্র। সময়ে সাক্ষাৎ পাবে।

সিংহবাহু। আমার যে এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব সইছে না।. ডাক—ডাক, আমি অপেক্ষা করতে পার্‌বো না।

অগ্নিমিত্র। তাকে পাবার জন্যই তোমার এই অভ্যর্থনার আয়োজন। রক্ষী! নিয়ে যাও।

সুমিত্র। বাবা! আমার কেমন ভয় করছে!

সিংহবাহু। দূর বোকা! ভয় কি? দেখ্‌ছিস না, বিজয়ের নাম করতে কেমন অভ্যর্থনার আয়োজন কর্‌ছে।

[ রক্ষিসহ সিংহবাহু ও সুমিত্রের প্রস্থান।

অগ্নিমিত্র। বিজয়সিংহ! এইবার তোমায় মুঠোর মধ্যে পেয়েছি; দেখ্‌বো তুমি কত বড় বীর। [ প্রস্থানোদ্‌যোগ ]

ইন্দ্রনীলের পুনঃ প্রবেশ।

ইন্দ্রনীল। গুরু! বিদ্রোহী ধরা পড়েছে।

অগ্নিমিত্র। কোন্ বিদ্রোহী?

ইন্দ্রনীল। যার সহায়তায় বাঙ্গালীরা নির্ব্বিঘ্নে পলায়ন করেছে—প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত লম্বকর্ণের পুত্রকে যে রক্ষা ক'রে নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে দিয়েছে। কোন্ শাস্তি এর উপযুক্ত গুরু?

অগ্নিমিত্র। আজীবন কারাবাস।

ইন্দ্রনীল। মেঘা! বন্দী পুরঞ্জয়।

অগ্নিমিত্র। [ সবিস্ময়ে ] বন্দী পুরঞ্জয়?

ইন্দ্রনীল। হাঁ গুরু, বন্দী পুরঞ্জয়।

মেঘা সহ পুরঞ্জয়ের প্রবেশ।

ইন্দ্রনীল। তোমার বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ সত্য?

পুরঞ্জয়। সত্য।

ইন্দ্রনীল। বন্দী! তুমি বহুবার রাজাদেশ লঙ্ঘন করেছ, তোমার শাস্তি আজীবন কারাবাস। মেঘা! লঙ্কার রাজপ্রাসাদে সবার চেয়ে ভীষণ যে কারাগার, সেইখানে এই রাজদ্রোহীকে নিক্ষেপ কর।

মেঘা। [ পুরঞ্জকে শৃঙ্খলিত করিল। ]

অগ্নিমিত্র। রাজা!—[ বিচলিত হইয়া উঠিলেন। ]

ইন্দ্রনীল। ওকি, কাঁপছো কেন? এবার বুঝি নিজের বুকে বেজেছে? সইতে হবে গুরু! দেখ্‌বো আমি, বুকটা তোমার কি দিয়ে গড়া।

[ প্রস্থান।

অগ্নিমিত্র। পুরঞ্জয়!

পুরঞ্জয়। এই ভাল—এই ভাল পিতা! তোমাদের এই অনাচার আর আমায় দেখ্‌তে হবে না। আমার গুরু দণ্ড না হ'লে তোমার বুকে মমতার জাহ্নবীধারা বইবে না। আয় মেঘা।

[ মেঘা সহ প্রস্থান।

অগ্নিমিত্র। এত স্নেহ কোথায় লুকিয়েছিল? ওরে! এ যে রুদ্ধ তটিনীর জলরাশির মত তরঙ্গ তুলে ছুটে আস্‌ছে। এত চোখের জল কার যাদুমন্ত্রে গোপন ছিল? ভগবান্‌! আমায় শক্তি দাও—শক্তি দাও—

[ প্রস্থান।

———

## চতুর্থ দৃশ্য।

রণস্থল।

শীলভদ্র ও বিজয়সিংহের প্রবেশ।

বিজয়। শীলভদ্র! আমাদের বারুদ ফুরিয়ে এসেছে। শত্রুর কামান অধিকার করতে হবে, তাদের বারুদের গোলা আক্রমণ করতে হবে, নইলে সাতশো বাঙ্গালী অথর্ব্ব পঙ্গুর মত দাঁড়িয়ে মরবে। ওই কে যমের মত ভীষণাকৃতি পুরুষ শত্রুর কামান নিযে দাঁড়িয়ে আছে, বলতে পার?

শীলভদ্র। মেঘা।

বিজয়। ওঃ, মানুষের আকার এমন ভীষণ হ'তে পারে? কে ওই উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে কামান অধিকার করতে ছুটেছে?

শীলভদ্র। অজয়সিংহ।

বিজয়। ফেরাও—ফেরাও শীলভদ্র। শীঘ্র ফিরিয়ে আন। [ শীলভদ্রের প্রস্থান। ] অজয়সিংহ! এ কি দুর্জ্জয় অভিমান তোমার! মৃত্যুর মুখে সাধ ক'রে ঝাঁপিয়ে পড়ছো? বুঝেছি—বুঝেছি—বীর! আজ তুমি মৃত্যু দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে চাও। ফিরে এস—ফিরে এস অজয়। কাজ নাই যুদ্ধজয়ে; না—আমাকেও যেতে হ'লো! [ প্রস্থানোদ্যত ]

ভারতীর প্রবেশ।

ভারতী। কোথায়?

বিজয়। ঐখানে—ঐ মৃত্যুর মুখে! তুমি আবার কেন এলে ভারতী?

ভারতী। আসবো না? তুমি যে পলে পলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছ।

বিজয়। তাই আমায় ফেরাতে এসেছ?

ভারতী। ফেরাতে পারবো না তা জানি, দুরন্ত দস্যু তুমি—চিরদিন

কারণে অকারণে যমের মুখে ছুটে গেছ, আমি ভয়ে দুঃখে নীরবে চোখের জল ফেলেছি—কেউ তা জানে না। তুমি নির্দ্দয় ঘাতক, বহুদিন তীক্ষ্ণছুরি দিয়ে আমার অন্তরটা ক্ষত-বিক্ষত করেছ; আজ আমি তোমার আগে আগুনে ঝাঁপ দেবো, তোমার সব শত্রুতার কণ্ঠরোধ করবো।

বিজয়। ভগবান্। ভগবান্! এ আবার কোন্ লীলা তোমার? জীবনটাকে এতই রহস্যের জাল দিয়ে ঘিরে রেখেছ? ভারতী, তুমি আমাকে ভালবাস, ভুলে যাও—ভুলে যাও। ঐ চেয়ে দেখ পাষাণী। অজয়সিংহ আজ মরবার জন্য ক্ষেপে উঠেছে; তুমিই এর দায়ী! ওকে ডাক—ফিরিয়ে আন; তোমার আশ্বাস না পেলে ও আজ নিশ্চয় মরবে। ডাক—ডাক।

ভারতী। আমি পারবো না। আমায় ক্ষমা কর।

বিজয়। ভারতী! জীবনে আমি একটী নারীকেই ভালবেসেছি—সে তুমি! বোধ হয় কোন পুরুষ কোন নারীকে এত ভালবাসে নি; তবু আজ আমাদের বিচ্ছিন্ন হ'তে হবে।

ভারতী। কেন?

বিজয়। বন্ধু অজয়সিংহের জন্য। ভারতী! ত্যাগেই সুখ, ভোগে সুখ নেই।

ভারতী। [গ্রীবা উন্নত করিয়া] আমি নারী ব'লে যত আঘাত আমাকেই সইতে হবে? [দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।]

বিজয়। না ভারতী! তোমায় দিচ্ছি হলাহল, আমি নেবো বজ্রাঘাত।

[প্রস্থান।

ভারতী। যুবরাজ—

কুবেণীর প্রবেশ।

ভারতী। কে তুমি?

কুবেণী। আমি কুবেণী—রাজা শালিবাহনের কন্যা।

ভারতী। এত রূপ ?

কুবেণী। বৃথা গো, সব বৃথা। এ রূপ অসংখ্য পুরুষ পাগল হয়েছে, কিন্তু পরাজিত হয়েছি একজন বাঙ্গালীর কাছে। শুনেছি বাংলার নারী মমতার মন্দাকিনী, তাই এসেছি তোমার কাছে।

ভারতী। কেন ?

কুবেণী। আমায় ভিক্ষা দাও—[ পদধারণ ]

ভারতী। [ সরিয়া গিয়া ] ছিঃ-ছিঃ, কর্‌ছো কি রাজকুমারী ! আমি পথের ধুলো, আমি তোমায় কি ভিক্ষা দেবো বোন্?

কুবেণী। তুমি বিজয়সিংহকে ত্যাগ কর।

ভারতী। সে কি।

কুবেণী। হ্যাঁ, নইলে তাকে বাঁচাতে পার্‌বে না। বিজয় যদি আমার না হয়, তা হ'লে আমি নিজেই তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবো।

ভারতী। এ্যাঁ ! পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবে ! বিজয়কে ? আমি যদি তাকে ত্যাগ করি, তাকে বাঁচতে দেবে ? রাক্ষসী ! তুমি জান না, আমার কি রত্ন আজ তুমি কেড়ে নিচ্ছ ! তবু সে বেঁচে থাক্, ধরার গৌরব হ'য়ে। নারী ! আমি তোমায় বিজয়কে দান কর্‌লাম।

কুবেণী। তুমি সুখী হও—তুমি রাজ্যেশ্বরী হও।

ভারতী। না রাক্ষসী ! বল, তুমি ধ্বংস হ'ও—তুমি ধ্বংস হও !

[ প্রস্থান।

বিজয়সিংহের প্রবেশ।

বিজয়। বারুদ চাই—বারুদ চাই—

কুবেণী। না বিজয়! ফিরে চল, যুদ্ধে কাজ নেই।

বিজয়। কেন কুবেণী? আমি প্রতিশ্রুত, তোমায় রাজ্যেশ্বরী কর্‌বো।

কুবেণী। আমি রাজ্যেশ্বরী হ'তে চাই না। ফিরে চল—ফিরে চল।

[ বাহুপাশে জড়াইয়া আকর্ষণ ]

বিজয়। ওঃ, এ কি আগুনের বেড়াজাল। যাও কুবেণী! যুদ্ধে তোমার প্রয়োজন না থাক্‌তে পারে, কিন্তু আমার প্রয়োজন আছে; আমি প্রতিশোধ নেবো। এই ইন্দ্রনীল ভারতীকে বন্দী করেছিল।

কুবেণী। [ স্বগত ] ভারতী—আবার ভারতী! ওঃ, একটা নামে এত বিষ! [ প্রস্থান।

বিজয়। কি করি? কোন্ দিকে যাই? এক দিকে অসংখ্য শত্রুর বেড়াজাল, অন্য দিকে মৃত্যুর কবলে অজয়সিংহ; কাকে রক্ষা করি? ঐ যমের মুখ থেকে শত্রুর কামান ছিনিয়ে আন্‌তে কেউ কি পারে না?

গোরার প্রবেশ।

গোরা। আমি পারি।

বিজয়। বাঃ—বাঃ! এও তো এক যমের কিঙ্কর দেখ্‌ছি; যেমন দুরন্ত বাঘ, তেমনি পাগলা হাতী। তুমি কে?

গোরা। তোমাদের বন্ধু নই, কিন্তু লঙ্কার শত্রু।

বিজয়। ঐ যমের মুখে ছুটে যেতে পার্‌বে?

গোরা। যমের মাথাটা ছিঁড়ে আন্‌তে পারি; ও যমকে আমি চিনি!

বিজয়। কিন্তু আমাদের জন্য তুমি কেন মর্‌বে?

গোরা। আমার ব'য়ে গেছে তোমাদের জন্য মর্‌তে, এ আমার নিজের গরজ। জয়—কালী!

[ প্রস্থান।

বিজয়। ভয় নাই বাঙ্গালীগণ! জয়লক্ষ্মীর বরমাল্য তোমাদের

শীলভদ্রের প্রবেশ।

শীলভদ্র। যুবরাজ।

বিজয়। কি সংবাদ শীলভদ্র ?

শীলভদ্র। মহারাজ সিংহবাহু কুমার সুমিত্রকে নিয়ে লঙ্কায় এসেছেন।

বিজয়। কৈ—কোথায় ? তুমি দেখেছ ? বাবা ভাল আছেন তো ? ভাই সুমিত্র—? · কথা বল্‌ছো না যে ? কোথায় তাঁরা ?

শীলভদ্র। লঙ্কার কারাগারে।

বিজয়। কারাগারে ? বাংলার রাজা ? তুমি ঠিক দেখেছ ? এত অত্যাচার ? এত অত্যাচার ? ইন্দ্রনীল ! আমার শোক-দুঃখ-জর্জ্জরিত বৃদ্ধ পিতা—মহামানী বঙ্গেশ্বর, তার উপর এই নির্য্যাতন ! শীলভদ্র ! তুমি একবার রাজসভায়—না, যেতে হবে না ; ভিক্ষায় নয়—অনুরোধে নয়, গলা টিপে তাদের মুক্তি আদায় কর্‌বো। আচ্ছা যাও, কোন ভয় নাই। [ শীলভদ্রের প্রস্থান ] ইন্দ্রনীল ! এই যুদ্ধ তোমার কাল-যুদ্ধ।

শালিবাহনের প্রবেশ।

শালিবাহন। না বাঙ্গালী ! আর যুদ্ধে কাজ নাই।

বিজয়। [ সবিস্ময়ে ] রাজা।

শালিবাহন। আমি রাজ্য চাই না—প্রতিশোধ চাই না। থাক্ ইন্দ্রনীল লঙ্কার সিংহাসনে, দীর্ঘজীবী হ'য়ে সে রাজত্ব করুক্ ; আমি বরং কন্যার হাত ধ'রে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিয়ে দেশান্তরে চ'লে যাবো।

বিজয়। কেন ?

শালিবাহন। ত্রিবেণী আমার বাহু ভেঙ্গে দিয়েছে বাঙ্গালী। এ হাতে আর অস্ত্র ধর্‌তে পার্‌বো না। আমি যা কর্ন্নেছি, সে ভুল ; যা বলেছি, সব মিথ্যা। কে জান্‌তো ইন্দ্রনীল আমার জামাতা।

বিজয়। তোমার জামাতা, কিন্তু আমার কে ? সে বাঙ্গালী নারীকে বন্দী ক'রে আমার জাতির অপমান করেছে, তার প্রতিশোধ নেবো না ? আমার অর্ণবযান পুড়িয়ে আমায় নিশ্চল ক'রে রেখেছ, তার ক্ষতিপূরণ চাই না ? সবার উপরে সে আমার পিতাকে প্রাসাদে বন্দী ক'রে রেখেছে, তার রক্ত দিয়ে এ অপমান ধৌত করতে হবে না ? বিজয়সিংহ কি পাথরের পুতুল ? তার দেহে কি গণ্ডারের চামড়া ? এত অপমান সে নীরবে স'য়ে চ'লে যাবে ? না—হবে না, যুদ্ধ চাই—রক্ত চাই—প্রতিশোধ চাই।

[ প্রস্থান।

শালিবাহন। উল্টে গেছে—পাশা উল্টে গেছে। খাল কেটে কুমীর এনেছি, আজ সে আমাকেই গ্রাস করতে চায়। কাঁদ—কাঁদ লঙ্কার রাজলক্ষ্মী। আমি তোমায় পরের হাতে তুলে দিয়েছি, কেঁদে পাষাণ গলিয়ে দিলেও সে ফিরিয়ে দেবে না। না—এই ঠিক; যার লাঠি, তার মাটি। ইন্দ্রনীল বেঁচে থাকে থাক্, কিন্তু আমি একবার অগ্নিমিত্রকে দেখবো।

[ প্রস্থান।

---

## পঞ্চম দৃশ্য।

### কারাগার।

সিংহবাহুর হাত ধরিয়া সুমিত্র গাহিতেছিল।

সুমিত্র।—

গীত।

আলোকহীনের দেশ, এ যে আলোকহীনের দেশ।
নীরবতায় ঘুমিয়ে পড়া স্বপ্নে দেখা শেষের শেষ॥
সামনে পিছে উর্দ্ধে নীচে অতল কালো দৃষ্টি মিছে,
স্তব্ধ বাতাস শূন্য অপার নাইকো সাড়া শব্দ লেশ॥

বৈতরণীর এই কি পার, ওপারে কি মরণদ্বার,
ধরার কানে যাবে না কি মোদের ডাকার একটু রেশ?

সিংহবাহু। তাই তো রে সুমিত্র! আমাদের এখানে রেখে ওরা পালালো না কি? কারও সাড়া-শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না: ব্যাপারখানা কি, বল দেখি?

সুমিত্র। বোধ হয় আমাদের বন্দী করেছে।

সিংহবাহু। যাঃ! বন্দী করবে কেন?

সুমিত্র। তা কি জানি! তবে বন্দী করেছে, এটা ঠিক।

সিংহবাহু। না—না, করে নি।

সুমিত্র। আমি বল্‌ছি—

সিংহবাহু। বেশী বকাস্‌ নে—থাম্‌।

সুমিত্র। আচ্ছা বাবা! আর কথা কইবো না। [অভিমানে মুখ ফিরাইল।] P. M.

সিংহবাহু। রাগ হ'লো বুঝি! [সুমিত্রকে সস্নেহে টানিয়া আনিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিলেন, পরে নিজে বসিয়া সুমিত্রকে কোলে শোয়াইয়া বলিলেন।] একটু ঘুমো দেখি!

সুমিত্র। [ঘুমাইয়া পড়িল।]

সিংহবাহু। এ দেশটা কি পাগল হয়েছে? আমি বিজয়সিংহের পিতা, আমায় ছলে বন্দী কর্‌লে! মর্‌বে—মরবে, সব মর্‌বে। বিজয় যখন শুন্‌বে তার পিতা লঙ্কার কারাগারে বন্দী, তখন ফুৎকারে প্রাসাদ উড়িয়ে দেবে। উঃ—কারাগার এমন ভীষণ হ'তে পারে! আলো নেই—বাতাস নেই, যেন যমপুরী! তাই তো, এখনও বিজয় আমাকে মুক্ত কর্‌তে আস্‌ছে না? আয় বিজয়—আয়; আমার হারানিধি—আমার বংশের গৌরব—আমার আনন্দের প্রস্রবণ! আয়। ঐ আস্‌ছে—ঐ আস্‌ছে!

পুরঞ্জয়ের প্রবেশ।

সিংহবাহু। কে—বিজয়?

পুরঞ্জয়। আমি পুরঞ্জয়।

সিংহবাহু। সে আবার কে?

পুরঞ্জয়। তোমার মত এক ভাগ্যহীন।

সিংহবাহু। তুমি এখানে কি মনে ক'রে?

পুরঞ্জয়। রাজাদেশে আমি এই কারাগারে বন্দী।

সিংহবাহু। এমন কারাগার তোমাদের দেশে আর ক'টী আছে বল্‌তে পার?

পুরঞ্জয়। আর একটীও নাই। যারা রাজদ্রোহী, তাদেরই জন্ম এই কারাগার। এখানে যারা একবার প্রবেশ করে,তারাআর জীবনে আলোকের মুখ দেখ্‌তে পায় না; শোকে দুঃখে ভযে নৈরাশ্যে তারা এইখানে শুকিয়ে কুঁকুড়ে মরে, তাদের দেহগুলো গ'লে প'চে মাটির সঙ্গে মিশে যায়।

সিংহবাহু। ও,—তাই এমন বিষাক্ত বাষ্প উঠছে—দুর্গন্ধে প্রাণ বেরিযে যেতে চাচ্ছে। তা আমাকে এখানে আন্‌লে কেন? আমি তো এদের কোন অনিষ্ট করি নি; এরাই বরং আমার জাহাজ ডুবিযে দিযেছে। আমার অতগুলো অনুচরকে অকারণে জীবন্তে সলিল-সমাধি দিযেছে।

পুরঞ্জয়। আপনি কে?

সিংহবাহু। আমি বিজয়সিংহের পিতা।

পুরঞ্জয়। বাংলার রাজা সিংহবাহু? মহারাজ! মহামানী আপনি, বিশ্ববিশ্রুত পুত্রের পিতা আপনি, আপনি আজ লঙ্কার কারাগারে?

সিংহবাহু। তাই তো দেখ্‌ছি। আমার সঙ্গে এরা রহস্য কর্‌ছে না কি?

পুরঞ্জয়। রহস্য নয় মহারাজ! আপনাকে বন্দী করা এদের বিশেষ

প্রয়োজন। আপনি বোধ হয় জানেন, বিজয়সিংহের সঙ্গে লঙ্কার যুদ্ধ বেধেছে।

সিংহবাহু। তাই নাকি? এঃ—এই ছেলেটা যুদ্ধ যুদ্ধ ক'রেই গেল; যেখানে যাবে, সেখানেই যুদ্ধ বাধিয়ে বস্‌বে। মরবে—এই দেশটা নিতান্তই মরবে। কেমন বীর বল দেখি? আর কি মহান্! একবার—একবার তাকে আমার কাছে নিয়ে আসতে পার বাবা? (চক্ষুর্দ্বয় জলে ভরিয়া উঠিল।) ওঃ—একটা যুগ তাকে দেখি নি! আয় বিজয়—আয়!

পুরঞ্জয়। মহারাজ! আপনি বিজয়কে দেখ্‌বেন? চেষ্টা কর্‌লে বোধ হয় আপনাকে মুক্ত করতে পারি।

সিংহবাহু। পার? যা চাও, তাই দেবো। দেখ—আমি কারাগার বা মৃত্যুকে ভয় করি না, কিন্তু বিজয়কে দেখ্‌বার জন্য আমার মন বড় ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছে: তাই রাজা আমি,কাঙ্গালের মত দেশান্তরে ছুটে এসেছি। না—না, যাবো না, বিজয় এসে আমায় মুক্ত করবে।

পুরঞ্জয়। সে আশা সুদূরপরাহত রাজা।

সিংহবাহু। তা হে! তোমার দেশে অন্ধকার কি কথা কয়? ঐ শোন কারা কানাকানি কর্‌ছে—হাস্‌ছে—কাঁদছে! কি ও? বিজয় আস্‌ছে?

পুরঞ্জয়। না মহারাজ! এই কারাগারে এতদিন ধ'রে যারা প্রাণ দিয়েছে, তারা কেউ যায় নি। নূতন অতিথি যারা আসে, তাদের ওরা এমনি ক'রেই ডাকে। এই বিভীষিকার মধ্যে বন্দী দু'দিনও বাঁচতে পারে না। মাত্র একজন এই কারাগারে ষোল বৎসর জীবিত ছিলেন, তিনি মহানায়ক অগ্নিমিত্র।

সিংহবাহু। অগ্নিমিত্র? যিনি আমায় বন্দী করেছেন?

পুরঞ্জয়। তিনি আপনাকে বন্দী করেছেন? মহারাজ! তা হ'লে এই মুহূর্ত্তে আপনি পালিয়ে যান। তাঁর ক্রোধ বড় ভয়ানক। আপনার

পুত্র বিজয়সিংহের হাতে লঙ্কা আজ বিপন্ন, আপনাকে হত্যা ক'রে মহানায়ক তাঁর বাহু ভেঙ্গে দিতে চান। এই নিন্ মহারাজ! আমার কাছে রাজার এই পাঞ্জা ছিল—ফিরিয়ে নিতে ভুলে গেছেন; এই পাঞ্জা দেখ্‌লে কেউ আর আপনার গতিরোধ কর্‌বে না।

সিংহবাহু। তবে তুমি যাচ্ছো না কেন?

পুরঞ্জয়। সে অনেক কথা; যদি সময় পাই, একদিন বল্‌বো।

সিংহবাহু। মুক্তিতে আমার প্রয়োজন নেই।

পুরঞ্জয়। আছে মহারাজ! লঙ্কার কারাগারে যদি আপনার মৃত্যু হয়, তা হ'লে বিজয়সিংহও বাঁচ্‌বে না। মনে করবেন না মহারাজ! আপনাকে মুক্তি দিয়ে আমি উদারতা দেখাচ্ছি! আমি ঐ মহানায়কের পুত্র, যার হস্তে আপনি বিনাদোষে বন্দী। পুত্র হ'যে পিতার কখনো কিছু করি নাই, আজ তাঁর পাপের দণ্ড নিজের মাথায় গ্রহণ কর্‌বো।

সিংহবাহু। [ সোল্লাসে ] এই তো আমার বিজয়—এই তো আমার বিজয় কে বলে সে হারিয়েছে? বাবা! তুমিই আমার পুত্র! তোমাকে নিয়েই আমি বিজয়কে ভুলে থাক্‌বো।

পুরঞ্জয়। না মহারাজ! বিজয়ের মত পুত্রকে ভোলা যায় না! যান আপনি, হয় তো তারা এখনি এসে পড়বে, তা হ'লে আর আপনাকে বাঁচাতে পারবো না।

সিংহবাহু। না বাবা! এমন একটা মহান্ যুবককে বিপন্ন ক'রে আমি বাঁচ্‌তে চাই না।

পুরঞ্জয়। কে বলে আমি বিপন্ন? আমি মহানায়কের পুত্র, আমার কারাবাস বৈশাখী আকাশের মেঘ; এখনই হয় তো আমার মুক্তির আদেশ আস্‌বে।

সিংহবাহু। তা বটে!—তা বটে! [ ক্ষণেক চিন্তা করিয়া ] তবে

তাই হোক্; তোমার এ দান আমি গ্রহণ কর্‌লাম। তুমি দীর্ঘজীবী হও। সুমিত্র! ওঠ্ বাবা!

[ সুমিত্র সহ প্রস্থান।

পুরঞ্জয়। না, মৃত্যুই আমার একমাত্র পথ। আয়—আয় ওরে ঘন অন্ধকার, আমায় গ্রাস কর্‌বি আয়। এ কি! সত্যই কি মৃত আত্মাগুলো আমায় ডাকৃছে? ওঃ—কি ভীষণ! এদিকেও ঐ। না—না, ভয় কেন? মৃত্যুকেই তো ডেকেছি আমি! এস মৃত্যু! দু'বাহু বাড়িয়ে এস, এই অশান্তির নরক থেকে আমায় শান্তির স্বর্গে নিয়ে চল। উঃ—শরীর বড় অবসন্ন হ'য়ে আস্‌ছে, একটু বিশ্রাম করি। [ শয়ন করিলেন। ]

ছুরিকাহস্তে ধীরে ধীরে অগ্নিমিত্রের প্রবেশ।

অগ্নিমিত্র। হত্যা! হত্যা! বিজয়সিংহের বাহু ভেঙ্গে দিতে হবে, নইলে রাজার মঙ্গল নেই। সিংহবাহু! আমার রাজার স্বার্থের জন্য তোমার মৃত্যু চাই। কি কর্‌বো? এ রাজনীতি। [ অগ্রসর ] কেন প্রাণটা এমন কেঁপে উঠ্‌ছে? ষোল বছর এই কারাগারে কাটিয়েছি, একদিনও তো একটুও টলিনি! ও কারা কানাকানি কর্‌ছে? কে খল্‌-খল্ ক'রে হাস্‌ছে না? [ চারিদিক দেখিয়া পুনঃ অগ্রসর ] কৈ—কোন সাড়া-শব্দ তো পাচ্ছি না!—এই যে, নিদ্রা যাচ্ছে না? আহা, কেন এসেছিলে তুমি বাংলার রাজা? তোমার বাংলায় কি তোমার চিতার জন্য একটুও স্থান ছিল না? [ ছুরিকা উত্তোলন ] তাই তো! নিদ্রিতকে হত্যা কর্‌বো? আগে জাগাই, তারপর—। [ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া ] না—হত্যার আবার মুখোস কেন? এইটুকু দয়া ক'রে আর তোমায় ব্যঙ্গ কর্‌বো না বাংলার রাজা! ঘুমোও—চিরদিনের মত নিদ্রা যাও। [ সিংহবাহু ভ্রমে পুরঞ্জয়কে পুনঃ পুনঃ ছুরিকাঘাত।

পুরঞ্জয় । উঃ—উঃ—[ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল । ]

অগ্নিমিত্র । [ পিশাচের মত খিল্-খিল্ করিয়া হাসিতে লাগিলেন । ]

মশালহস্তে প্রহরী সহ ইন্দ্রনীলের প্রবেশ ।

ইন্দ্রনীল । বাংলার রাজা ! বাংলার রাজা !

অগ্নিমিত্র । [ মশালের আলোকে পুরঞ্জয়কে দেখিয়া সবিস্ময়ে ] এ কি ! কে—কে ? পুরঞ্জয় ? বজ্র ? একটা আঘাত—একটা আঘাত ।

ইন্দ্রনীল । [ অবাক-বিস্ময়ে একবার অগ্নিমিত্রের মুখের দিকে, একবার আহত পুরঞ্জয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন ] এ সব কি গুরু ?

অগ্নিমিত্র । নিয়তি পিছু নিয়েছে ইন্দ্রনীল ! সবার মাথা চিবিয়ে খাবে । পালিয়ে এস ! ঐ চক্রের ঘর্ঘর ধ্বনি—ঐ যমের লৌহদণ্ড ! [ বিকট হুঙ্কারে ] আয়—আয়—আয় মহাকাল !

[ উন্মত্তভাবে প্রস্থান ।

ইন্দ্রনীল । [ পুরঞ্জয়ের পার্শ্বে উপবেশন করিয়া বন্ধু ! কার উপর অভিমান ক'রে সংসার ছেড়ে চলেছ ? আমি যে মুক্তি দিতে এসেছি । ওরে, আমার পার্শ্বে দাঁড়াতে যে আর কেউ নেই । চল—যুদ্ধে চল ।

পুরঞ্জয় । [ জড়িতকণ্ঠে ] নারায়ণ ! নারায়ণ ! পিতার সমস্ত পাপ আজ আমার রক্তে ধৌত হোক্ ।

ইন্দ্রনীল । [ভগবান্ ! এত দুঃখ কেমন ক'রে সইবো ভগবান ? এস, বন্ধু ! তোমার মৃত্যুশয্যা এখানে নয়, সোনার পর্য্যঙ্কে ।

[ পুরঞ্জয়ের মুমূর্ষু দেহ বক্ষে ধারণ করিয়া প্রস্থান,
পশ্চাতে প্রহরীর প্রস্থান । ]

---

# পঞ্চম অঙ্ক।

## প্রথম দৃশ্য।

রণস্থল।

মেঘা ও গোবার প্রবেশ।

মেঘা। এখনও কি সাধ মেটে নি গোবা? ভাই হ'য়ে শত্রুতার চরম করেছিস্; আমার হাত থেকে কামান ছিনিয়ে নিয়ে শত্রুর হাতে তুলে দিয়েছিস; লঙ্কার সৈন্যগুলো দলে দলে কামানের গোলায় প্রাণ দিয়েছে। ঐ চেয়ে দেখ, নিষ্ঠুর, মৃত্যুর কি ভয়াবহ মূর্ত্তি রণ-স্থলে প্রকট হ'য়ে উঠেছে। শব—শব, শবের উপর শব। কারো হাত নাই, কারো পা নাই, কারো মাথা উড়ে গেছে। সইতে পারছিস?

গোবা। খুব পারছি।

মেঘা। ওরা কারা, জানিস্? লঙ্কার অধিবাসী—আমাদের ভাই; শোকে দুঃখে ওরাই এসে আমাদের পাশে দাঁড়াতো। বিজয়সিংহ পর—দু'দিনের বন্ধু; তার কথায় ভুলে নিজের দেহের মাংস কামড়ে খাস্ নে গোবা! ফিরে আয়—ফিরে আয়!

গোবা। ফিরতে পারি, আগে তুই তোর নিষ্ঠুর রাজাকে ছেড়ে আমার পাশে এসে দাঁড়া। রাজায় রাজায় কাটাকাটি ক'রে মুখে রক্ত উঠে মরুক্, ফিরেও চাইবো না। আয় দাদা! আমরা দু'ভাই গলাগলি ক'রে আমাদের সেই ভাঙ্গা কুটীরে ফিরে যাই চল্।

মেঘা। বলিস্ কি গোবা! এই দুঃসময়ে রাজাকে ফেলে চ'লে যাবো?

গোরা। তোর রাজা মরুক্; তাব যে যেখানে আছে, সব ছাই হ'য়ে যাক্।

মেঘা। তাও বরং সইতে পারি, কিন্তু চোখের উপর একটা বিদেশী এসে আমার রাজার সিংহাসনে বস্‌বে, আমি বেঁচে থেকে তাই সইবো?

গোরা। সিংহাসনে যে বসে বসুক্, আমাদের ঘর তো আর সোনায় মুড়ে দেবে না। আমরা যে চাকর, সেই চাকরই থেকে যাবো; রামই রাজা হোক্, আর রাবণই রাজা হোক্, আমাদের তাতে কি? ষোল বছর না খেয়ে ইন্দ্রনীলকে হাতে ধ'রে রাজা করেছি, সে আমাদের কত সোনার খাটে বসিয়ে পূজো ক'চ্ছে?

মেঘা। তা না কর্‌লেও আমাদের দেশের রাজা।

গোরা। বাজ পড়ুক্ তোর দেশের বুকে। পেটে যদি দানা না পাই, কেঁদে যদি সান্ত্বনা না পাই, দেশ ধুয়ে জল খাবো? ঘরে গিয়ে দেখে এসেছি, আমাদের চাষার জাত তেমান আধপেটা খেয়ে লাঙ্গল নিয়ে মাঠে যায়—তাদের ছেলে-মেয়েগুলো ক্ষিদের জ্বালায় তেমনি ক'রে কাঁদে—তাদের ভাঙ্গা ঘরে তেমনি ক'রে বর্ষার জোয়ার খেলে যায়। ইন্দ্রনীলের রাজত্বে কারও দুটো হাত দশটা হয় নি; সেই অভাব—সেই কান্না—সেই মড়ক। পালিয়ে আয়—পালিয়ে আয়!

মেঘা। তা হয় না গোরা। আমি রাজভক্ত প্রজা; আমি তো রাজাকে ফেলে যাবোই না, তুই যদি আমার বিপক্ষে অস্ত্র ধরিস্, তা হ'লে তোকেও আমি ভাই ব'লে ক্ষমা কর্‌বো না।

গোরা। তা হ'লে আমারও শেষ কথা। তুই যদি আমার পথে না আসিস্, তা হ'লে তোকে তো আমি যমালয়ে পাঠাবোই, তোর রাজার মাথাটাও আমি 'চিবিয়ে খাবো।

মেঘা। বেশ, তবে তাই হোক্। [ অসি নিষ্কাশন ]

গোরা। দাঁড়া, হাজার হোক্ তুই বড় ভাই, তোকে একটা প্রণাম করি। [প্রণাম]

মেঘা। তবু ভুলবো না গোরা! তুই বারবার রাজার বিরুদ্ধাচরণ করেছিস্, রাজদ্রোহীকে আমি ক্ষমা করবো না। ভুলে যা যে, আমরা এক মায়ের গর্ভে জন্মেছি। ভুলে যা যে, আমি তোর স্নেহময় ভাই। আজ আমার চেয়ে বড় শত্রু তোর কেউ নাই।

[উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

ইন্দ্রনীলের প্রবেশ।

ইন্দ্রনীল। চমৎকার! চমৎকার! বিধাতার সৃষ্টি ওলট-পালট হয়ে গেছে! পিতা পুত্রের বুকে ছুরি বসিয়ে দেয়, আজ আবার ওই ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ; দু'জনের সর্বাঙ্গ বেয়ে রুধিরের ধারা বইছে, তবু কারও ভ্রূক্ষেপ নাই। মরবে—দু'জনেই মরবে। মেঘা! গোরা! ক্ষান্ত হ', আমি রাজ্য চাই না, তোরা ক্ষান্ত হ'!

শালিবাহনের প্রবেশ।

শালিবাহন। ইন্দ্রনীল! ইন্দ্রনীল! পালিয়ে যাও। বিজয়সিংহের হাতে আজ কারও রক্ষা নাই। ঐ দেখ, লঙ্কার সৈন্যগণ কাতারে কাতারে অসাড় হ'য়ে প'ড়ে আছে। যদি বাঁচতে চাও—

ইন্দ্রনীল। চাই না বাঁচতে! কি নিয়ে বেঁচে থাকবো শালিবাহন! তোমার নিঃশ্বাসে আমার সুরভি উদ্যান ভস্মীভূত হ'য়ে গেছে। নিষ্ঠুর ঘাতক! তোমায় বাঁচিয়ে রেখে আমি পালিয়ে যাবো? তা হবে না। তুমি আমার পিতৃহন্তা, তোমারই জন্য সংসার আজ আমার কাছে বিষ।

শালিবাহন। এ আর কতটুকু বিষ ইন্দ্রনীল! যে বিষ আমি পান

করেছি, তার এক কণা পান কর্লে তুমি যন্ত্রণায় ত্রাহি-ত্রাহি রবে আর্ত্তনাদ করতে। সত্য আমি তোমার পিতৃহন্তা; কিন্তু কেন জান? তোমার পিতার জন্য আমার সাধ্বী পত্নী অনাহারে শুকিয়ে কুঁকড়ে মরেছে।

ইন্দ্রনীল। শালিবাহন!

শালিবাহন। কি বুঝবে তুমি তার অপরিণত যুবক, কতখানি ব্যথা এই বুকে অস্থি-চর্ম্ম দিয়ে ঢেকে রেখেছি। রাজ্যের লোভ আমার ছিল না—জল্লাদের প্রবৃত্তিও আমার ছিল না; আমার মনের মধ্যে এই ক্ষুধিত রাক্ষসকে জাগিয়ে দিয়েছে তোমারই পিতা রুদ্রদমন।

ইন্দ্রনীল। কিসে?

শালিবাহন। আমার পর্ণকুটীরে একটা আগুনের গোলা ছিল, রাজা রুদ্রদমনের চোখ তাতে ঝল্‌সে গেল; একদিন জোর ক'রে আমার ঘর থেকে আমার সাধ্বী পত্নীকে সে ছিনিয়ে নিলে।

ইন্দ্রনীল। [ সবিস্ময়ে ] আমার পিতা?

শালিবাহন। হাঁ, তোমার পিতা। রাজা রুদ্রদমন আর অগ্নিমিত্র দু'জনে মিলে তাকে দ্বিচারিণী করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সে এক মাস অনাহারে থেকে তিলে তিলে প্রাণ দিলে, তবু দ্বিচারিণী হ'লো না। তার সেই মৃতদেহ যেদিন দেখ্‌লাম, সেইদিন আমার হৃদয়ের মধ্যে দুর্দ্দান্ত জল্লাদ মাথা জাগিয়ে উঠ্‌লো: আমি রুদ্রদমনকে হত্যা ক'রে সিংহাসন অধিকার করলাম, আর অগ্নিমিত্রকে চিরদিনের জন্য পাতাল-কক্ষে অবরুদ্ধ কর্‌লাম।

ইন্দ্রনীল। এ কি স্বপ্ন না সত্য?

শালিবাহন। সত্য; এই মহাপাপের জন্য আমি তোমার পিতাকে হত্যা করেছি।

ইন্দ্রনীল। আমায় কেন বাঁচিয়ে রাখলে? কেন—কেন? এ কথা

শোন্‌বার পূর্ব্বে মৃত্যুই যে আমার শ্রেয় ছিল। ওঃ—ভগবান্‌! আমার গর্ব্বের প্রাসাদ এমনি ক'রে ধূলিসাৎ করলে! কি করবো আমি? কোথায় গিয়ে লুকোবো? রাজা শালিবাহন! আমায় হত্যা কর, আমি বুক পেতে দিচ্ছি, তরবারি বসিয়ে দাও। দাও—দাও, মিনতি করছি।

শালিবাহন। আর তা পারি না ইন্দ্রনীল! তোমার আমার মধ্যে ত্রিবেণী এক যোগসূত্র গেঁথে দিয়েছে। যাও ইন্দ্রনীল। আমি তোমার সব অপরাধ ক্ষমা করলাম, কিন্তু সাবধান। বিজয়সিংহ তোমায় ক্ষমা করবে না।

ইন্দ্রনীল। মহারাজ! আমি শপথ করছি, যদি যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারি, তা হ'লে তোমার রাজত্ব তোমারই হাতে তুলে দিয়ে আমি আজীবন সন্তানের মত তোমার সেবা করবো।

[ প্রস্থান।

শালিবাহন। জয়? দুরাশা! [ প্রস্থানোদ্যোগ ]

সশস্ত্র অগ্নিমিত্রের প্রবেশ।

অগ্নিমিত্র। হাঃ-হাঃ-হাঃ! [ অট্টহাস্য ]

শালিবাহন। কে?

অগ্নিমিত্র। তোমার যম। হাঃ-হাঃ-হাঃ। অনেক দিন তোমার রক্ত পান করবো ব'লে ওৎ পেতে ব'সে আছি, নাগাল পাচ্ছি না—আজ পেয়েছি। প্রাণে যেটুকু মায়া-মমতা ছিল, পুরঞ্জয়ের রক্তে তাও ভাসিয়ে দিয়ে এসেছি।

শালিবাহন। অগ্নিমিত্র? [ অসি নিষ্কাশন। ]

অগ্নিমিত্র। চিন্‌তে পেরেছ জল্লাদ?

শালিবাহন। হ্যাঁ, চিন্‌তে পেরেছি চণ্ডাল! তুমিই তো সেই অভাগিনীর সঙ্গে রুদ্রদমনের বিবাহের মন্ত্রপাঠ করতে গিয়েছিলে। যে হাতে

তুমি তাদের কুশাগ্রবন্ধনে বাঁধতে চেয়েছিলে, সে হাত আমি আগুন দিয়ে পোড়াবো; যে রসনায় তুমি মন্ত্রপাঠ করতে উদ্যত হয়েছিলে, আমি সে রসনা টেনে ছিঁড়ে পায়ের তলায় পিষে ফেল্‌বো।

অগ্নিমিত্র। রুদ্রদমন। রুদ্রদমন। এগিয়ে এস—রক্ত নেবে এস।

[ উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

যুধ্যমান বিজয়সিংহ ও ইন্দ্রনীলের প্রবেশ।

বিজয়। দেখ্‌ছো রাজা। তোমার অসংখ্য সৈন্য রণক্ষেত্রে নিষ্প্রাণ হ'য়ে প'ড়ে আছে। যম তোমারও শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে, তবু এখনও আমি প্রাণভিক্ষা দিতে পারি: বল আমার পিতা কোথায়?

ইন্দ্রনীল। জানি না।

বিজয়। মিথ্যা কথা।

ইন্দ্রনীল। বিজয়সিংহ। ইন্দ্রনীল নিষ্ঠুর হ'তে পারে, কিন্তু মিথ্যা-বাদী নয়। মৃত্যুর ভয় কি দেখাচ্ছো বাঙ্গালী। মৃত্যু আমার বহু দিন হ'য়ে গেছে; যা দেখ্‌ছো, এ একটা প্রাণহীন কঙ্কাল। নিয়তির বজ্রাঘাতে প্রাণের স্পন্দন থেমে গেছে বাঙ্গালী। যা ছিল, তাও আর নেই।

বিজয়। বল, আমার পিতা কোথায়?

ইন্দ্রনীল। জানি না।

বিজয়। ভেবেছ কি লঙ্কেশ্বর। ছলে কৌশলে আমার শোক-দুঃখ-জর্জ্জরিত বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী ক'রে বা হত্যা ক'রে আমার সবল বাহু নিস্তেজ ক'রে দেবে? তুমি বিজয়সিংহকে চেনো না, যদি আমার পিতার এক বিন্দু রক্তে লঙ্কার প্রাসাদ কলঙ্কিত হয়, তা হ'লে আমি তোমার সোনার দেশটাকে মরুভূমি ক'রে দিয়ে যাবো।

ইন্দ্রনীল। কি বল্‌বো বিজয়সিংহ। আজ আমার নিজের দেহটা-কেই ভারবহ মনে হ'চ্ছে, নইলে তোমায় বুঝিয়ে দিতাম, তুমি যদি বাংলার যুবরাজ, আমিও লঙ্কার রাজা।

[ যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।

সৈন্যগণ। [ নেপথ্যে ] জয় যুবরাজ বিজয়সিংহের জয়!

---

## দ্বিতীয় দৃশ্য।

রণস্থলের একপার্শ্ব।

সুমিত্র গাহিতে গাহিতে যাইতেছিল।

সুমিত্র।—

### গীত।

হায়। পারি না যে আর চলিতে।
যত চলি, তত দূরে স'রে যাও, কত পাব তুমি ছলিতে॥
কত যে রজনী, কত যে দিন রয়েছে সাগরতলে,
কত নদ নদী গেল গো বহিয়ে মোদের নয়নজলে;
একি তব ওগো নিঠুর খেলা, হয় নি কি আজও ফিরিবার বেলা,
নিজ হাতে গড়া সাজান বাগান কেন সাধ এত দলিতে॥

সিংহবাহুর প্রবেশ।

সিংহবাহু। সুমিত্র! সুমিত্র!

সুমিত্র। কৈ বাবা, দাদার দেখা তো পেলুম না!

সিংহবাহু। দেখ্‌বি আয়—দেখ্‌বি আয়।

সুমিত্র। কোথায়—কোথায়?

সিংহবাহু। রাজসভায়।

সুমিত্র। রাজসভায়?

সিংহবাহু। হাঁ রে, হাঁ; সে আজ লঙ্কা অধিকার করেছে—রাজাকে বন্দী করেছে—মাত্র সাতশো বাঙ্গালীকে নিয়ে সে এত বড় যুদ্ধটা জয় করেছে। আহা! এমন পুত্র কার জন্মেছে? আয়—আয়, ছুটে আয়।

[ সুমিত্র সহ প্রস্থান।

ত্রিবেণীর প্রবেশ।

ত্রিবেণী। কে বন্দী কর্‌লে? রাজা ইন্দুনীলকে কে বন্দী কর্‌লে? কলঙ্কী চাঁদ! তুমি আবার উঠছো! বাতাস! এখনও বইছো? আকাশ! ভেঙ্গে পড়্‌ছো না? ভগবান্! ভগবান! এ কি বজ্রাঘাত?

গীতকণ্ঠে সুধাকণ্ঠের প্রবেশ।

সুধাকণ্ঠ।—

গীত।

বজ্রে যে তার বাঁশী বাজে, ভয় নেই ভয় নেই।
পরশ রতন হয় তো আছে উড়াইয়া দেখ ছাই।
আলোকের জ্যোতি তমসায় ঢাকা,
কালো মেঘে ওগো বিজলী আঁকা,
কালোর বরণে রয়েছে মিলায়ে আলোকবরণী রাই।
ভয়াল ঝটিকা যেইখানে নাচে,
দয়াল আমার সেথা আছে আছে,
আগুনে পোড়ানো মরুভূমিমাঝে নূপুর শুনিতে পাই।

ত্রিবেণী। ঝড় উঠেছে—এখনি মহাপ্রলয় হবে। হবে না? রাজা ইন্দ্রনীল আজ বন্দী।

কুবেণীর প্রবেশ।

কুবেণী। [স্বগত] আহা-হা! লঙ্কার রাণীর আজ এ কি অবস্থা! একদিন যে রূপের জ্যোতিতে প্রাসাদ আলো করেছিল, আজ সে যেন একটা অলক্ষ্মীর প্রতিমা! কি করুণ—কি মর্ম্মভেদী! [প্রকাশ্যে] দিদি। [হাত ধরিল।]

ত্রিবেণী। কে? রাজকুমারী?

কুবেণী। তোমার ভগ্নী।

ত্রিবেণী। তা কি হয়? আজ তুমি লঙ্কার সিংহাসনে বস্‌বে, আর আমার রাজা তোমার পায়ের তলায় বিচার-প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকবে। তুমি হয় তো হত্যার আদেশ দেবে, ঘাতকেরা তাঁকে মশানে টেনে নিয়ে গিয়ে হত্যা কর্‌বে,—বন্যার মত রক্ত ছুটবে, তুমি মহানন্দে অবগাহন করবে। সর—সর! আমি দেখ্‌বো, কোন্ নিষ্ঠুর তাঁকে বন্দী করেছে।

কুবেণী। বন্দী করেছে বিজয়সিংহ।

ত্রিবেণী। বিজয়সিংহ? লঙ্কার শত্রু, কিন্তু আমার পুত্র,—সে যে আমায় মাতৃ-সম্বোধন করেছে। তাই তো, কি করি? লঙ্কেশ্বর বন্দী; আমার প্রাণের চেয়ে প্রিয়তম স্বামী বন্দী! না—না, পুত্রের দাবী এখানে চল্‌বে না। বাঙ্গালী! আমি তোমাকে ক্ষমা কর্‌বো না, এই ছুরি আমি তোমার বুকে বসিয়ে দেবো।

[উন্মত্তবৎ প্রস্থান।

কুবেণী। কে আছ, উন্মাদিনীর হাত থেকে যুবরাজকে রক্ষা কর।

[পশ্চাদ্ধাবন।

অজয়সিংহের প্রবেশ।

অজয়। যাক্, সব শেষ। রাজা ইন্দ্রনীলের জয়ধ্বনি দিতে আর বোধ হয় কেউ নাই। ইন্দ্রনীল বন্দী, অগ্নিমিত্র বন্দী; কিন্তু আমি এখন কি করি? মৃত্যু হ'লো না—প্রায়শ্চিত্ত তো হ'লো না। আয়—আয় মৃত্যু। সহস্র দ্বার দিয়ে—সহস্র রূপে এগিয়ে আয়, আমি তোকে আলিঙ্গন করি। ওঃ। কারা দু'টো যমের কিঙ্করের মত যুদ্ধ করতে করতে এগিয়ে আসছে? ওঃ, মানুষের মূর্ত্তি এমন বীভৎস হয়?

যুধ্যমান মেঘা ও গোরার প্রবেশ।

মেঘা। গোরা। ক্ষান্ত হ—এখনও ক্ষান্ত হ, নইলে দু'জনকেই মরতে হবে। তোরও সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত। অস্ত্র ফেলে দিই আয়; দু'ভাই গলাগলি ক'রে ফিরে যাই চল্

গোরা। কোথায়?

মেঘা। রাজপদতলে।

গোরা। তবে হবে না সন্ধি—ফেল্‌বো না অস্ত্র।

মেঘা। তা হ'লে দু'জনকেই মরতে হবে গোরা।

গোরা। তাই ভাল; একসঙ্গে এক মায়ের পেটে জন্মেছি, একসঙ্গে মরি আয়—কেউ কারও জন্য কাঁদ্‌বো না। শেয়াল কুকুরে দু'জনের মাংস ছিঁড়ে খাবে, তবু সংসার জানবে, জীবনে আমরা গলাগলি ক'রে ছিলাম, মর্‌বার সময়ও গলাগলি ক'রে মরেছি।

অজয়। আর কার জন্য যুদ্ধ কর্‌ছো লঙ্কার সৈগণ? বিজয়-লক্ষ্মী বিজয়ের গলায় বরমাল্য দিয়েছেন। তোমাদের রাজা বন্দী।

মেঘা। রাজা বন্দী?

অজয়। শুধু রাজা নয়, রাণীও বন্দিনী।

গোরা। রাণী বন্দিনী? কে বন্দী কর্‌লে?

অজয়। আমি।

গোরা। তবে তোকেই আগে হত্যা করবো—[আক্রমণোদ্যত]

অজয়। সাবধান দস্যু! সাধ ক'রে আগুনে ঝাঁপ দিও না। [অসি নিষ্কাশন]

মেঘা। মার্—মার্!

[অজয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে মেঘা ও গোরার প্রস্থান।

ভারতীর প্রবেশ।

ভারতী। কৈ—কোথায় অজয়সিংহ? বুঝি অভিমানে মরণের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়েছ। ফিরে এস বীর—ফিরে এস! কেউ সাড়া দিচ্ছে না। অজয়! ভারতী আজ মৃত্যুর তীরে দাঁড়িয়ে; তোমার কাছে আমার একটা প্রার্থনা,—আমায় ক্ষমা কর।

রক্তাক্তদেহে দুই হস্তে দুইটী ছিন্ন শির লইয়া
অজয়ের প্রবেশ।

অজয়। [ছিন্ন শির ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া] ওঃ! দু'টো যমের কিঙ্কর একদিনে নিঃশেষ। কেন মর্‌তে এসেছিলি অভাগারা? বাহুতে তোদের মত্ত হস্তীর বল ছিল; ইচ্ছা করলে তোরা ইন্দ্রের সিংহাসন কেড়ে নিতে পার্‌তিস। যাক্‌—আমারও আর দেরী নাই, আমিও তোদের সঙ্গে যাচ্ছি! [তরবারিতে ভর দিয়া বসিয়া পড়িলেন।]

ভারতী অজয়! অজয়!

অজয়। ভারতী! আজই বোধ হয় জীবনের অবসান। দুঃখ নেই, মৃত্যুই আমি চেয়েছিলাম।

ভারতী। কোন্ অভিমানে মর্‌তে চলেছ বীর ?

অজয়। অভিমান নয় ভারতী। বড বেদনা এই বুকটার মধ্যে ; মৃত্যুর শীতল করস্পর্শে যদি এ বেদনার একটুও শান্তি হয়।

ভারতী। তোমায় তো আমি মর্‌তে দেবো না অজয় ! প্রাণপাত সেবা ক'রে আমি তোমায় বাঁচিয়ে তুল্‌বো ; প্রলেপ দিয়ে আমি তোমার সর্ব্বাঙ্গের ক্ষত পূরণ ক'রে দেবো।

অজয়। ক্ষত তো শুধু দেহের উপর নয় ভারতী। আর একটা ঘা আছে, সেখানে প্রলেপ দিতে কেউ তো পারবে না !

ভারতী। আমি পারবো ; আমি জানি, আমারই জন্য তুমি সাধ ক'রে মৃত্যুর পথে এগিয়ে এসেছ। আমায় পেলেও কি তুমি ফিরে আস্‌বে না ?

অজয়। [ সবিস্ময়ে ] ভারতী ! ভারতী ! এ কি স্বপ্ন ? না—না, তুমি ব্যঙ্গ কর্‌ছো !

ভারতী। না ; সত্য অজয়। আমার বরমাল্য তোমার।

অজয়। আমার ? সত্য ? তবে আমায় বাঁচাও ভারতী ! প্রলেপ দিয়ে হোক্, দেবতার কাছে প্রার্থনা ক'রে হোক্, আবার আমার বাঁচতে সাধ হ'চ্ছে—বড় সাধ হ'চ্ছে।

[ ভারতীর সাহায্যে প্রস্থান।

---

## তৃতীয় দৃশ্য।

### লঙ্কার রাজসভা।

### কুবেণী, বিজয়সিংহ, অজয়সিংহ, শীলভদ্র ও শালিবাহনের প্রবেশ।

বিজয়। রাজা শালিবাহন। আমার প্রতিশ্রুতি আমি পূর্ণ মাত্রায় পালন করেছি, প্রাণাধিক প্রিয় সাত শত বাঙ্গালী ভাইদের অধিকাংশের জীবনের বিনিময়ে আপনার কন্যার জন্য লঙ্কার সিংহাসন অধিকার করেছি।

শালিবাহন। যুবরাজ বিজয়সিংহের জয় হোক্।

বিজয়। ব'সো রাজকুমারী, এই সিংহাসনে। আমারই এক দেশবাসী একদিন রাজা দশাননকে বধ ক'রে তার শাসনদণ্ড বিভীষণের হাতে তুলে দিয়েছিলেন, তাঁর বংশধর আমি,লঙ্কার সিংহাসনে আজ তোমাকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে গেলাম। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি দীর্ঘজীবী হ'য়ে মায়ের মত স্নেহ-করুণায় প্রজাপালন কর। [ কুবেণীকে সিংহাসনে বসাইলেন। ]

শালিবাহন। যুবরাজ বিজয়সিংহ। তোমারই সহায়তায় নির্য্যাতিত আমি, কন্যার হাত ধ'রে আবার উচ্চশিরে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করেছি। এতখানি উপকারের বিনিময়ে তোমার কোন প্রার্থনা আছে?

বিজয়। প্রার্থনা? হ্যাঁ,লঙ্কেশ্বরীর কাছে আমার একটা প্রার্থনা আছে। লঙ্কেশ্বরী। আমি ধন-রত্ন চাই না; আমার ইচ্ছা, আজ হ'তে আমার পিতা সিংহবাহুর নামানুসারে লঙ্কার নাম 'সিংহল' ব'লে ঘোষিত হোক্।

কুবেণী। শুধু এইটুকু? আর তোমার কোন কামনা নাই বিজয়? বেশ—তাই হোক্; সিংহবাহু ও বিজয়সিংহের নাম চিরস্মরণীয় রাখ্‌তে এ দেশ আজ হ'তে 'সিংহল' নামে পরিচিত হোক্।

সকলে। জয় সিংহলেশ্বরী কুবেণীর জয়!

শালিবাহন। বিজয়সিংহ। আমার মনে হ'চ্ছে, তুমি যার পুত্র, তিনি কত ভাগ্যবান,—কিন্তু কি নিষ্ঠুর!

সিংহবাহু ও সুমিত্রের প্রবেশ।

সিংহবাহু। বিজয়! বিজয়!

বিজয়। পিতা!—পিতা! [ পদতলে পতন। ]

সিংহবাহু। আহা-হা, সোনার বর্ণ কালি হ'য়ে গেছে। আমার চোখ ফেটে জল আস্‌ছে—আমার বিনা দোষে নির্ব্বাসিত রাম! আয় আমার বংশের প্রদীপ! আমার বিনা দোষে নির্ব্বাসিত রাম। [ আলিঙ্গন। ] বিজয়। তোকে যে শাস্তি দিয়েছি, তার দ্বিগুণ শাস্তি পেয়েছি আমি নিজে; তোর চোখের জলে মরুভূমি ভিজেছে, আর আমার চোখের জলে সাগর ব'য়ে গেছে। বিজয়! আমায় ক্ষমা কর্।

বিজয়। অপরাধী কর্‌বেন না পিতা। আপনি পিতা, আমি পুত্র, আপনি মহামহিমান্বিত বিচারক, আমি দীন প্রজা, আপনার দেওয়া দণ্ড আমার কাছে বৈকুণ্ঠের সোপান। রাজা শালিবাহন! এই আমার পিতা; রাজ-রাজেশ্বর হ'য়েও আমারই জন্য ভিক্ষুকের মত এসেছেন।

শালিবাহন। মহারাজ! কে আপনাকে বন্দী করেছিল?

সিংহবাহু। কেউ নয়—কেউ নয়; আমি সব ভুলে গেছি—সবাইকে ক্ষমা করেছি। বিজয়! ফিরে চল্।

বিজয়। ক্ষমা কর্‌বেন পিতা। আমি প্রাণান্তেও সত্যভ্রষ্ট হবো না।

সুমিত্র। দাদা! ফিরে চল।

বিজয়। সুমিত্র! ভাই! আমি যে পিতার পদস্পর্শ ক'রে শপথ করেছিলাম, জীবনে আর বাংলায় ফিরে যাবো না।

সিংহবাহু। পিতা আমি, তোকে সত্যভ্রষ্ট কর্‌বো না। বিজয়! আমরা পিতা-পুত্রে এমন এক স্থানে চ'লে যাই চ', যেখানে বাংলা নেই—বাঙ্গালী নেই—বাংলা ভাষায় কেউ কথা কয় না।

বিজয়। পিতা—।

সিংহবাহু। আয়—আয়! আর কাঁদাস্ নে বিজয়! [বিজয়ের হাত ধরিয়া অগ্রসর হইলেন।]

কুবেণী। বিজয়! বিজয়! তোমার মনে এই ছিল? কেন তুমি এসেছিলে লঙ্কায়? কেন জীবন পণ ক'রে আমার জন্য লঙ্কার সিংহাসন অধিকার কর্‌লে? তুমি কি মনে করেছ, আমাকে এই তুচ্ছ রাজ্যে ভুলিয়ে রেখে নিজে ফাঁকি দিয়ে পালাবে? তুমি যাবে ভিক্ষুকের মত দেশান্তরে, আর আমি তোমারই দেওয়া রাজত্ব নিয়ে সুখের স্রোতে ভাস্‌বো? নিষ্ঠুর! তুমি আমায় হত্যা ক'রে যাও।

বিজয়। লঙ্কেশ্বরী!

কুবেণী। না—না; আমি লঙ্কেশ্বরী হ'তে চাই না; তোমার হাত ধ'রে বৃক্ষতলে থাক্‌বো, সেও ভাল। বিজয়! আমায় ফেলে যেও না—আমায় পায়ে ঠেলো না। [পদধারণ]

সিংহবাহু। রাজা শালিবাহন! এ কি?

শালিবাহন। প্রকৃতির খেয়াল; আমি কি কর্‌বো রাজা? বিজয় সিংহের পিতা তুমি, তোমার কর্ত্তব্য তুমিই বেছে নাও।

সিংহবাহু। আমার কর্ত্তব্য এই মুহূর্ত্তে এই মায়াপুরী থেকে পুত্রকে সরিয়ে নেওয়া। এস বিজয়! কি ভাব্‌ছো?

বিজয়। ভাব্‌ছি পিতা! এই কুমারীর প্রার্থনা পায়ে ঠেলে যাবার শক্তি বোধ হয় আমার নাই।

সিংহবাহু। তার অর্থ? তুমি এই অনার্য্য-নারীকে বিবাহ কর্‌বে?

ভারতীর প্রবেশ।

ভারতী। যুবরাজ! আমার মুখে হলাহল তুলে দিয়েছ, এবার তুমি বজ্রাঘাত গ্রহণ কর; এস কুবেণী! বাংলার মহার্ঘ রত্ন তোমাকেই দিলাম; [বিজয়ের হাতে কুবেণীর হাত মিলাইয়া দিল।] তুমি সুখী হও।

[ বিজয়সিংহ ও কুবেণী যথাক্রমে সিংহবাহু ও শালিবাহনকে প্রণাম করিলেন, শালিবাহন বিজয়সিংহ ও কুবেণীকে সিংহাসনে বসাইয়া দিলেন। ]

সিংহবাহু। ছিনিয়ে নিলে—ছিনিয়ে নিলে! ভগবান্! আশা মেটালে না ঠাকুর! তবে কিসের রাজ্য? কিসের ঐশ্বর্য্য? চল্ সুমিত্র! তোকেই বাংলার সিংহাসনে অভিষিক্ত ক'রে যে দিকে দু' চক্ষু যায়, চ'লে যাবো। [ প্রস্থান।

[ সুমিত্র বিজয়সিংহকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল, বিজয়সিংহ বহু চেষ্টায় মুখ ফিরাইতে পারিলেন না। ]

বিজয়। ওঃ, সর্ব্বহারা—সর্ব্বহারা আজ। [ অশ্রুমোচন করিলেন। ]

কুবেণী। কে আছ? বন্দী ইন্দ্রনীল, অগ্নিমিত্র।

রক্ষিসহ বন্দী ইন্দ্রনীল ও অগ্নিমিত্রের প্রবেশ।

ইন্দ্রনীল। মহারাণীর জয় হোক্।

কুবেণী। এই ইন্দ্রনীল? এমন শুষ্ক কঠোর প্রেতের মত কুৎসিত?

ইন্দ্রনীল। শুধু দেহের পরিবর্ত্তনটাই দেখ্‌ছো কুবেণী! অন্তরটা যে দেখাতে পাচ্ছি না, কি দাহ এই অন্তরের মাঝখানে!

কুবেণী। বন্দী! সেদিনকার কথা স্মরণ কর, যেদিন তুমি এই সিংহাসনে ব'সে আমার পিতার মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলে; আজ আমি সেই

সিংহাসনে ব'সে তোমার বিচার করবো। বল বন্দী! আমার কাছে কি বিচার তুমি প্রত্যাশা কর?

ইন্দ্রনীল। প্রত্যাশা যাই করি, মহারাণীর কাছে আমার প্রার্থনা—আমার প্রাণদণ্ড হোক্। এ জগতের বিষাক্ত বাতাস আর আমি সইতে পারছি না; পরলোকে ত্রিবেণী আমার অপেক্ষায় ব'সে আছে, আমায় তার কাছে যেতে দাও।

শালিবাহন। ত্রিবেণী বেঁচে আছে ইন্দ্রনীল!

ইন্দ্রনীল। বেঁচে আছে, ত্রিবেণী? মহারাজ! বন্দীর প্রতি এ কি ব্যঙ্গ?

কুবেণী। ব্যঙ্গ নয়, সত্যই সে বেঁচে আছে।

ইন্দ্রনীল। একবার দেখাও তবে! একবার—শুধু একটিবার! তারপর—না, আবার যে বাঁচতে সাধ হ'চ্ছে। ভগবান্! ভগবান্! তোমার এত দয়া!

শালিবাহন। কুবেণী! ইন্দ্রনীলকে ক্ষমা কর।

কুবেণী। ক্ষমা? পিতা! এই ইন্দ্রনীল আপনার প্রাণদণ্ড দিয়েছিল।

শালিবাহন। আমি তা ভুলে গিয়েছি মা। তুই ওকে ক্ষমা কর্। চেয়ে দেখ্ নিয়তির বজ্রাঘাতে ওর অস্থিপঞ্জরমাত্র অবশিষ্ট, এ প্রাণহীন দেহে রাজদণ্ড দিয়ে কি করবি মা? ক্ষমা কর্—ক্ষমা কর্।

কুবেণী। না পিতা! ক্ষমা আমার নাই।

শালিবাহন। কুবেণী! তুই ওকে একদিন ভাই ব'লে সম্বোধন করেছিস্।

কুবেণী। সে দিন আর নাই পিতা! বন্দী! তোমার দণ্ড—

বিজয়। কুবেণী! মহামানী ইন্দ্রনীলকে ক্ষমা কর।

ইন্দ্রনীল। রাজা শালিবাহন! যুবরাজ বিজয়সিংহ! তোমাদের অনুগ্রহের স্মৃতি আমি পরপারেও সঙ্গে নিয়ে যাবো; কিন্তু আমার

অনুরোধ, আমার জন্য তোমরা ভিক্ষা ক'রো না। কুবেণী! আমি প্রস্তুত; তবে ঘাতকের হস্তে আমার শিরশ্ছেদ ক'রো না। এই আমি মাথা পেতে দিয়েছি, তুমি স্বহস্তে আমায় বধ কর।

কুবেণী। তবে তাই হোক্। [ তরবারি গ্রহণ ] ইন্দ্রনীল! তুমি বিনা অপরাধে আমার পিতার প্রাণদণ্ড দিয়েছিলে, সেই অপরাধে তোমার শিরশ্ছেদ—[ ইন্দ্রনীলকে হত্যায় উদ্যত হইলেন। ]

সহসা উদ্যত ছুরিকাহস্তে ত্রিবেণীর প্রবেশ।

ত্রিবেণী। তার পূর্ব্বে তুমি যাও যমালয়ে। [ কুবেণীর দিকে অগ্রসর হইল। ]

ইন্দ্রনীল। ত্রিবেণী!—ত্রিবেণী! [ ত্রিবেণীর দিকে ছুটিয়া বাধা দিতে যাইলে ত্রিবেণীর ছুরিকা ইন্দ্রনীলের বক্ষে বিদ্ধ হইল। ] উঃ—!

শালিবাহন ও অগ্নিমিত্র। পতিঘাতিনী! পতিঘাতিনী!

ত্রিবেণী। স্বামী! স্বামী! ওঃ, বাঁচতে দিলে না ঠাকুর! নিয়তি! নিয়তি! নিষ্ঠুর নিয়তি! তোমারই জয়! কি করলাম আমি, কি করলাম!

ইন্দ্রনীল। ত্রিবেণী! কাছে এস; যতক্ষণ বাঁচি, তোমায় দেখি। আর আমার দুঃখ নেই, এইবার সহজে মরতে পারবো।

শালিবাহন। ইন্দ্রনীল!

ইন্দ্রনীল। রাজা শালিবাহন! যুবরাজ বিজয়সিংহ! নমস্কার—তোমাদের সহস্র নমস্কার। গুরুদেব! বিদায়! কুবেণী! বোন্! আমি আশীর্ব্বাদ ক'রে যাচ্ছি, তোমাদের বিবাহিত জীবন সুখের হোক্।

[ ত্রিবেণীর সাহায্যে প্রস্থান।

অগ্নিমিত্র। কিন্তু আমি সে আশীর্ব্বাদ করবো না; বরং অভিশাপ দিচ্ছি, তোমাদের বিবাহিত জীবন বিষময় হোক্। উৎসবে, ব্যসনে,

অসংখ্য মৃত আত্মার দীর্ঘনিঃশ্বাসে তোমাদের ভোগের থালা পুরীষ-কর্দ্দমে ভ'রে উঠুক্।

শালিবাহন। [দৃঢ়স্বরে] অগ্নিমিত্র।

অগ্নিমিত্র। শালিবাহন!

শালিবাহন। তোমারও সময় নিকট।

অগ্নিমিত্র। দুঃখ নেই, নিয়তির দণ্ড থেকে ইন্দ্রনীলকে যখন রক্ষা কর্‌তে পার্‌লাম না, তখন এ জীবন নিষ্ফল।

কুবেণী। তবে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।

বিজয়। কুবেণী! একটা প্রার্থনা, এ বন্দীর বিচারভার আমায় দাও।

কুবেণী। সানন্দে।

বিজয়। মহানায়ক অগ্নিমিত্র! তুমি অসংখ্য অপরাধে অপরাধী, তার যে কোন একটা অপরাধে প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত হ'তে পারে। স্বপক্ষে তোমার কিছু বল্‌বার আছে?

অগ্নিমিত্র। না, আমি যা করেছি, সব রাজার মঙ্গলের জন্য। যদি বাঁচি, এমন অপরাধ আমি সহস্রবার কর্‌বো।

শালিবাহন। বিজয়সিংহ! এ যক্ষ্মা-উদ্গারের মত ভীষণ—এর রক্তে রক্তে মৃত্যুর বীজ; একে নৃশংস হত্যা কর—এখনি—এই মুহূর্ত্তে।

বিজয়। না রাজা! এ সামান্য শত্রু নয়। একটা তুচ্ছ তরবারির আঘাতে এর জীবনান্ত হ'তে পারে না। সহস্র অপরাধের মধ্যেও এর একনিষ্ঠা অসাধারণ। তা ছাড়া ইন্দ্রনীলের মৃত্যুর সঙ্গে এর মৃত্যু হ'য়ে গেছে; যা দেখ্‌ছো, এ কঙ্কাল; প্রাণদণ্ড এ বন্দীর কাছে শান্তির আগার। এই উদ্ধত অভিমানী বন্দীকে তার চেয়েও ভীষণ শাস্তি দেবো।

শালিবাহন। বল—বল, কি সে শাস্তি?

বিজয় । মুক্তি । যাও বন্দী । আমি তোমায় ক্ষমা কর্‌লাম । [বন্ধন মোচন করিলেন । ]

সকলে । [ সবিস্ময়ে ] ক্ষমা ।

অগ্নিমিত্র । কি—আমাকে ক্ষমা । লঙ্কার মহানায়ক আমি—আমাকে ক্ষমা । না—না—না, আমার অন্য শাস্তি দাও, যা তোমার ইচ্ছা । উঃ—বুকটা এমন করছে কেন ? ক্ষমা—ক্ষমা ! উঃ—এই তো মৃত্যু ।

ইন্দ্রনীল । অপেক্ষা কর, আমিও যাচ্ছি ।

[ প্রস্থান ।

শালিবাহন । ঠিক শাস্তি দিয়েছ কুমার । বল—জয় বঙ্গবীর বিজয়সিংহের জয় ।

সকলে । জয় বঙ্গবীর বিজয়সিংহের জয় ।

———

